THE MYSTRY OF THE TALKING SKULL

By

Alfred Hitchcock

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৪

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : মানবেন্দ্র পাল (বাচ্চু)

মুদ্রাকর : ভোলানাথ পাল : তনুশ্রী প্রিন্টার্স

৪/১ই বিডন রো : কলিকাতা-৬

আমার স্নেহের কেন্দ্রবিন্দু

উপমাকে

দীর্ঘজীবায়ঃ

আমাদের প্রকাশিত আলফ্রেড হিচকক-এর বই ●

আগুন চোখের রহস্য

কঙ্কালদ্বীপের রহস্য

ভয়ংকর দুর্গ

হারানো পাখির সন্ধানে

সবুজ ভূতের সন্ধানে

রহস্যময় ঘড়ি

কথা বলা মমি

জোন্স ইয়ার্ডের গোপন আস্তানায় তিন গোয়েন্দা বসেছিল। হাতে কোন কাজ না থাকায় তাদের মধ্যে ব্যস্ততা ছিল না। জুপিটার চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগে প্রভাতি সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বোলাচ্ছিল। একটু দূরে, টেবিলে মুখ গুঁজে বসে একমনে গত কেসের বিবরণ লিখছিল বব। তার কাজ হলো প্রতিটি তদন্তের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নোট করে রাখা। আর পীট— সে ছোট্ট জানলার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কালিফোর্নিয়ার রৌদ্র ঝলমল সকালকে উপভোগ করছিল। স্বভাবত কারণে ছোট্ট ঘরটার মধ্যে বিরাজ করছিল নিঃসীম নীরবতা।

প্রথম নীরবতা ভেঙ্গে কথা বললো জুপিটার। দুই সঙ্গীর দিকে কোনরকম মনযোগ না দিয়েই বললো—তোমাদের মধ্যে কেউ কখনো কোন অকসানে গিয়েছ?

জুপিটারের হঠাৎ করা প্রশ্নে পীট তাকালো তার দিকে। তারপর সহজভাবে বললো—না। কেন বলতো?

জুপিটার এবার ববকে প্রশ্ন করলো—কি বব, তোমার কি অকসানের ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা আছে?

—না জুপ।

—আমারও নেই।

অধৈর্য পীট বললো—হঠাৎ অকসানের অভিজ্ঞতা আছে কিনা জানতে চাইছ কেন?

জুপিটার হেসে বললো—যেহেতু আমার নিজের নেই বলে। তারপর একটু হেসে বললো—আজ কাগজে একটা অকসানের খবর বেরিয়েছে। বেশ কিছু পুরনো আমলের ট্রাংক সুটকেশ অকসান হবে। অকসানের ব্যবস্থা করেছে হলিউডের বিখ্যাত ডেভিস অকসান কম্পানি। আমার মনে হয় ব্যাপারটা খুব ইণ্টারেস্টিং হবে। চলো না, হাতে যখন কোন কাজ নেই, তখন আমরা এই অকসান থেকে ঘুরে আসি।

জুপিটারের কথাটা পীট বা বব কারোরই মনঃপূত হলো না।

সরাসরি আপত্তি না করে পীট বললো—কি হবে ওই বাক্সে অকসানে গিয়ে সময় নষ্ট করে। কবেকার পুরনো আমলের ট্রাঙ্ক-সুটকেশ—ওগুলো দিয়ে আমাদের কি কাজ হবে শুনি। হয়ত দেখা যাবে ওর মধ্যে পুরনো দিনের কোন বুড়ো লোকের ছেঁড়া জামা, লেপ-কম্বল ভর্তি আছে।

পীটের মন্তব্যে জোর পেয়ে বব গলা মিলিয়ে বললো—পীট কিন্তু কথাটা একেবারে মিথ্যে বলেনি। আমারও ওই একমত। বরং তার চেয়ে চলো আজ আমরা সাঁতার কাটতে যাই, অনেকদিন আমরা তিনজনে সাঁতার কাটিনি।

জুপিটার কিন্তু পীট ও ববের কথায় কোনরকম গুরুত্ব দিল না। বরং সহজভাবে নিজের হাতের কাগজটা গোছাতে গোছাতে বললো—আমার তো মনে হয় প্রতিটি মানুষের উচিত জীবনের চলার পথে নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। যে মানুষ যত বেশি অভিজ্ঞ সে ততো বেশি পরিপূর্ণ। তাছাড়া যারা গোয়েন্দা হয়, তাদের উচিত সব সময় নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ গ্রহণ করা। তারপর একটু হেসে বললো—তোমরা আমার সঙ্গে একমত হবে কিনা জানি না। তবে প্রথম গোয়েন্দা যখন আমি, তখন নিজেকে এই অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত করতে মোটেই রাজি নই। বিশেষ করে যখন এই ব্যাপারে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

জুপিটারের কথায় বব ও পীট কোন জবাব দিল না। জুপিটার ওদের দিকে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে বললো—আজ মনে হয় হান্স ও কোণাড দুজনেই ফাঁকা আছে। ওদের যে কোন একজনকে নিয়ে আমি এখুনি বেরিয়ে পড়ছি। তোমাদের যদি আমার সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে থাকে তো আসতে পার, তা না হলে তোমরা দুজনে সাঁতার কাটতে যেতে পার—তোমাদের সঙ্গে পরে দেখা হবে। কথাটা বলে জুপিটার বেরিয়ে গেল।

বব তাকালো পীটের দিকে। পীট কোন কথা না বলে নিঃশব্দে অনুসরণ করলো জুপিটারকে।

হান্সের হাল্কা ট্রাকে চেপে হলিউডের ডেভিস অকসান কম্পানিতে

পেৌছতে বেশি সময় নিল না। যদিও ততোক্ষণে অকসান শুরু হয়ে গিয়েছিল। ওরা তিনজন ঝটপট ট্রাক থেকে নেমে এগিয়ে গেল হলঘরটার দিকে।

ওরা গিয়ে দেখতে পেল গোটা হলঘর মানুষজনে ভরে আছে। জুপিটার ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। ওকে অনুসরণ করে এগুলো পীট ও বব। মঞ্চের সামনে পেৌছে ওরা দেখতে পেল একজন লোক মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে দর্শকদের উদ্দেশে হাত পা নেড়ে মজা করে কি যেন বলছে। জুপিটার সামনে এগিয়ে এসে প্রথম তাকালো লোকটার দিকে, তারপর তার কথাগুলো শোনার চেষ্টা করলো। বুঝতে পারলো অকসানের বিট্ দেওয়া শুরু হয়েছে। মঞ্চের একপাশে রাখা কতগুলি নতুন সুটকেশ দেখতে পেল জুপিটার। শুনতে পেল মঞ্চের ওপর দাঁড়ানো লোকটি বলছে ঃ আর কি কেউ আছে—বলুন আর কেউ আগ্রহী আছেন কি না···মাত্র বারো ডলার··ভারি সস্তা। উপস্থিত ভদ্রলোক ভদ্রমহিলারা একবার বিবেচনা করে দেখুন,এর চেয়ে সস্তায় আপনারা এই ধরনের শক্ত মজবুত সুটকেশ পাবেন কি না? এমন সুযোগ হাতছাড়া হলে আর এই সুযোগ জীবনে পাবেন না। অতএব আপনারা আর একবার ভেবে দেখুন···মাত্র বারো ডলার দাম উঠেছে···এক···দুই···কে আছেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দাম ধরুন···কি ব্যাপার সবাই চুপ কেন···? তাহলে তো দেখছি ওই লাল টাই পরা লোকটি ভাগ্যবান। মাত্র বারো ডলারে পেতে চলেছেন দারুণ একটা সুটকেশ।···তিন।

মঞ্চে দাঁড়ানো লোকটির দীর্ঘ বক্তৃতা সত্ত্বেও কেউ এগিয়ে এলো না। অগত্যা সুটকেশটি তুলে দেওয়া হলো লাল কোট পরা লোকটিকে।

জুপিটার চুপচাপ দাঁড়িয়ে অকসান দেখছিল। ওর পাশে দাঁড়িয়েছিল বব আর পীট। পীটের যে ভাল লাগছিল না বেশ বোঝা গেল। সে বারবার অস্বস্তি বোধ করে মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে অদ্ভুত শব্দ করছিল আর পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছছিল।

এক সময় মঞ্চে দাঁড়ানো ঘোষকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এবার আপনাদের সামনে হাজির করছি আজকের সেরা আকর্ষণ···"লট নাম্বার ৯৮"···দারুণ রোমাঞ্চকর আইটেম। কথাটা বলে লোকটি হাতের ইশারা করা মাত্র দুজন ষণ্ডামার্কা লোক একটা মাঝারি এবং পুরানো আমলের ভারি ট্র্যাঙ্ক নিয়ে এলো মঞ্চে।

ট্র্যাঙ্কের চেহারাটা দেখেই পিত্তি চটে গেল পীটের। সে ফিসফিস স্বরে ববকে বললো —এই ট্র্যাঙ্ক কেউ কিনবে বলে তোমার মনে হয়, যত সব বাজে ব্যাপার।

বব কোন উত্তর দিল না। তবে ওর চাউনিতে বোঝা গেল পীটের মন্তব্যে তারও সমর্থন আছে। ঘরটার মধ্যে প্রচণ্ড গরম লাগছে। একেই দিনটা ছিল যথেষ্ট গরম তার ওপর আবার ছোট্ট হলটার মধ্যে ঠাসা লোক···অধৈর্য পীট এবার জুপিটারকে উদ্দেশ্য করে আলতো গলায় বললো—জুপ আমার মনে হয় এই গরমের মধ্যে এইভাবে আর কিছুক্ষণ দাঁড়ালে শরীর খারাপ হয়ে পড়বে। তার চেয়ে চলো আমরা চলে যাই।

জুপিটার পীটের কথায় তার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল —আর একটু অপেক্ষা কর, মনে হয় এবারের আইটেমটা সত্যি ইণ্টারেষ্টিং হবে।

—কি বলছ তুমি, ওই রকম একটা পুরনো আমলের ট্রাঙ্ক···

—পীটের কথা শেষ হতে পারলো না তার আগেই জুপিটার বললো—হুঁ, ঠিকই বলেছ, তবে ওই ট্রাঙ্কের ওপর আমি ডাক দেব।

জুপিটারের কথায় পীট চমকে উঠলো। সবিস্ময়ে বললো —বলো কি জুপ, ওই একটা বাজে ট্রাঙ্কের জন্য তুমি দাম দেবে।

—হ্যাঁ, তাতে দোষ কি? আরে ভাই খারাপের মধ্যে ভাল জিনিস তো মিলে যেতে পারে। দেখাই যাক না ডাক দিয়ে ট্রাঙ্কটার মধ্যে কিছু পাওয়া যায় কি না। আর যদি পাই তখন দেখা যাবে ওটার মধ্যে কি আছে—খারাপ ভাল যাই থাকুক না কেন আমরা তিনজনেই ভাগ করে নেব।

পীটের মন তবু সায় দিল না। সে জুপিটারকে বোঝাবার জন্য বললো—তোমার কি ধারণা ওর মধ্যে মহামূল্য কোন বস্তু

লুকানো আছে। আমার তো মনে হয় ওর মধ্যে ১৮৯০ সালের তৈরি কিছু পুরনো ছেঁড়া জামাকাপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। এখনকার দিনে ঐ ধরনের ট্রাঙ্ক কেউ ব্যবহার করে না।

সত্যি—ট্রাঙ্কটার চেহারা মোটেই আকর্ষণীয় নয়। কাঠের তৈরি ট্রাঙ্কটার ওপরের ঢাকনাটি চামড়া দিয়ে মোড়া আর তার দুদিকে হাতল দুটিও চামড়ার তৈরি।

ট্রাঙ্কের ব্যাপারে ববেরও কোনরকম উৎসাহ ছিল না। সেও শান্ত গলায় জুপিটারকে বোঝাবার চেষ্টা করলো।

জুপিটার অবশ্য কোন কথায় কর্ণপাত করলো না। সে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ট্রাঙ্কটার দিকে।

মঞ্চে দাঁড়ানো লোকটির কণ্ঠস্বর এক সময় শোনা গেল - "লেডিস এ্যান্ড জেনটেলম্যান···আপনারা এবার এই ট্রাঙ্কটিকে লক্ষ্য করুন। বহু পুরনো আমলের ট্রাঙ্ক···দেখতে সুন্দর না হলেও এর মধ্যে অনেক রহস্যই লুকিয়ে আছে। আপনারা এখন বাজারে খোঁজ করলে এই জাতীয় ট্রাঙ্ক খুঁজে পাবেন না। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এই জাতীয় ট্রাঙ্কের অস্তিত্ব আমাদের ব্যবহারিক জীবন থেকে মুছে গেছে।

লোকটির কথার ফাঁকে জুপিটার আলগোছে ববকে বললো—আমার মনে হয় এটা কোন পুরনো দিনের অভিনেতার ট্রাঙ্ক। এর মধ্যে নাটকের পোশাক-টোশাক থাকতো।

বব বললো আমারও তাই মনে হচ্ছে।

পীট পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাম মুছতে মুছতে বললো - দোহাই জুপ, দয়া করে এই পুরনো আমলের বাজে ট্রাঙ্কটার জন্য সময় ও অর্থ কোনটাই ব্যয় করো না। চলো আমরা চলে যাই।

জুপিটার কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই আবার ভেসে এলো ঘোষকের কণ্ঠস্বর।

"উপস্থিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা, আপনারা দয়া করে এই ট্রাঙ্কটিকে অবজ্ঞা করবেন না। বরং মনে করুন এই ট্রাঙ্কটি আপনার ঠাকুরদার আমলের। অতএব এই তালাবন্ধ ট্রাঙ্কটির মধ্যে কি সম্পদ থাকতে পারে? কে বলতে পারে এর মধ্যে কোন

গোপন সম্পদ লুকানো নেই। হয়ত খুলে দেখবেন এর মধ্যে আছে জারের আমলের নানা মূল্যবান অলংকার অথবা পুরনো আমলের ধনদৌলত···হয়ত এই বাক্সে দেখতে ট্রাঙ্কটি আপনার ভাগ্যকে বদলে দিতে পারে। আসুন আর সময় নষ্ট না করে আমরা ডাক শুরু করি। কেউ কি আছে···এগিয়ে এসে ডাক শুরু করবেন।

সবাই চুপ। কেউ কোন কথা বললো না। বোঝা গেল ট্রাঙ্কটির ব্যাপারে উপস্থিত মানুষজনের মধ্যে কোন উৎসাহ নেই।

মঞ্চে দাঁড়ানো লোকটি এবার উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে একঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে অত্যন্ত নাটকীয় কায়দায় বলতে আরম্ভ করলেন ঃ—"লেডিস এ্যাণ্ড জেনটেলম্যান, আপনারা খুব গভীর ভাবে এই ট্রাঙ্কটিকে লক্ষ্য করুন, এবং একবার মনে মনে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন আজ থেকে একশো বছর আগে আপনার বেঁচে থাকা প্রপিতামহের কথা। ট্রাঙ্কটি দেখতে আধুনিক নয়, কিন্তু এর ঐতিহ্য আধুনিকতাকেও ছাপিয়ে যায়। হয়ত আপনারা এই বিশ্রি দেখতে ট্রাঙ্কটির মধ্যে থেকে পেলেও পেতে পারেন, আপনার পিতামহের আমলের কোন মূল্যবান সম্পদ···অথবা জার আমলের লুকনো মূল্যবান অলংকার সামগ্রী। অতএব মনের মধ্যে কোন-রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব না রেখে আপনারা অনায়াসে ডাক শুরু করতে পারেন। আসুন আপনাদের মধ্যে থেকে যে কেউ একজন এগিয়ে এসে ডাক শুরু করুন।

এত কিছু বলা সত্ত্বেও দর্শকদের মধ্যে কোনরকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না।

—কি হলো আপনারা এখনো নীরব কেন? আসুন আর দেরি না করে ডাক শুরু করুন।

মুহূর্তকাল মাত্র। সবাইকে অবাক করে দিয়ে জুপিটার এগিয়ে গেল কয়েক পা, তারপর মঞ্চে দাঁড়ানো লোকটির উদ্দেশে বললো—আমার দাম রইলো এক ডলার।

—মাত্র এক ডলার। ঠিক আছে তোমার দাম আমি গ্রহণ করছি। তারপর একটু থেমে বললো—"আপনারা সবাই চুপ কেন।

এই বুদ্ধিমান ছেলেটি মাত্র এক ডলার দাম দিয়েছে। আর কেউ আছেন কি? যদি কেউ দাম দিতে আগ্রহী থাকেন তাহলে তাড়াতাড়ি দাম দিন···এক···দুই।

দর্শকদের মধ্যে থেকে কোনরকম সাড়া না পাওয়ায় অগত্যা মঞ্চে দাঁড়ানো লোকটি ঘোষণা করলো—মাত্র এক ডলারে এই ট্রাংকটি পেয়েছে ওই বুদ্ধিমান ছেলেটি। এই মুহূর্ত থেকে এই খুদে ছেলেটি হলো ট্রাংকটির মালিক। আমি ওর সৌভাগ্য কামনা করি।

জুপিটারকে ট্রাঙ্কের মালিক ঘোষণা করা মাত্র দেখা গেল একজন প্রৌঢ়াকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে। তার মুখচোখে উৎকণ্ঠার ছাপ। তিনি ভিড় ঠেলে সোজা চলে এলেন মঞ্চের সামনে। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—এক মিনিট, আমি দাম দিতে চাই···আমার দাম দশ ডলার।

মহিলার মাথায় পাকা চুল। শরীরটা সামনের দিকে কিছুটা ঝোঁকানো। মহিলার আচরণে সবাই একটু অবাক হলো। বিশেষ ভাবে অবাক হলো ওই ট্রাংকটির জন্য অকারণে দশ ডলার দাম দেওয়ায়।

মঞ্চে দাঁড়ানো লোকটি কোন জবাব দিল না। তাকে নীরব থাকতে দেখে মহিলা উত্তেজনা মাখা গলায় বললেন—কুড়ি ডলার। কি হলো ট্রাংকটা আমি পাবো তো—? আমি কুড়ি ডলার দাম দিয়েছি।

এবার মহিলার দিকে তাকিয়ে মঞ্চে দাঁড়ানো লোকটি নরম গলায় বললেন—আমি দুঃখিত ম্যাডাম, ট্রাংকটা এক ডলারে এই বাচ্চাটা আগেই কিনে নিয়েছে। আমার আর এখন কিছু করার নেই।

লোকটির কথায় হতাশ হলেন মহিলা।

ইতিমধ্যে দুজন লোক ট্রাংকটাকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে জুপিটারের সামনে রাখলো। এই মুহূর্তে জুপিটার এই ট্রাঙ্কের মালিক। সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে।

পীট আলতো গলায় জুপিটারকে প্রশ্ন করলো—কি করবে জুপ এখন ট্রাংকটা নিয়ে?

—কি আবার করবো, এখন এটা সোজা স্যালভেজ ইয়ার্ডে নিয়ে যাব। ওখানে গিয়ে খুলে দেখবো সত্যি সত্যি ট্রাঙ্কটার মধ্যে কি আছে।

পীট কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ওদের সামনে এগিয়ে এসে অকসান কম্পানির একজন লোক বললো – সরি, তোমরা কিন্তু এখনো দামটা দাওনি। এই নাও তোমাদের বিল। কথাটা বলে লোকটা একটা কাগজ এগিয়ে দিল জুপিটারের দিকে। জুপিটার কোনরকম বাক্য ব্যয় না করে পকেট থেকে ব্যাগ বার করে দামটা মিটিয়ে দিল। এরপর জুপিটারের নির্দেশ মতো বব আর পীট ট্রাঙ্কের দুদিকের হাতল ধরে এগিয়ে গেল ভিড় ঠেলে বাইরের দিকে। কয়েক পা এগোতেই ওরা থমকে গেল মহিলার কণ্ঠস্বরে। তাকিয়ে দেখলো একটু আগে যে প্রৌঢ়া মহিলাটি ট্রাঙ্কটি কেনার জন্য কুড়ি ডলার পর্যন্ত দিতে রাজি ছিলেন তিনি তাদের দিকে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে আসছেন? ওদের কাছে পেঁছে মহিলাটি উদ্বিগ্ন গলায় বললেন—এই যে ছেলেরা, আমি তোমাদের কাছ থেকে ট্রাঙ্কটা কিনতে চাইছি। তোমরা কত টাকায় বিক্রি করবে বলো? আমি তোমাদের এই ট্রাংকটির জন্য পঁচিশ ডলার দিতে রাজি আছি—তারপর একটু থেমে মৃদু গলায় বললেন—পুরনো ট্রাঙ্ক জমানো আমার একটা হবি, সেই কারণেই এই ট্রাঙ্কটা আমার পছন্দ। আমি ওটাকে আমার সংগ্রহ শালায় রাখতে চাই।

মহিলার কথা শুনে পীট ফিস ফিস করে জুপিটারকে বললো জুপ, অফারটা মনে হয় তোমার নেওয়া উচিত হবে। পঁচিশ ডলার এতো ভাবাই যায় না।

ববও উৎসাহ বোধ করলো। সেও জুপিটারকে বললো—মনে হয় ট্রাঙ্কটা মহিলাকে দিয়ে দেওয়াই ভাল। এর চাইতে ভাল প্রফিট আর কিছুই হতে পারে না। ওই দামে কেউই এই ট্রাঙ্কটা কিনবে বলে মনে হয় না আমার।

এতক্ষণে কথা বললো জুপিটার। তাকালো মহিলার দিকে। দেখতে পেল মহিলা তার হাত ব্যাগ থেকে ইতিমধ্যে পঁচিশ ডলার বার করে রেখেছেন। জুপিটার তার দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা

গলায় বললো—আমি অত্যন্ত দুঃখিত ম্যাডাম। আমার বন্ধুরা ট্রাঙ্কটা বিক্রি করার ব্যাপারে উৎসাহী হলেও, আমি আদৌ রাজি নই। তাছাড়া আমি তো এটা কাউকে বিক্রি করার জন্য কিনিনি। আমার উদ্দেশ্য এই ট্রাঙ্কের মধ্যে কি আছে তা দেখা।

মহিলা বললেন, আমার মনে হয় তুমি ভুল করছ। তুমি যা ভাবছ আসলে তা নয়। ওর মধ্যে মূল্যবান কোন সম্পদ তুমি পাবে না। বরং আমার কথা শোন, তুমি তিরিশ ডলারে আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও।

—না ম্যাডাম, তা সম্ভব নয়। আমি তো আগেই বলেছি এই ট্রাঙ্ক আমি বিক্রি করার জন্য কিনিনি।

জুপিটারের ভাবভঙ্গিতে মহিলা শেষ পর্যন্ত হতাশ হলেন এবং দ্রুত তিনি মানুষজনের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। মহিলা চলে যেতে পীট বললো—কাজটা মনে হয় ঠিক হলো না জুপ, এমন একটা লাভের সুযোগ হাতছাড়া করে মনে হয় ভুল করলে।

জুপিটার উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসলো। পীট হয়ত আরও কিছু বলতো, কিন্তু তার আগেই কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে একজন ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালো ওদের সামনে। তারপর হেসে বললো—এই যে ছেলেরা, আমি তোমাদের খুঁজছি। আমার নাম মিস্টার ফ্রেড ব্রাউন। পেশায় সাংবাদিক।

—আপনি সাংবাদিক। কোন্ পত্রিকার?

—হলিউড নিউজ পত্রিকার। আমার কাজ হলো ইণ্টারেষ্টিং ঘটনা সংগ্রহ করা। আজ আমার এখানে এসে তোমাদের খুব ভাল লাগলো। আমি তোমাদের একটা ছবি তুলতে চাই।

—আমাদের ছবি? পীট সবিস্ময়ে বললো।

—হ্যাঁ তোমাদের সঙ্গে থাকবে তোমাদের এই ট্রাঙ্কটির ছবি। এর কারণ হলো আজকের অকসানে এটাই হলো সবচেয়ে আকর্ষণীয় আইটেম।

কথাটা বলে ভদ্রলোক নিজেই ওদের ছবি তোলার জন্য গুছিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তিন গোয়েন্দার সামনে থাকলো ট্রাঙ্কটি। এই প্রথম বব লক্ষ্য করলো ট্রাঙ্কের সামনে ছোট্ট একটা সাদা

সিলভার প্লেটে খোদাই করা আছে একটা নাম—"দ্য গ্রেট গ্যালিভার।"

সাংবাদিক লোকটি দ্রুত ছবি তুলে নিল। তারপর ক্যামেরাটা ঠিক ঠিক ভাবে গুছিয়ে নিতে নিতে বললো—তোমাদের অজস্র ধন্যবাদ। তো বলো এবার তোমাদের কি পরিচয়? আর বলতো কেনই বা তোমরা ওই মহিলাকে ট্রাংকটা লোভনীয় দাম পাওয়া সত্ত্বেও বিক্রি করলে না। তোমরা এমন একটা লাভের সুযোগ হাতছাড়া করার জন্য আমিও তো বিস্মিত হয়েছি।

জুপিটার দৃঢ় কণ্ঠে বললো—ট্রাংকের ব্যাপারে আমাদের কোন উদ্দেশ্য না থাকলেও উৎসাহ এবং কৌতূহল যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এই কৌতূহলের জন্যই আমি রাজি হইনি। আমার ধারণা এটা একটা থিয়াটারিক্যাল ট্রাংক। আমি এই ট্রাংকটা খুলে দেখতে চাই সত্যি সত্যি এর মধ্যে কি আছে।

জুপিটারের কথায় সাংবাদিক ভদ্রলোকটি যেন খুশি হলো। বললো তাহলে কি তুমি বিশ্বাস করছ ওর মধ্যে রাশিয়ার কোন জারের গোপন সম্পত্তি লুকানো আছে।

পীট বললো—ওটাতো কথার কথা, তা কি কখনো সম্ভব।

—কেন সম্ভব নয়, তাছাড়া আমার তো মনে হয় ট্রাংকের ওপরে যে নামটা খোদাই করা আছে, সেটা অত্যন্ত তাৎপর্য পূর্ণ "দ্য গ্রেট গ্যালিভার"—এই নামটার মধ্যেই তো নাটকের গন্ধ লুকিয়ে আছে। কি ইয়ংম্যান তোমার কি মনে হয়। সাংবাদিক লোকটি তাকালো এবার জুপিটারের দিকে।

জুপিটার কিন্তু জবাব দিল না। ওকে নীরব থাকতে দেখে সাংবাদিক লোকটি বললো—যাক ওসব কথা, এবার তোমাদের বিষয়ে কিছু বলো শুনি।

জুপিটার গম্ভীর গলায় পকেট থেকে নিজের পরিচয় লিপি বার করে এগিয়ে দিল সাংবাদিক লোকটির হাতে। বললো; আমাদের পরিচয় মুখে বলার চাইতে এই কার্ডটাই যথেষ্ট।

সাংবাদিক লোকটি হাত বাড়িয়ে জুপিটারের কাছ থেকে কার্ডটা নিয়ে চোখ বোলালো। তারপর সবিস্ময়ে বললো—তোমরা

তিনজন গোয়েন্দা।

—ঠিক গোয়েন্দা নয় আমরা হলাম তদন্তকারী।

—তা কিসের তদন্ত তোমরা করে থাক? আর এই প্রশ্ন চিহ্ন —এটাই বা কিসের জন্য?

জুপিটার দৃঢ়ভাবে জবাব দিল—ওই চিহ্নটা হলো আমাদের সিম্বল। আমাদের কাজ হলো যাবতীয় অজানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

—তাই নাকি!

—অ্যাজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক তাই। যে সব প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে না আমাদের কাজ হলো সুষ্ঠ তদন্তের দ্বারা সেই সব প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া।

এবার সাংবাদিক লোকটি জুপিটারের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো - তাহলে এখন তোমরা এই পুরনো আমলের থিয়াটারিক্যাল ট্রাঙ্কের তদন্ত করবে—কি তাইতো? খুব ভাল। কথাটা বলে লোকটি তার পকেটে কার্ডটা রাখতে রাখতে বললো আজ সন্ধ্যে-বেলার কাগজেই হয়ত তোমরা তোমাদের ছবি ছাপা হয়েছে দেখতে পাবে। তবে সবটাই নির্ভর করছে সম্পাদকের মর্জির ওপর—যদি আর কোন গুরুত্বপূর্ণ নিউজ থাকে তাহলে হয়ত আজকে ছবিটা ছাপা নাও হতে পারে। এখন আমি চলি, আবার দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে।

লোকটি যেমন দ্রুত এসেছিল তেমনি দ্রুত চলে গেল। জুপিটার আর কালক্ষেপ করলো না। সে পীট ও ববকে ট্রাঙ্কটা ধরে দ্রুত হলের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে নিজে এগিয়ে গেল ওদের আগে।

গাড়িতে বসে হান্সকে স্যালভেজ ইয়ার্ডে ফেরার নির্দেশ দিল জুপিটার। হান্স গাড়ির ইঞ্জিন চালু করলো। জানলার দিকে তাকিয়ে জুপিটার চুপ করে বসেছিল। সে যে গভীর চিন্তামগ্ন তা তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ নীরবতার পর পীট প্রথম কথা বললো—আচ্ছা জুপ, ট্রাঙ্কটা তো নিলে, এখন এটাকে

খুলবে কি করে ?

—কেন, স্যালভেজ ইয়ার্ডে অনেক চাবি আছে। মনে হয় যে কোন চাবি দিয়ে ট্রাংকটা খোলা যাবে।

—যদি চাবি না পাওয়া যায়, তাহলে কি ভাঙতে হবে ট্রাংকটাকে ?

—ববের প্রশ্নের উত্তরে জুপিটার মৃদু হেসে বললো—না, কোন মতেই ভাঙাচোরা করে ট্রাংকটাকে নষ্ট হতে দেব না, অন্য কোন উপায়ে খোলার চেষ্টা করবো। তবে আমার বিশ্বাস আঙ্কেল জোন্স ট্রাংকটা খোলার ব্যাপারে আমাদের নিশ্চয় সাহায্য করবেন। ওর সাহায্য পেলে কাজটা আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে যাবে।

কথায় কথায় ওরা একসময় রকি বীচে এসে পেঁছালো। ইয়ার্ডের মধ্যে গাড়ি প্রবেশ করা মাত্র জুপিটার দেখতে পেল তার কাকিমাকে। তিনি একটা বেতের চেয়ারে শরীর ছড়িয়ে বসেছিলেন। একটু দূরে গাড়িটা দাঁড় করালো হান্স। ট্রাক থেকে লাফিয়ে একে একে নামলো জুপিটার, বব এবং পীট। তারপর তারা ট্রাকের পিছনের ডালা খুলে নামালো সদ্য সংগ্রহ করা ট্রাংকটাকে। বব ও পীট দুজনে ট্রাংকটা ধরে এগিয়ে গেল মিসেস জোন্স যেখানে বসেছিলেন সেই দিকে। ওদের আগে আগে হাঁটছিল জুপিটার। মিসেস জোন্স এতক্ষণ ওদের লক্ষ্য করছিলেন এবং তিনি কৌতূহল সম্বরণ করতে না পেরে এগিয়ে আসা জুপিটারকে লক্ষ্য করে বললেন কি ব্যাপার, এটা আবার তোমরা কোথা থেকে নিয়ে এলে ? দেখে তো মনে হচ্ছে এটা কোন কুবেরের সিন্দুক।

জুপিটার হেসে বললো—কোন কুবেরের জানি না, তবে এটা হচ্ছে বহু পুরনো আমলের একটা ট্রাংক ?

—নিশ্চয়ই তোমরা এটার জন্য অনেক দাম দিয়েছ ?

জুপিটার তার কাকিমাকে স্বস্তি দিয়ে বললো—না, তুমি শুনে খুশি হবে এই ট্রাংকটার জন্য আমরা মাত্র এক ডলার খরচ করেছি। তারপর একটু থেমে সে কাকিমার দিকে তাকিয়ে বললো—কিন্তু

আমরা একটা সমস্যায় পড়েছি, ট্রাঙ্কটা খোলা নিয়ে। তুমি কি আমাদের সাহায্য করতে পারবে, নাকি আমাদের আঙ্কেল জোন্সের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

মিসেস জোন্স জুপিটারের কথার অর্থ ধরতে পেরেই বললেন—তুমি নিশ্চয় চাবির গোছাটা চাইছ ?

—ঠিক তাই।

মিসেস জোন্স সহজ গলায় বললেন—অফিস ঘরে চাবির গোছাটা আছে, তোমরা যে কেউ একজন অফিস ঘরে গিয়ে চাবির গোছাটা নিয়ে এস।

বব কোনরকম কালবিলম্ব করলো না। মিসেস জোন্সের কথাটা শেষ হওয়া মাত্র সে তীর বেগে ছুটে গেল অফিস ঘরের দিকে ? চোখের পলকে চাবির গোছাটা নিয়ে ফিরে এলো।

ববের হাত থেকে চাবির গোছাটা নিয়ে জুপিটার দ্রুত হাতে ট্রাঙ্কটা খুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

একটার পর একটা চাবি লাগিয়েও কোন কাজ হলো না। পীট ঐসব দেখে শুনে হতাশ গলায় বললো—কি জুপ, ট্রাঙ্কটা খুলতে পারবে বলে মনে হয় ? আমার তো মনে হয় তোমার উচিত হবে ট্রাঙ্কটা ভেঙে দেখা।

জুপিটার মৃদু হেসে বললো—এত দ্রুত ভাঙার সিদ্ধান্ত নিতে আমি রাজি নই।

—তাহলে কি করবে এখন ?

—কি আবার করবো, আঙ্কেলের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। আমার মনে হয় আঙ্কেলের কাছে আরও অনেক চাবির গোছা আছে, তিনি একটা উপায় ঠিক আমাদের বাতলে দিতে পারবেন।

ওদের কথার মধ্যে আবার মিসেস জোন্স এসে দাঁড়ালেন সামনে। তারপর বেশ একটু রাগত স্বরেই জুপিটারকে লক্ষ্য করে বললেন—কি ব্যাপার ছেলেরা, তোমরা আর কতক্ষণ এইভাবে বাজে সময় নষ্ট করবে। অনেক কাজ বাকি আছে। চলো আগে তোমরা একটু খাওয়া-দাওয়া করে নাও। ওই ট্রাঙ্ক পরে খোলার

কথা চিন্তা করবে।

পীট এবার খুশি হলো। সত্যি ভারি খিদে পেয়েছে। তাই সে মিসেস জোন্সের কথাটা লুফে নিয়ে বললো—জুপ, চলো আগে আমরা খেয়ে নিই। তাছাড়া মিস্টার জোন্সের তো ইয়ার্ডে ফিরতে এখনো কিছু দেরি আছে। তিনি না ফিরলে তো আর আমাদের কোন কাজ হবে না।

—তা হবে না, কিন্তু—

জুপিটার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই তার কাকিমা ধমক দিয়ে বললেন—আর কোন কিন্তু নয়—আজ সারাদিন তোমরা ইয়ার্ডে কোন কাজ করোনি, অনেক কাজ বাকি আছে। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে তোমরা চেয়ারগুলোকে রঙ করতে শুরু করো. হাতের কাজ শেষ করে তারপর আবার ট্রাঙ্কের কথা ভাববে।

অগত্যা জুপিটারকে বাড়ির ভিতরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে হলো। তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করলো পীট ও বব।

মিস্টার জোন্স ফিরলেন প্রায় বিকেল পার করে। ততোক্ষণে তিন গোয়েন্দা তাদের হাতের কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছে। একটু দূরে বেতের একটা চেয়ারে বসে তিনজনের কাজ খুটিয়ে খুটিয়ে লক্ষ্য করছিলেন মিসেস জোন্স।

এক সময় ইয়ার্ডের প্রধান ফটক দিয়ে ট্রাক নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন মিস্টার জোন্স। ট্রাকের ইঞ্জিন বন্ধ হলো। হাতের কাজ থামিয়ে তিন গোয়েন্দাই তাকালো সেই দিকে। এতক্ষণ ওরা তীর্থের কাকের মতো মনে মনে প্রতীক্ষা করছিল, সেই আকাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে এবার ট্রাক থেকে নামতে দেখা গেল। গুটি গুটি পায়ে একমুখ হাসি নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এলেন মিস্টার জোন্স। তিনি কাছাকাছি হতেই মিসেস জোন্স তাকে কিছু একটা বলার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। কিন্তু মিস্টার জোন্স তাকে সেই সুযোগ দিলেন না। মিসেস জোন্স কিছু বলার আগেই মিস্টার জোন্স এক গাল হেসে জুপিটারকে লক্ষ্য করে বললেন এই যে

ছেলেরা, তোমাদের তিনজনকে যে এক সঙ্গে এখানে দেখতে পাব ভাবিনি। তোমাদের জন্য আমি একটা দারুণ খবর এনেছি।

—কি খবর?

বিস্মিত জুপিটার তাকালো মিস্টার জোন্সের দিকে। মিস্টার জোন্স বললেন—আজ তোমরা অকসান থেকে এক ডলার দিয়ে একটা ট্রাংক কিনেছ; কি তাইতো?

—হ্যাঁ কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

মিস্টার জোন্স স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আবার আগের মতোই হাসতে হাসতে বললেন—এই বার শুধু আমি একা কেন, ইতিমধ্যে হয়ত এই অঞ্চলের সকলেই খবরটা জেনে গেছে।

—কি করে? জানতে চাইলো জুপিটার।

মিস্টার জোন্স এবার তার ব্যাগ থেকে একটা খবরের কাগজ বার করে বললেন—এটা হলো সান্ধ্য হলিউড নিউজ পেপার। এই কাগজের প্রথম পাতায় তোমাদের তিনজনের ছবি ছাপা হয়েছে। এই নাও পড়ে দেখ—কি লিখেছে কাগজে। কথাটা বলে জোন্স কাগজটা জুপিটারের দিকে এগিয়ে দিলেন।

এবার তারা তিনজনেই বুঝতে পারলো আসল ব্যাপারটা। উৎসাহিত পীট বললো—সাংবাদিক ভদ্রলোকটি তাহলে সত্যি কথা রেখেছেন দেখছি। তারপর একটু হেসে জুপিটারকে লক্ষ্য করে বললো—কি লিখেছে জুপিটার।

জুপিটার জোরে জোরে পড়তে লাগলো কাগজে ছাপা হওয়া তাদের বিষয়ে লেখাটা।

চমৎকার একটা গল্প ফেঁদেছেন রিপোর্টার। তার ধারণা এই রহস্যময় ট্রাঙ্কটার মধ্যে বহু পুরনো আমলের ধনরত্ন লুকানো আছে। আর সেই রহস্যের তদন্ত করার জন্যই তিন গোয়েন্দা বেশি লাভ পাওয়া সত্ত্বেও ট্রাঙ্কটাকে বেচে দিতে রাজি হয়নি। এই খবরের সঙ্গে ছাপা হয়েছে তিন গোয়েন্দার ছবি নাম সহ রকি বীচে জোন্স স্যালভেজ ইয়ার্ডের ঠিকানা।

এক নিমেষে গড় গড় করে কাগজের লেখাটা পড়ে গেল জুপিটার। তার পড়া শেষ হলে পীট বললো—দারুণ লিখেছে।

মনে হয় আমরা রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে গেছি। এমন একটা পাবলিসিটি যে আমাদের কপালে হবে, আমি ভাবতেই পারিনি।

জুপিটার তার দিকে তাকিয়ে বললো এই রকমই হয়, তুমি তো অকসানের ব্যাপারে প্রথম থেকেই বিরুদ্ধাচরণ করেছ পীট।

—হ্যাঁ তা করেছি, আসলে বুঝতে পারিনি এই রকম একটা ভয়ংকর কিছু ঘটবে।

জুপিটার হেসে বললো—হয়ত আগামী দিনে এর চাইতেও আরও কিছু ভয় কর ঘটনা ঘটতে পারে পীট, তারজন্য তৈরি থেক। তারপর ববের দিকে তাকিয়ে জুপিটার বললো—আজ অনেক বেলা হয়ে গেছে, তোমরা সবাই ক্লান্ত, কাজেই আজ আর কোন আলোচনা নয়। কাল সকালে আবার আমাদের দেখা হবে, তখন ঠিক করবো নতুন পরিকল্পনা।

—ট্রাংকটা খোলার ব্যবস্থা কি হবে জুপ।

—কাল খুলবো। তোমরা কাল সকালে বরং তাড়াতাড়ি চলে এস।

—ঠিক আছে তাই হবে।

বব ও পীট আর কেউই কালবিলম্ব করলো না। ওরা দুজনেই তাদের বাইকে উঠে নিজেদের বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। জুপিটার একা একা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। সে মনে মনে ভাবছিল ট্রাংকটাকে আজকের রাতটা কোথায় রাখবে। ইয়ার্ডের খোলা জায়গায় রাখাটা ঠিক হবে না। শেষ পর্যন্ত অনেক ভাবনা-চিন্তা করে সে একাই ট্রাংকটাকে টেনে নিয়ে গেল অফিস ঘরের দিকে। তারপর অফিস ঘরের এক কোণে ট্রাংকটাকে রেখে এগিয়ে গেল নিজের ঘরের দিকে।

অনেক রাত পর্যন্ত নিজের ঘরে জেগেছিল জুপিটার। শুয়ে শুয়ে ভাবছিল সারাদিনের ঘটনা। বার বার তার মনে হচ্ছিল, সত্যি কি কোন রহস্য আছে ওই ট্রাংকটার মধ্যে, নাকি সত্যি ওটা একটা সাধারণ থিয়াটারিক্যাল ট্রাংক।'

চিন্তামগ্ন জুপিটার হঠাৎ এক সময় চমকে উঠলো। তার মনে

হলো তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ যেন কথা বলছে ? কে কথা বলছে ? সচেতন হলো এবার। শুনতে পেল হান্সের কণ্ঠস্বর। কথাগুলো শোনার চেষ্টা করলো জুপিটার।

হান্স বলছে—আমার মনে হয় কেউ কিছু চুরি করার জন্য ইয়ার্ডে ঢুকেছে। আমি ইয়ার্ডের মধ্যে আলো দেখতে পেয়েছি।

—তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে, চলো যাই একবার চারদিক ভালভাবে দেখে আসি।

মিস্টার জোন্সের কণ্ঠস্বর।

—কোন বিপদ হবে না তো ?

মিসেস জোন্স বললেন।

—বিপদ, বিপদকে ভয় পেলে চলবে কেন। তবে আমার সঙ্গে কোনার্ড আর হান্স যখন আছে, তখন তোমার কোন চিন্তা নেই। তুমি নিরাপদে শুয়ে থাকতে পার। কথাগুলো বলে ওরা মিসেস জোন্সকে রেখে বাইরে বেরিয়ে গেল। বিছানা থেকে নেমে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সব কথাগুলো শুনছিল জুপিটার। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে সেও নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো ঘরের বাইরে। বাইরে এসে দেখতে পেল হান্স আর কোনার্ড দুজনে সামনের গেটের দিকে লাঠি হাতে দৌড়ে যাচ্ছে। জুপিটারও এগিয়ে গেল সেই দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারলো কেউ একজন যেন ওদের তাড়া খেয়ে সামনের বড় গেট টপকে বাইরে বেরিয়ে গেল। কোনার্ড দ্রুত ছুটে গিয়েও লোকটাকে ধরতে পারলো না। আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে জুপিটারের প্রথম মনে হলো ট্রাংকটার কথা। ট্রাংকটা ঠিক জায়গায় আছে তো ? ওটা নেওয়ার জন্য কেউ আসেনি তো ?

দ্রুত সে অফিস ঘরের দিকে পা চালালো। তারপর অফিস ঘরে পেঁছে যেখানে সে ট্রাংকটা রেখে এসেছিল সেই দিকে চোখ রেখে বুঝতে পারলো—রহস্যময় ট্রাংকটা উধাও হয়েছে—ওটা নেই।

পরের দিন সকালে পীটকে সঙ্গে নিয়ে ইয়ার্ডের কাজ করছিল জুপিটার। কাকা-কাকিমা বাড়িতে না থাকায়, ইয়ার্ডের দায়িত্ব ছিল জুপিটারের ওপর। গভীর মনোযোগে তারা দুজনে মিলে

রঙ করছিল লোহার পুরনো চেয়ারগুলোতে। এক সময় তাদের কানে এলো বাইক থামার শব্দ? ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো পীট।

ববকে দেখে সে চিৎকার করে বললো—কি ব্যাপার বব তুমি এত দেরি করলে কেন?

বব বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে চাবি বন্ধ করে নিঃশব্দে এগিয়ে এলো তাদের দিকে। জুপিটার কিন্তু ববকে লক্ষ্য করে একবারও তার দিকে তাকালো না। আসলে তার মনটা ছিল অন্য কারণে ভারাক্রান্ত। গতরাতের ঘটনাটা এখনো তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নিজের মধ্যে সে কোন সঠিক উত্তর খুঁজে পাইনি।

পীট এবার হাত থেকে রঙের ব্রাসটা নামিয়ে রেখে ববের দিকে তাকিয়ে বললো—তোমার কিন্তু আসতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এত দেরি তো তুমি করো না বব। তো নাও আর সময় নণ্ট না করে বরং আর একটা ব্রাস নিয়ে কাজে লেগে যাও, এখনো বেশ কয়েকটা চেয়ারে আমাদের রঙ করা বাকি আছে।

বব কোনরকম দ্বিধা না করে জুপিটারের পাশেই রঙ আর ব্রাস নিয়ে বসে পড়লো। ইয়ার্ডে এই ধরনের কাজে ওরা তিনজনই অভ্যস্ত।

বব একটা চেয়ার টেনে নিয়ে রঙ করা শুরু করতে করতে জুপিটারকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলো—কি জুপ, ট্রাঙ্কটার কি খবর? ওটা কি তুমি খুলতে পেরেছ?

—ট্রাঙ্ক। কোন ট্রাঙ্কের কথা তুমি বলছ বব?

পীটের কণ্ঠস্বরে ছিল চাপা কৌতুক। তার কথা শুনে বব একটু অবাক হলো যেন। বললো—কেন, গতকাল যে ট্রাঙ্কটা জুপ অকসান থেকে নিয়ে এসেছে, আমি তার কথাই বলছি। তারপর একটু থেমে বব উৎসাহ মাখা কণ্ঠস্বরে বললো—জানো জুপ, আমার মা কাগজে ছবি দেখে খুব খুশি হয়েছেন। তিনি ভাবতেই পারেননি কোন কাগজের প্রথম পাতায় আমাদের এতবড় করে ছবি বেরোবে। এখন তিনি ট্রাঙ্কটার ব্যাপারে খুব উৎসাহী।

ববের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জুপিটার অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললো—শুধু তোমার মা একা নয়, এখন দেখছি ট্রাঙ্কটার ব্যাপারে

অনেকেরই উৎসাহ আছে। এতটা উৎসাহ যে প্রত্যেকের হবে আমার ধারণা ছিল না। আগে বুঝলে ট্রাংকটা সত্যি লাভজনক দামে বিক্রি করে দিতাম, তাতে আমাদের হাতে কিছু পয়সা আসতো।

জুপিটারের কথায় বব একটু অবাক হলো। এক রাতের মধ্যে জুপিটারের এতটা মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে বব প্রশ্ন করলো—হঠাৎ তুমি এই ভাবে কথা বলছ কেন জুপ ?

জুপিটার কোন উত্তর দিল না, তার হয়ে উত্তর দিল পীট। সে আসল কথাটা ববকে বলার জন্য এতক্ষণ মনে মনে ছটফট করছিল। এবার সুযোগ পেতেই সে বললো—তুমি আসল ঘটনাটা তো এখনো কিছুই শোননি বব।

—আসল ঘটনা ? আসল ঘটনাটা আবার কি ?

—ট্রাংকটা গতকাল রাত্রে চুরি হয়ে গেছে।

—চুরি হয়ে গেছে ? সে কি - কে চুরি করলো ?

জুপিটার মৃদু হেসে বললো—তা জানতে পারলে তো আসল সমস্যার সমাধানই হয়ে যেত। কে চুরি করেছে সেটাই তো ভাবছি।

—চুরি হলো কিভাবে ?

বব জানতে চাইলো। এবার জুপিটার তাকে গতরাত্রের সমস্ত ঘটনাটা খুলে বললো।

অবাক হয়ে জুপিটারের কথা শুনছিল বব। তার দু'চোখে অপার বিস্ময়। জুপিটার চুপ করতেই সে বললো–ওই রকম একটা পুরনো আমলের ট্রাংক কার দরকার থাকতে পারে ? কি এমন আছে ট্রাংকটার মধ্যে ? তা তোমার কি মনে হয় জুপ ? ওটার মধ্যে মূল্যবান কিছু সামগ্রী আছে ?

জুপ কোনরকম উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করে সহজ গলায় বললো—মনে হয় এটা কোন অতি উৎসাহী লোকের কাজ।

জুপিটার হয়ত আরও কিছু বলতো, তার আগেই তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পীট বললো—কাগজে যে রকম ফলাও করে রহস্য ফেঁদেছে, তাতে তো লোকের মনে উৎসাহ জাগাই স্বাভাবিক। সবাই ভাবছে না জানি কিনা আছে ওই ট্রাংকটার মধ্যে। জারের আমলের বাজেয়াপ্ত কোন অর্থ ভাণ্ডার নাকি কোন রাজার মূল্যবান

সম্পত্তি। তবে যে যাই ভাবুক না কেন, ট্রাঙ্কটার মধ্যে যে মূল্যবান কোন জিনিস আছে এই বিষয়ে মনে হয় কারো মনে কোন সন্দেহ নেই। আমার তো বাপু ট্রাঙ্কটাকে দেখে প্রথম থেকেই পছন্দ হয়নি। এর মধ্যে যে আবার কোন রহস্য থাকতে পারে, কে জানে।

কথাগুলো পীট প্রায় একদমে বললো। ববের ইচ্ছে ছিল কিছু বলার, কিন্তু তার আগেই তারা একটা গাড়ির শব্দ শুনে তাকালো। দেখতে পেল ইয়ার্ডের গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে একজন ভদ্রলোক তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন।

জুপিটার মনে মনে আন্দাজ করে নিল লোকটি কে হতে পারে। নিশ্চয় কোন খদ্দের। কাকা বা কাকিমা ইয়ার্ডে না থাকলে সে নিজেই খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলে। ব্যবসার ব্যাপারটা ছেলেমানুষ হলেও একবারে কম বোঝে না জুপিটার। কাজেই সে লোকটিকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে নিজেকে যথাসম্ভব গম্ভীর করার চেষ্টা করলো।

লম্বা রোগা চেহারার লোকটি এবার এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে। এক ঝলক তিন কিশোরের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সহজভাবে প্রশ্ন করলো জুপিটার—আমার মনে হয় তোমার নামই হবে জুপিটার জোন্স ?

--হ্যাঁ, আপনার আগমনের কারণ কিছু জানতে পারি ?

লোকটি হেসে বললো—অবশ্যই জানতে পার, সেই জন্য তো আমি তোমার কাছে এসেছি। তারপর একটু থেমে জুপিটারে চোখের ওপর চোখ রেখে বললো—হ্যাঁ আমি এখানে একটা জিনিসের জন্য এসেছি।

—কি জিনিস বলুন ?

লম্বা লোকটি হেসে বললো—গতকাল কাগজে পড়লাম, তোমরা নাকি অকসান থেকে একটা পুরনো আমলের ট্রাঙ্ক কিনেছ। আর কিনেছ মাত্র এক ডলার দিয়ে—কি ঘটনাটা সত্যি ?

জুপিটার ঘাড় নেড়ে জবাব দিল—হ্যাঁ।

পীট আর বব তারা পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকালো।

তাদের লক্ষ্য ছিল জুপিটারের দিকে। কি বলে জুপিটার? কি ভাবে সে এই খদ্দেরের সঙ্গে পাকা ব্যবসায়ীর মতো আচরণ করে।

লোকটি এবার জুপিটারের আরও কাছে এগিয়ে এলো। তারপর তার কাঁধে হাত রেখে বললো—দেখ ছোকরা, তোমার সঙ্গে বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই। আমি ওই ট্রাঙ্কটার জন্য এসেছি, আমার বিশ্বাস ওই ট্রাঙ্কটা আমাকে বিক্রি করতে তোমার কোন আপত্তি নেই। তাছাড়া ওটা এখনো কাউকে তোমরা বিক্রিও করে দাওনি—কি তাইতো?

জুপিটারের কণ্ঠস্বর এবার ম্লান শোনালো। সে লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো—আপনার কথা আমি সবই বুঝেছি। আর এটাও ঠিক, ওটা আমরা কারো কাছে বিক্রিও করে দিইনি, তবুও এই মুহূর্তে···মানে···মানে···জুপিটার পরিষ্কার ভাবে কিছু বলতে পারলো না। তার কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকছিল।

তাকে আমতা আমতা করে কথা বলতে দেখে লোকটি এবার ধমকের সুরে বললো—যা বলার ঠিক করে বলো। তারপর কড়া চোখে জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললো—আমি কোন আপত্তির কথা শুনতে চাই না। ওই ট্রাঙ্কটা আমার চাই—চাই। আর এর জন্য আমি তোমাদের একশ ডলার দেব কি রাজি তো? মনে হয় এর চেয়ে বেশি দাম তোমরা আর কারো কাছ থেকে পাবে না, আর পেতেও পার না।

জুপিটার ঠিক কি বলবে বুঝে পেল না। সে ঘাড় চুলকে ইতস্ততঃ ভাবে বললো—সত্যি আপনার অফারটা লাভজনক, তবু স্যার···মানে আমি বলছি কি? আপনাকে ট্রাঙ্কটা দিতে পারলে খুশিই হতাম কিন্তু—

—আবার কিন্তু? এবার লোকটি চোখ পাকিয়ে বেশ রাগত-স্বরেই জুপিটারের দিকে লক্ষ্য করে বললো

দেখ হে ছোকরা, ওসব কোন কিন্তু-টিন্তু শুনতে আমি রাজি নই। আমার অভিধানে কিন্তু বলে কোন শব্দ নেই। ওই ট্রাঙ্কটা আমার চাই। তারপর একটু থেমে বললো—তোমরা হয়ত জানো না "দ্য গ্রেট গ্যালিভার" আমার কত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। অনেক

বছর তার সঙ্গে আমার দেখা নেই। আমি জানি না আদৌ সে বেঁচে আছে কি না। আর বেঁচে থাকলেও সে কোথায় আছে, কেমন আছে, তা আমার জানা নেই। শুধু জানি বন্ধু হিসাবে ওর ওই ট্রাঙ্কটা আমার কাছে খুব জরুরী। তারপর একটু থেমে লোকটা পকেট থেকে একটা টাকা বার করে হাতের ওপর রেখে বেশ কয়েকবার তালি বাজালো। ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা বদলে হয়ে গেল ছোট্ট একটা সাদা কার্ড। এবার লোকটি সেই কার্ডটা জুপিটারের হাতে তুলে দিল। বড় বড় চোখে জুপিটার তাকালো কার্ডের দিকে। তারপর অস্ফুট স্বরে বললো—আপনি একজন যাদুকর।

—হুঃ।

জুপিটার কার্ডের ওপর লেখা নামটা আর একবার ভাল ভাবে পড়ল।

লেখা আছে—যাদুকর ম্যাক্সমিলন।

যাদুকর লোকটি এবার জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললো—এক সময় লোকে আমায় যাদুকর হিসাবে যথেষ্ট খাতির করত। ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় আমি অনেকবার খেলা দেখিয়েছি। এখন অবশ্য আমি খেলাটেলা দেখাই না। ইচ্ছে আছে যাদুবিদ্যার ইতিহাস নিয়ে একটা বই লেখার।

এই পর্যন্ত বলে লোকটি একটু থামলো। তারপর জুপিটার ও তার দুই সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললো দেখ ছেলেরা, আমার কথা তো শুনলে, কাজেই আর বাজে সময় নষ্ট না করে ট্রাঙ্কটা আমায় দিয়ে দাও।

এতক্ষণে নিজস্ব জড়তা কাটিয়ে জুপিটার বললো—আমার পক্ষে আপনাকে ট্রাঙ্কটা দেওয়া সম্ভব নয় মিস্টার ম্যাক্সমিলন।

—সম্ভব নয়। আশ্চর্য সাহস তো তোমার। আমার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি আমাকে বলছ, ট্রাঙ্কটা আমাকে দেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি জানো আমি রেগে গেলে তোমাদের কি করতে পারি। যাদুবিদ্যা সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণা নেই। আমি এখুনি পারি তোমাদের তিনজনকে বাতাসে অদৃশ্য করে দিতে।

কাজেই ভাল চাও তো আমাকে রাগিয়ে দিও না।

যাদুকর লোকটির কথায় পীট এবং বব যথেষ্ট ভয় পেল। মুখ শুকিয়ে গেল তাদের। জুপিটারও যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। কি বলবে ঠিক ভেবে পেল না।

এবার যাদুকর লোকটি রাগান্বিত স্বরে বললো—কি হলো তোমরা চুপ করে আছ কেন, বলো কিছু ?

জুপিটার বললো—আপনাকে ট্রাংকটা দেওয়া এই কারণেই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সেই ট্রাংক আপাততঃ আমাদের কাছে নেই। গতকাল রাত্রে ট্রাংকটা ইয়ার্ড থেকে চুরি হয়ে গেছে।

—চুরি হয়ে গেছে! সত্যি কথা বলছ? যাদুকর লোকটি হতাশ ভাবে তাকালো।

—হ্যাঁ স্যার। এই বলে গতকাল রাত্রে যা যা ঘটেছিল জুপিটার সংক্ষেপে বললো যাদুকর ম্যাকসুমিলনকে।

লোকটি জুপিটারের মুখ থেকে সব কথা মন দিয়ে শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো—তাহলে তো তোমাদের কিছু বলার নেই আমার। কিন্তু যে এই ট্রাংক চুরি করে থাকুক না কেন তাদের কোন কাজে লাগবে না।

পীট বললো—মনে হয় যারা এই কাজ করেছে তাদের ধারণা ট্রাংকের মধ্যে মূল্যবান কোন সম্পত্তি আছে।

পীটের কথায় যাদুকর লোকটি হেসে বললো—বোকা। ভীষণ বোকা। গ্রেট গ্যালিভারের ট্রাংকে মূল্যবান কিছুই পাওয়া যাবে না। গ্যালিভার লোকটা ছিল গরীব। ওর ট্রাংকে একমাত্র পাওয়া যেতে পারে ওর ম্যাজিকের কিছু মূল্যবান সরঞ্জাম, কিন্তু তাও একজন যাদুকর ছাড়া ওগুলো কারো কাজে লাগবে না।

বব প্রশ্ন করলো—গ্রেট গ্যালিভার কি যাদুকর ছিলেন ?

—হ্যাঁ, তবে সে তার নিজেকে গ্রেট বলে পরিচয় দিলেও যাদুবিদ্যার ব্যাপারে সে কিন্তু আদৌ গ্রেট ছিল না। সাদামাটা কিছু যাদু খেলা জানতো। তবে তার একটা বিশেষ আকর্ষনীয় খেলা ছিল, মনে হয় সেই জন্যই তার ট্রাংকটা অন্য একজন মানুষের কাছে খুবই মূল্যবান। কিন্তু ট্রাংকটাই যখন চুরি হয়ে গেছে,

তখন আর অযথা তোমাদের ওসব কথা বলে লাভ কি আছে আমার। এই পর্যন্ত বলে লোকটি একটু থামলো। তারপর অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললো—

শোন হে ছেলেরা ট্রাংকটা যদি দৈবাৎ তোমরা ফেরৎ পাও, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা আমাকে জানাবে। কি মনে থাকবে তো তোমাদের আমার কথা, নাকি ভুলে যাবে।

জুপিটার কোন জবাব দিল না। কি জবাব দেবে সে। যে বস্তু একবার হাতের বাইরে যায়, তাকি সহজে ফেরৎ পাওয়া যায়? জুপিটার বা তার সঙ্গীদের কাছ থেকে কোনরকম উত্তর না পাওয়ায় যাদুকর বললো—দেখ শেষ পর্যন্ত কোথার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। তা তোমরা আমার কার্ডটা যেন হারিয়ে ফেল না। মনে রেখ ওই ট্রাংকটা আমার চাই—চাই। কথাটা বলে লোকটা পকেটে হাত দিয়ে একটা ডিম বার করলো। তারপর ডিমটা হাতের তালুতে নাচাতে নাচাতে নাটকীয় সুরে বললো—একজন ভদ্রলোকের পকেটে ডিম-টিম থাকাটা ঠিক সমিচীন নয়—কি বলো ছেলেরা, কথাটা ঠিক বলছি কি না। তার চেয়ে বরং ডিমটা তোমরা নাও, ভাগ করে তোমরা তিনজনে খেয়ে নিও, আমি এখন চলি। এই বলে লোকটি ডিমটা ওদের দিকে ছুঁড়ে দিল। পীট ডিমটা লুফতে যাচ্ছিল, তার আগেই দেখতে পেল চোখের ওপর ডিমটা বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটি হাসতে হাসতে বললো—আরে বোকা, ওটা একটা ঘোড়ার ডিম। ওকি কখনো খাওয়া যায়।

পীট অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো লোকটির দিকে। তার বেশ ভয় ভয় করছিল। লোকটি হাসতে হাসতে বললো—এখন আমি যাচ্ছি। মনে থাকে যেন আমার কথা। যদি চালাকি করার চেষ্টা করো, তাহলে তার পরিণাম কি হবে নিশ্চয় বুঝতে পারছ তোমরা। যদি ডিমের মতো অদৃশ্য হতে না চাও তো আমার কথাটা মনে রেখ। কথাটা বলে যাদুকর লোকটি আর দাঁড়ালো না, যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। তিন গোয়েন্দা তাকিয়ে ছিল সেই দিকে। ওদের কারো মুখে কোন কথা নেই। তিনজনেই যথেষ্ট অবাক হয়েছে লোকটির আচরণে।

অনেকক্ষণ ওরা তিনজনে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল।

গেটের সামনে গাড়ি থামার শব্দ শোনা মাত্র সম্বিত ফিরে পেল পীট। প্রথম সে কথা বললো—মনে হয় লোকটা আবার ফিরে এসেছে।

তিনজনেই উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকালো সামনের গেটের দিকে। দেখতে পেল নীল রঙের ছোট একটা বিদেশী গাড়িকে দাঁড়াতে। গাড়ির দরজা খুলে একজন লোক নেমে এলো, তারপর সে এগিয়ে আসতে লাগলো গেটের দিকে।

জুপিটার বললো—মনে হয় অন্য কোন খদ্দের।

কথাটা শেষ হওয়া মাত্র তারা এবার স্পষ্ট দেখতে পেল লোকটিকে। চিনতে কোন অসুবিধে হলো না লোকটিকে। ওদের তিনজনকে পাশাপাশি ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দূর থেকে হাত নেড়ে লোকটি বললো—এই যে আমার গোয়েন্দা বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছ? নতুন কোন খবর-টবর আছে নাকি।

সাংবাদিক ফ্রেড ব্রাউনকে চিনতে পেরে হাসল জুপিটার কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

—কি ব্যাপার কথা বলছ না কেন, আমায় চিনতে পেরেছ তো?

না চেনার কোন কারণ নেই। আপনি মিস্টার ফ্রেড ব্রাউন।

—ধন্যবাদ আমার নামটা মনে রাখার জন্য। তো এখন বলো তোমাদের জন্যে আমি কি করতে পারি? তারপর একটু হেসে মিস্টার ব্রাউন পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘামে ভেজা মুখটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন—আমার মনে হয় তোমরা এতক্ষণে গতকালের ট্রাংকটা খুলে ফেলেছ। কি পেলে ওই ট্রাংক থেকে। আমি তো নতুন গল্পের সন্ধানে অনেক আশা নিয়ে তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি। তারপর একটু থেমে তিনজনের দিকে তাকিয়ে রহস্যঘন গলায় বললেন—কি হে কথা বলা নরমুণ্ডুটা খুঁজে পেয়েছ?

—'কথা বলা নরমুণ্ডু'। তিনজনে প্রায় একই সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করলো।

—হ্যাঁ, আমার কথায় মনে হয় তোমরা অবাক হয়েছ? কেন তোমরা ট্রাংকটা থেকে কিছু খুঁজে পাওনি? মিস্টার ফ্রেড ব্রাউন

কথাটা ছুঁড়ে দিলেন ওদের দিকে।

জুপিটার আলতো ভাবে মাথা নাড়িয়ে জবাব দিল—না স্যার আমাদের পক্ষে ট্রাঙ্কটা খোলা সম্ভব হয়নি।

— কেন ?

-- কাল রাত্রে ওটা এই ইয়ার্ড থেকে চুরি হয়ে গেছে ?

দ্রুত উত্তর দিল পীট। পীটের কথায় বিস্মিত হলেন ফ্রেড। ভ্রু-যুগলে টান পড়লো। বললেন—আশ্চর্য। কে চুরি করলো ওই ট্রাঙ্কটা আর তার উদ্দেশ্যই বা কি ? তারপর একটু থেমে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন—মনে হয় কাগজের রিপোর্ট পড়ে কেউ প্রলুব্ধ হয়ে ওই কাজ করেছে।

গম্ভীর ভাবে জুপিটার বললো—আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে আপনার কাছে ?

— কি প্রশ্ন বলো ?

—আচ্ছা আপনি যে 'নরমুণ্ডের' কথা বললেন, ওই নরমুণ্ডটা কি সত্যি কথা বলুন তো ?

ঠোঁটের কোণে স্মিত হাসি টেনে নিয়ে ফ্রেড ব্রাউন বললেন—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ভারি শক্ত। তবে লোকে বলতো গ্রেট গ্যালিভারের "নরমুণ্ডো" কথা বলে। আমি অত্যন্ত পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে এই তথ্য খুঁজে পেয়েছি।

—হঠাৎ আপনি এই কাজ করতে গেলেন কেন ? জুপিটার জানতে চাইল।

ফ্রেড আগের মতো ঠান্ডা গলায় জবাব দিলেন—সে অনেক কথা। তবে এটা মনে রেখো একজন সাংবাদিককে চোখ কান খোলা রেখে যেমন চলতে হয়, তেমনি মনেও রাখতে হয় পুরনো কিছু কথা—সেই সূত্রেই ট্রাঙ্কের ওপর গতকাল গ্রেট গ্যালিভার নামটা দেখার পর থেকে বার বার মনে হচ্ছিল আমি যেন নামটা এর আগে কোথাও শুনেছি। ব্যাস—ভাবতে গিয়েই আমাকে আমার কাজে হাত দিতে হলো। সোজা চলে গেলাম পত্রিকার "নিউজ মর্গে"। আর ওখান থেকেই আবিষ্কার করলুম গ্রেট গ্যালিভার আর তার কথা বলা নরমুণ্ড সম্পর্কে যাবতীয় রহস্যময়

তথ্য। তো বাপু, এইসব কথা তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের বলা যাবে না, আগে আমাকে একটু বসতে হবে। তোমরা তো আমাকে এখনো বসতেই দিলে না।

ফ্রেডের কথায় বব দ্রুত একটা রঙ না করা চেয়ার এগিয়ে দিল। ফ্রেড চেয়ারে বসতে বসতে বললেন—গ্রেট গ্যালিভার ছিলেন একজন যাদুকর। তার যাদুবিদ্যার বিশেষত্ব ছিল তার ওই কথা বলা নরমুণ্ডটি। বছর খানেক হলো গ্যালিভার অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তাকে আর দেখা যায় নি। শোনা যায় তিনি নাকি বাতাসে মিশে গেছেন। ব্যাপারটা কতটা যুক্তি সম্মত তা বলতে পারবো না তবে তিনি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন এই বিষয়ে কেউ কোন কিছু সঠিক ভাবে বলতে পারেনি। এই ঘটনার সময় তিনি যে হোটেলে ছিলেন, সেই হোটেলের পক্ষ থেকেই ওই ট্রাংকটিকে বেওয়ারিশ মাল হিসাবে নিলাম করা হয়েছে।

ফ্রেডের কথাগুলো ওরা তিনজনই মন দিয়ে শুনছিল। প্রথম কথা বললো বব। বললো—আপনি বলছেন গ্যালিভার অদৃশ্য হয়েছেন?

—আমি বলছি না, তার সম্পর্কে এই কথাই সকলে বলেছে বলে আমি জেনেছি। তবে যা কিছুই ঘটে থাকুক না কেন, গোটা ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক?

জুপিটার আলতো ভাবে মাথা নাড়িয়ে বললো—রহস্যজনকই বটে। একজন যাদুকর অদৃশ্য হলেন। চুরি হয়ে যাওয়া ট্রাংক আর সেই ট্রাংকের মধ্যে থাকা একটা কথা বলা নরমুণ্ড—সব মিলিয়ে ব্যাপারটা সত্যি রহস্যজনক বলেই মনে হচ্ছে আমার।

জুপিটারের কথা শেষ হওয়া মাত্র পীট তার দিকে তাকিয়ে বেশ চিৎকার করে বললো—জুপ আমার মনে হয় তুমি ব্যাপারটা নিয়ে খুব সিরিয়াসলি কিছু ভাবছ। দেখ ভাই, আমি কিন্তু এই রহস্য উদ্ধারের মধ্যে নেই, সেকথা আমি আগেই তোমাকে জানিয়ে রাখছি।

পীটের দিকে তাকিয়ে জুপিটার গম্ভীর গলায় বললো—এই মুহূর্তে রহস্য উদ্ধার করার মতো কোন উপাদান আমাদের

হাতে নেই। ট্রাংকটা থাকলে না হয় তদন্তের কথা ভাবা যেত। কিন্তু সেটাও যখন চুরি হয়ে গেছে তখন আর সেই বিষয়ে কিছু ভাবনা চিন্তা করার সুযোগ আমাদের নেই। এখন শুধু গ্রেট গ্যালিভারের বিষয়ে মিস্টার ফ্রেডের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইছি। ধরো না কেন একটা গল্পই শুনছ—গল্প শোনার মধ্যে তো তোমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না পীট।

জুপিটারের যুক্তি সম্মত কথাটা লুফে নিয়ে মিস্টার ফ্রেড ব্রাউন বললেন—ঠিক বলেছে। গ্যালিভারের ধারণাটা একটা গল্পের মতোই। তা শোনো, ওর বিষয়ে আমি যা জানি তাই তোমাদের বলছি।

এবার তিনজনই আবার আগের মতো ঘিরে বসলো ফ্রেডকে। ফ্রেড চেয়ারে বসে নাটকীয় ভাবে বলতে শুরু করলেন গ্রেট গ্যালিভারের বিষয়ে জানা কথাগুলো।

তোমাদের আগেই বলেছি গ্রেট গ্যালিভার ছিলেন একজন যাদুকর। তবে তিনি একজন খুব বড় যাদুকর ছিলেন—তা নয়। খুব একটা বেশিদিন তিনি যাদুবিদ্যা নিয়ে টিকে থাকেন নি। ওই কথা বলা নরমুণ্ডটি ছিল তার প্রধান খেলা। একটা কাঁচের টেবিলের ওপর তিনি ওই নরমুণ্ডটা বসিয়ে রেখে অন্য কোন যন্ত্রপাতি ছাড়াই কথা বলাতেন, যার যা যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিত ওই নরমুণ্ডটি।

• —ব্যাপারটা "ভেনট্রিল্যাকুইজম্" নয় তো?

জুপিটারের কথায় পীট তাকালো তার দিকে। বললো—ভেনট্রিল্যাকুইজম্, ব্যাপারটা কি জুপ?

জুপিটার পীটের দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললো—এটা হচ্ছে এক ধরনের কৌশল, যা মানুষ অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ব করতে পারে। এই কৌশলে অভ্যস্ত লোকেরা এমন ভাবে ঠোঁট না নাড়িয়ে কথা বলে, যার ফলে শ্রোতাদের ধারণা হয় কথাটা তিনি না বলে অন্য কেউ বলছেন অথবা কথাটা অন্য কোন জায়গা থেকে আসছে।

জুপিটারের সহজ ব্যাখ্যা শুনে মিস্টার ফ্রেড ব্রাউন হেসে বললেন—চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছ। তোমার অনুমান সঠিকও হতে

পারে। তবে গ্যালিভার এই খেলা দেখাবার সময় নিজে অনেক-দূরে থাকতেন, আবার কোন কোন সময়ে তিনি নিজে ঘরের বাইরে চলে যেতেন, এর ফলে কারো মনে কোন সন্দেহ থাকতো না। তার এই বিশেষ পদ্ধতির আসল রহস্যটি অন্য যাদুকরদের কাছে কিন্তু আজও অজানা থেকে গেছে। তারা কেউ বুঝে উঠতে পারেনি গ্রেট গ্যালিভার কেমন করে নরমুণ্ডকে দিয়ে কথা বলাতেন। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ালো যে গ্যালিভারকে পুলিশের নজরে পড়তে হলো।

ফ্রেডের কথায় উৎসাহিত হলো তিন গোয়েন্দা। একটু আগে যে পীটকে নিরুৎসাহ বলে মনে হচ্ছিল সেই এবার প্রশ্ন করলো—পুলিশের নজরে পড়তে হলো কেন তাকে ?

ফ্রেড হেসে বললেন—এবার আমি সেই কথায় আসছি। সাধারণ যাদু খেলা দেখিয়ে গ্যালিভার কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারেননি। তাকে যথেষ্ট দারিদ্রতার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছিল। শেষে তিনি পেশা বদল করে একজন "ফরচুন টেলার" হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তবে হ্যাঁ তিনি নিজেকে ঠিক 'ফরচুন টেলার' বলতেন না, পরিচয় দিতেন একজন ভবিষ্যত উপদেষ্টা হিসাবে। লোকে তার কাছে ভবিষ্যত গণনার জন্য আসতেন। এই সময় তার বেশভূষারও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছিল। পুরনো সনাতনী ধর্মগুরুদের মতো তিনি আলখাল্লা জাতীয় লম্বা ঢিলে-ঢালা পোশাক পরতেন আর ঘরে আবছা আলোর মধ্যে এমনভাবে বসে থাকতেন যাতে তাকে দেখে অনেক সময় সমাধিস্থ কোন অতীন্দ্রিয় ব্যক্তি বলে মনে হতো। এই পর্যন্ত বলে মিস্টার ব্রাউন তাকালেন জুপিটারের দিকে, তারপর আগের মতোই নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন—আমাদের সংসারে ধর্মভীরু দুর্বল মানুষের অভাব নেই। ফলে দলে দলে লোক তার কাছে আসতে লাগলো ভবিষ্যতের নানান প্রশ্ন নিয়ে আর এইসব প্রশ্নের উত্তর দিত গ্যালিভারের ওই নরমুণ্ডটি। পেশার তাগিদে গ্যালিভার ওই নরমুণ্ডের একটি নামও দিয়ে দিলেন—সেটি হলো "সক্রেটিস"।

মিস্টার ব্রাউন থামতেই বব প্রশ্ন করলো।—সকলের যাবতীয়

প্রশ্নের উত্তর দিত ওই নরমুণ্ড মানে 'সক্রেটিস' ?

—ঠিক তাই, ব্যবসাটা প্রথম দিকে ভালই জমেছিল। কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষার তো আর শেষ নেই—তাই গ্যালিভার অচিরেই আরও বড় জগতের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। উপদেশ দিতে লাগলেন শহরের বড় বড় ব্যবসায়ী, স্টকিস্ট, শেয়ার মার্কেটিয়ারদের। কিছুদিনের মধ্যে এই সমস্ত লোকেরা যখন তার উপদেশে মোটা মোটা টাকা ব্যবসায় লোকসান দিতে আরম্ভ করলেন, তখন তারা গ্যালিভারকে একজন প্রকৃত চিটার হিসাবে পুলিসের কাছে অভিযোগ করলেন। এরফলে গ্যালিভারকে থানায় যেতে হলো। আদালতের বিচারে তার এক বছর জেল পর্যন্ত হলো।

—তারপর।

বড় বড় চোখে ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে কথাটা বললো পীট।

ফ্রেড বললেন—জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর গ্যালিভার নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বদলে ফেললেন। ম্যাজিক ও ভবিষ্যত গণনার যাবতীয় পুরনো পেশা ছেড়ে দিয়ে কেরানির চাকরি নিলেন। এই কেরানির চাকরি করতে করতেই একদিন তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। আর কেউই তার কোন সন্ধান পাননি। তবে বাজারে জোর গুজব ছিল, তিনি এমন কোন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জরিয়ে পড়েছিলেন যে তার পক্ষে এইভাবে নিখোঁজ হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তবে গুজবের সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

জুপিটার এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। সে তার বিশ্লেষণধর্মী মন দিয়ে ফ্রেড ব্রাউনের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল। এক সময় ফ্রেড থামতেই সে সহজ ভাবে বললো—লোকটা হঠাৎ করে নিখোঁজ হলো অথচ সে তার প্রয়োজনীয় ট্রাংকটা সঙ্গে নিল না—একি কখনো হয়, আমার কেমন যেন সন্দেহ লাগছে। তারপর একটু থেমে নিচের ঠোঁটে দাঁত দিয়ে চেপে কি যেন ভাবলো জুপিটার। তারপর আগের মতোই সহজ ভাবে মিস্টার ব্রাউনের দিকে তাকিয়ে বললো—মনে হয় তিনি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন অথবা তাঁর নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা হঠাৎ করে

ঘটেছে যার জন্য হয়ত তিনি নিজেও তৈরি ছিলেন না।

জুপিটারের কথায় সায় দিয়ে মিস্টার ব্রাউন বললেন—তোমার সঙ্গে আমি একমত। আমার মনে হয় তিনি এমন কোন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন, যাতে তাকে কারো পক্ষে সনাক্ত করা হয়ত সম্ভব হয়নি।

—আচ্ছা জুপ, ওই নরমুণ্ডটার জন্যই কি মিস্টার ম্যাক্সমিলানের ওই ট্রাংকটা খুব জরুরী হয়ে পড়েছে। তিনি মনে হয় নিশ্চয় জানেন যে ওই ট্রাংকের মধ্যে গ্রেট গ্যালিভারের কথা বলা নরমুণ্ডটা আছে।

বব উত্তর দিল—এ সব জানা তো তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। যদি তিনি সত্যি সত্যি গ্রেট গ্যালিভারের বন্ধু হয়ে থাকেন। আসলে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই ট্রাংক থেকে গ্রেট গ্যালিভারের গুপ্ত বিদ্যাটিকে আত্মস্বাত করা।

ক্ষুদে গোয়েন্দাদের কথায় মিস্টার ফ্রেড বেশ একটু অবাক হলেন। জানতে চাইলেন—তোমরা কার কথা বলছ? ম্যাক্সমিলান সে আবার কে?

জুপিটার মৃদু হেসে জবাব দিল—ভদ্রলোক একজন যাদুকর। তিনি আমাদের কাছে গ্রেট গ্যালিভারের বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছেন। আপনি এখানে আসার কিছুক্ষণ আগে ভদ্রলোক এসেছিলেন ট্রাংকটির খোঁজে। ওই ট্রাংকটি তার চাই।

—তাই। মিস্টার ফ্রেড মুহূর্তের জন্য নিজের মনে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—ভদ্রলোক যখন ট্রাঙ্কটি কেনার জন্য তোমাদের কাছে এসেছিলেন, তাহলে নিশ্চয় তিনি ট্রাঙ্ক চুরি করা দলের সঙ্গে যে যুক্ত নয় তা বোঝাই যাচ্ছে। কথাটা বলতে বলতে ফ্রেড চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—যে ওই ট্রাংকটা চুরি করে থাকুক না কেন, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্যালিভারের মন্ত্রপূত সক্রেটিসকে নিজেদের কাজে লাগানো। দেখাই যাক এই কাজে তারা কতটা সফল হতে পারে। কথাটা বলে কব্জি উল্টে হাত ঘড়িটার দিকে তাকালেন ফ্রেড। তারপর ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন তোমাদের কাছে এসেছিলাম নতুন একটা গল্প সংগ্রহ করার

উদ্দেশে, তা তোমরা ট্রাঙ্কটাকেই হারিয়ে বসে আছ। দেখি এখন আবার নতুন কোন আর্টিকেল লেখার কথা চিন্তা করা যায় কিনা। তারপর ফ্রেড কয়েক পা এগিয়ে গেলেন গেটের দিকে। সামান্য একটু গিয়ে থেমে পিছন ফিরে নাটকীয় ভঙ্গিতে তিন গোয়েন্দার উদ্দেশে বললেন—আজ চলি বন্ধুরা, আবার নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

ফ্রেড চলে গেলেন।

জুপিটার নিজের মধ্যে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে বব বললো—কি ব্যাপার বলতো জুপ, কি ভাবছ এত ?

জুপিটার দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণা চেপে দিল। ববের কথায় সে বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো—আমার ভাবতে খুব খারাপ লাগছে বব, এত সুন্দর একটা রহস্য, তদন্ত করার সুযোগ হাতে পেয়েও আমরা কাজে লাগাতে পারলাম না। ট্রাঙ্কটা চুরি হয়ে যাওয়ার জন্য এখন সত্যি খুব দুঃখ হচ্ছে।

জুপিটারের কথায় পীট আদৌ খুশি হলো না। সে বারবারই ওই ট্রাঙ্কের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে এসেছে। তাই এবার সে স্পষ্ট ভাষায় বললো—দেখ জুপ, আমি আগেই বলে রাখছি, তোমার ওই ট্রাঙ্ক তদন্ত করার ব্যাপারে আমি নেই। তারপর কণ্ঠস্বরে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বললো—কি একটা বিশ্রি দেখতে ট্রাঙ্ক, তার ওপর আবার ওটার মধ্যে একটা "নরমুণ্ড" আছে। আমার মাথায় আসছে না একটা "নরমুণ্ড" কি করে কথা বলতে পারে ?

জুপিটার হেসে পীটের দিকে তাকিয়ে বললো—ওটাই তো হলো আসল রহস্য, আর ওই রহস্য উদঘাটন করাই হলো আমাদের তদন্তের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু তা আর হওয়ার কোন উপায় নেই। প্রথমতঃ ট্রাঙ্কটা আমাদের চুরি হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয়তঃ হলো আঙ্কেল টিটাস ফিরে এসেছেন। তাকিয়ে দেখ বড় ট্রাঙ্কটা ইয়ার্ডে ঢুকছে।

জুপিটারের কথা শোনা মাত্র পীট ও বব তাকালো সামনের গেটের দিকে। দেখতে পেল গেট টপকে ইয়ার্ডের মধ্যে বড় ট্রাকটা ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে।

এক সময় ট্রাকটা এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে। গাড়ির দরজা খুলে নামলেন আঙ্কেল টিটাস। জুপিটার ও দুই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন—কি ব্যাপার, তোমরা হাত গুটিয়ে তিন মক্কেল চুপচাপ কি পরিকল্পনা করছ। ভাগ্যিস তোমাদের কাকিমা এখানে নেই, থাকলে বুঝতে এইভাবে কাজ না করে সময় নষ্ট করার ফল কি? তো এখন বলো আমি তোমাদের জন্য কি করতে পারি?

ওরা কেউ কোন জবাব দিল না। মিস্টার টিটাস এবার গভীর চোখে তিনজনকে লক্ষ্য করলেন। তারপর বললেন আমার মনে হয়, তোমরা কোন একটা ব্যাপারে খুব চিন্তান্বিত? কি হে বলো না কি হয়েছে তোমাদের।

জুপিটার ম্লান চোখে তাকালো তার কাকার দিকে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললো—গতকাল রাত্রের চুরির কথা ভাবছি। ওই হারানো ট্রাঙ্কটার বিষয়ে আমরা এতক্ষণ অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা শুনলাম।

মিস্টার টিটাস কোনরকম ভাবান্তর প্রকাশ না করে আগের মতোই সহজ গলায় বললেন—তাই বুঝি, তোমরা ওই ট্রাঙ্কটার বিষয়ে এতক্ষণ ভাবছিলে। তো দিনের বেলায় ওই ট্রাঙ্কটাকে তোমরা খোঁজার চেষ্টা করনি কেন?

—খুঁজে কি হবে? আমার মনে হয় না ওই ট্রাঙ্কটাকে আবার আমরা কখনো ফিরে পাব।

—আমি কিন্তু তা মনে করি না। কথাটা বলে মিস্টার টিটাস তাকালেন জুপিটারের দিকে। তারপর কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখেই কৌতুক দৃষ্টিতে জুপিটারকে লক্ষ্য করে বললেন—ট্রাঙ্কটা মনে হয় কোন যাদুকরের, কি তাই না?

জুপিটার স্পষ্ট চোখে তাকালো তার কাকার দিকে। মিস্টার টিটাস এবার কৌতুক মাখা গলায় বললেন—কোনরকম যাদুমন্ত্রের

গুণে ওটা আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসতেও তো পারে ?

জুপিটার এবার সত্যি সত্যি অবাক হয়ে তাকালো তার কাকার দিকে।

মিস্টার টিটাস হেসে বললেন—অবাক হওয়ার কিছু নেই। যাদুবিদ্যায় সব হয়। ঠিক আছে বিশ্বাস না হয় পরখ করে দেখ। এই বলে তিনি চোখ বুজে নিজের হাতে তালি মেরে বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগলেন।

তিন গোয়েন্দা অবাক চোখে লক্ষ্য করছিল মিস্টার টিটাসকে। মিস্টার টিটাস এবার চোখ খুলে তার চারদিকে তাকালেন তারপর বললেন, সেকি যাদুবিদ্যায় যাদুট্রাঙ্কটা ফিরে এলো না !

জুপিটার এবার খুব রেগে গেল। বললো অসহিষ্ণু চিত্তে—

তুমি কি আমাদের নিয়ে রসিকতা করছ।

—উঁহু কখনই না। তারপর একটু থেমে মিস্টার টিটাস গম্ভীর স্বরে বললেন—যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে যখন ট্রাঙ্কটাকে আনা গেল না, তখন একবার যুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে দেখি না কেন ট্রাঙ্কটা তোমরা ফেরৎ পেতে পার কি না।

এবার জুপিটার সত্যিই খুব বিচলিত হয়ে পড়লো। কিছুতেই সে বুঝতে পারছিল না মিস্টার টিটাসের কথার অর্থ। তাই সে বিব্রত স্বরে বললো—যুক্তিবিদ্যা মানে।

মিস্টার টিটাস তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, কোন বিষয়ে সমাধানের ক্ষেত্রে যুক্তিটা খুবই জরুরী। গতকাল রাত্রে যে ঘটনাটা ঘটেছে তাকে কি তুমি তোমার যুক্তি দিয়ে একবারও বিশ্লেষণ করে দেখেছ ? একবার প্রথম থেকে গতকাল রাত্রের ঘটনাটা চিন্তা করে দেখ তো···কি কি ঘটেছিল।

হতচকিত জুপিটার মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। তারপর সে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলো গতকাল রাত্রের ঘটনা।

আমরা সবাই খুব দ্রুত ইয়ার্ডে চলে এসেছিলাম। আমাদের আসতে দেখে দুজন লোক দৌড়ে পালালো এবং তারা লাফিয়ে একটা গাড়িতে উঠে পড়েছিল। এরপর আমি দেখতে পেলাম আমাদের ট্রাঙ্কটা তার নির্দিষ্ট জায়গায় নেই।

—আর তা থেকেই তুমি অনুমান করে নিলে তোমাদের ট্রাঙ্কটা ওই লোকদুটো চুরি করে নিয়ে গেছে —তাই তো ?

—নিশ্চয় !

—ছিঃ জুপ, তোমার মতো একজন বুদ্ধিমান ছেলের কাছ থেকে এই জাতীয় যুক্তি শুনবো আমি আশা করিনি ? তারপর একটু থেমে মিস্টার টিটাস বললেন, লোকদুটো যে ইয়ার্ডে কিছু চুরির মতলব নিয়ে এসেছিল এটা সত্যি। হয়তো তোমার কথাই সত্যি যে তারা ওই ট্রাঙ্কটা চুরি করার জন্য এসেছিল। তবে এটা কি সত্যি যে ট্রাঙ্কটা নিয়ে গেছে ? আমরা সবাই তাদের গেট টপকে দৌড়ে একটা গাড়িতে উঠতে দেখেছি, কিন্তু কিছু হাতে নিয়ে পালাতে দেখিনি—কি তাইতো ?

—হ্যাঁ ঠিক তাই।

—তাহলে তুমি বলছ কি করে যে ওই লোকদুটো তোমাদের ট্রাঙ্কটা চুরি করে নিয়ে গেছে। যদি তারা আগেই ট্রাঙ্কটা তাদের গাড়িতে তুলে রাখে, তাহলে আর তাদের অযথা সময় নষ্ট করে ধরা পড়ার জন্য দ্বিতীয়বার ইয়ার্ডের মধ্যে আসতে হতো না। তাহলে এই যুক্তিতে প্রমাণিত হয় ট্রাঙ্কটা তারা চুরি করে আগে গাড়িতে তুলে রেখে আসেনি আর দ্বিতীয়বার যখন আমরা তাদের গাড়িতে উঠে পালাতে দেখেছি তখন তাদের সঙ্গে কোন ট্রাঙ্ক দেখিনি। তারা খালি হাতেই প্রাণের দায়ে দৌড়ে পালিয়েছিল—অতএব এরদ্বারা সহজেই প্রমাণ হয় যে ট্রাঙ্কটা ওই লোকদুটো গতকাল রাত্রে চুরি করতে পারেনি। যদি ট্রাঙ্কটা চুরি হয়ে থাকতো, ওই লোকদুটো ইয়ার্ডে প্রবেশ করার আগেই চুরি হয়েছে।

আঙ্কেল টিটাসের যুক্তির সামনে মুহূর্তের মধ্যে কোণঠাসা হয়ে পড়লো জুপিটার। কোন জবাব দিতে পারলো না। কি জবাব দেবে সে। সত্যি তো কাকার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে সে নতুন করে কিছু ভাববার চেষ্টা করছিল।

টিটাস জোন্স জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন—অনেক বুদ্ধিমান লোক মাঝে মধ্যে তোমার মতো বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়ে থাকেন, এরজন্য তোমার দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই। এখন

প্রশ্ন হলো, ধর তোমার ওই ট্রাঙ্কটা চুরি যায়নি, যে দুটো লোক চুরি করার উদ্দেশে এসেছিল তারাও সেই ট্রাঙ্ক খুঁজে পায়নি—

জুপিটার এবার অধৈর্য হয়ে বললো—তা কি করে হবে, আমি তো আমাদের ইয়ার্ডের অফিস ঘরের ভিতরে ট্রাঙ্কটাকে রেখে গিয়েছিলাম। যদিও অফিস ঘরের দরজায় আমি তালা দিয়ে যায়-নি। আসলে তালা দেওয়ার প্রয়েজেন মনে করিনি।

টিটাস জোন্স ঠাণ্ডা মেজাজে মাথা নেড়ে বললেন—ঠিকই আছে। তুমি অফিস ঘরের মধ্যে ট্রাঙ্কটাকে রেখে গিয়েছিলে। তারপর আর কিছু তোমার জানা নেই। তুমি যখন উপরে উঠে হাত মুখ ধুচ্ছিলে তখন আমি আর হান্স দুজনে মিলে শেষবারের মতো চারদিক দেখে গেটের তালা বন্ধ করতে এসে দেখলাম অফিস ঘরের এক কোণে তোমাদের ট্রাঙ্কটা পড়ে আছে। ট্রাঙ্কটা দেখেই আমি বুঝতে পারলাম এটা নিশ্চয় কোন যাদুকরের ট্রাঙ্ক, কাজেই তোমাদের সঙ্গে একটু মজা করার জন্য আমি যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে হান্সকে বললাম ওটাকে আমাদের গোপন গুদামে লুকিয়ে রাখতে। কাজটা করে অবশ্য ভালই করেছি, তা নাহলে হয়তো সত্যি সত্যি ওটা তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যেত। তবে আমার ধারণা ছিল তুমি সকালের মধ্যে বুদ্ধি খাটিয়ে ট্রাঙ্কটা খুঁজে বার করে আমাকে অবাক করে দেবে। তা তুমি পারলে না।

—আপনি তাহলে ট্রাঙ্কটাকে লুকিয়ে রেখেছেন ?

কোথায় রেখেছেন, কোথায়—বলুন না ?

বব আর পীট কাতরভাবে অনুনয় করলো মিস্টার টিটাসকে।

মিস্টার টিটাস জোন্স হাসতে হাসতে বললেন, তোমরা তোমাদের বন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর, দেখি না তোমাদের বন্ধুটি কেমন বুদ্ধিমান।

জুপিটার এতক্ষণে স্বাভাবিক মেজাজে ফিরে এসেছে। আগের সেই উৎকণ্ঠা ও বিচলিত ভাব তার মধ্যে ছিল না। বরং সহজভাবে সে বব ও পীটের দিকে তাকিয়ে বললো—তোমাদের কারো কাছে কিছু জানার দরকার নেই, আমাকে তোমরা অনুসরণ কর। আমি বেশ বুঝতে পারছি, ওটা কোথায় লুকানো আছে।

কথাটা বলে জুপিটার ইয়ার্ডের পশ্চিমদিকে এগিয়ে গেল। ওর পিছনে বব ও পীট। এদিকের অনেকটা অংশ জুড়ে মস্ত বড় একটা গুদাম ঘর। এই গুদাম ঘরের মধ্যে দিয়ে আবার একটা নিচু ঘর নতুন করে তৈরি হয়েছে। এই ঘরের মধ্যে ইয়ার্ডের মূল্যবান জিনিসগুলো রাখা হয়—যার সন্ধান অনেকেরই জানা নেই। জুপিটার তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে ওই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করলো। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। জুপিটার পকেট থেকে তার মজুত রাখা পেনসিল টর্চটা বের করে জ্বালালো। স্বল্প আলোয় এক সময় অনেক জিনিসের মধ্যে চোখে পড়লো বেশ কয়েকটি বড় বড় কাঠের পুরনো দিনের ট্রাঙ্ক। জুপিটার এগিয়ে গেল ওই দিকে। তারপর আলতো গলায় বললো—লুকোনোর যথার্থ জায়গা? বড় ট্রাঙ্কগুলোর মধ্যে একটা ছোট ট্রাঙ্ক অনায়াসে লুকিয়ে রাখা যায়। তারপর একটু থেমে সে বব ও পীটকে নির্দেশ দিল—ওই ট্রাঙ্কগুলো খুলে খুলে ভাল করে লক্ষ্য কর। নিশ্চয় এর কোন একটার মধ্যে আঙ্কেল টিটাস আমাদের দরকারি ট্রাঙ্কটা লুকিয়ে রেখেছেন।

জুপিটারের নির্দেশ পেয়ে বব ও পীট বড় বড় ট্রাঙ্কগুলো এক এক করে দেখতে শুরু করলো। পীট প্রথম ট্রাঙ্কটা খুললো—খালি। দ্বিতীয় ট্রাঙ্ক খালি। তৃতীয় ট্রাঙ্কটা খুলেও হতাশ হলো পীট। শেষ পর্যন্ত পাঁচ নম্বর ট্রাঙ্কের ডালা সরাতেই ববের চোখে পড়লো গ্রেট গ্যালিভারের সেই রহস্যময় ট্রাঙ্কটি?

—পেয়েছি। এই তো এখানে।

একরকম প্রায় আনন্দে চিৎকার করে উঠল বব।

জুপিটার ও পীট দ্রুত এগিয়ে গেল তার দিকে।

ট্রাঙ্কটা খোলার জন্য জুপিটার জোন্স ও তার সঙ্গীদের খুব একটা বেগ পেতে হলো না। আঙ্কেল টিটাস ইয়ার্ডেই ছিলেন। জুপিটার তার কাছে গিয়ে ম্যাজিক চাবির গোছাটা চাওয়া মাত্র তিনি দিয়ে দিলেন। বললেন আমার মনে হয় তোমাদের ট্রাঙ্কের তালাটা খুলতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। এই চাবির

গোছার মধ্যে প্রায় সব ধরনের লক খোলার ব্যবস্থা আছে।

জুপিটার দ্রুত তার কাকাকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে গেল। মিসেস জোন্স স্যালভেজ ইয়ার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে তখন কয়েকজন খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলছিলেন। জুপিটার একরকম প্রায় তাকে আড়াল করেই নিজের অভিষ্ঠ লক্ষ্যে এগিয়ে গেল।

বব ও পীট অপেক্ষা করছিল তার জন্য। জুপিটার ফিরে আসা মাত্র তারা উৎসাহি হয়ে উঠল।

জুপিটার এবার চাবির গোছাটা নিয়ে ট্রাঙ্কের তালাটা খোলার জন্য হাঁটু ভেঙ্গে বসলো। তারপর একটা একটা করে চাবি দিয়ে সে ট্রাঙ্কটার তালাটা খোলার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো।

পীট বললো—আঙ্কেল আজ তোমাকে আচ্ছা বোকা বানিয়ে দিয়েছেন জুপ?

জুপ মৃদু হেসে বললো—ঠিক বলেছ। তবে এই জাতীয় বোকামোর জন্য দোষটা আমারই হয়েছে। আমি গতরাতের ঘটনাটাকে একবারও ঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করিনি। এই ঘটনা থেকে আমার একটা নতুন শিক্ষা হলো।

—তাহলে মিস্টার জোন্সকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

—নিশ্চয়। একজন গোয়েন্দা হিসাবে আমার এই ধরনের ভুল আর কোনদিনও হবে না।

পীট হয়তো আরও কিছু বলতো, কিন্তু প্রসঙ্গ বদলে দিল বব। সে প্রশ্ন করলো জুপিটারকে।

—আচ্ছা জুপ, মিস্টার মেক্সিমিলিয়ানের বিষয়ে তোমার কি মনে হয়? ওর কথাটা তোমার মনে আছে তো?

পীট ববকে সমর্থন করে বললো - ওকে আমরা কথা দিয়েছি ট্রাঙ্কটার খোঁজ পেলেই ওকে জানাবো।

জুপিটার ট্রাঙ্কটা খোলার চেষ্টা করতে করতে গম্ভীর গলায় বললো—কথাটা কিন্তু তা হয়নি। ওকে বলেছি যদি আমরা ট্রাঙ্কটা বিক্রি করি, তাহলেই ওকে আমরা জানাবো। তারপর একটু থেমে বললো—তবে এখুনি ওর বিষয়ে চিন্তা করার কোন

কারণ নেই আমাদের।

—কেন?

—কেন না, এই মুহূর্তে ট্রাঙ্কটা বিক্রি করার কথা আমরা ভাবছি না বলে।

জুপিটারের উত্তরটা পীটের ঠিক পছন্দ হলো না। সে জুপিটারের বক্তব্যে প্রতিবাদ করে বললো—আমার ইচ্ছে কিন্তু ট্রাঙ্কটা বিক্রি করে দেওয়া। হাজার হোক মিস্টার মেক্সিমিলিয়ান যখন আমাদের ভাল টাকা দেবেন বলেছেন।

জুপিটার দ্রুত কোন উত্তর দিল না। সে ধারনা করেছিল বব হয়তো কিছু বলবে। কিন্তু বব কোন কথা না বলায় জুপিটার একটু চুপ করে থেকে কোনদিকে না তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল—আমার মনে হয় এখুনি ট্রাঙ্কটাকে বিক্রি করার কথা চিন্তা না করে, ওর মধ্যে যে নরমুণ্ডটি আছে সেটা সত্যি কথা বলে কি না তা পরীক্ষা করে আমাদের দেখা উচিত। একজন গোয়েন্দা হিসাবে আমার মনে হয় এটাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হওয়া উচিত হবে।

জুপিটার তাকালো পীটের দিকে। ট্রাঙ্কের লকটা যে খুলে গেছে টের পেল জুপিটার। তবু সে ইচ্ছে করেই তালাটা খুললো না। পীটের উত্তরের অপেক্ষায় তার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

পীটের মুখটা শুকিয়ে গেল। বোঝা গেল সে ভীষণ ভয় পেয়েছে।

—তুমি কি কিছু বলবে পীট?

পীট কিছুটা ইতস্ততঃ করে বললো—আমার কিন্তু ব্যাপারটা একদম ভালো লাগছে না। ওইসব নরমুণ্ড নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামানোই ভালো। আমার কিন্তু ভয় করছে জুপ।

—ভয়!

পীটের কথায় মৃদু হাসলো জুপিটার। তারপর মুহূর্তে সে খুলে ফেললো ট্রাঙ্কের ডালাটা। বললো—দেখাই যাক না, সত্যি সত্যি নরমুণ্ড কথা বলে কি না?

এবার তারা তিনজনেই ঝুঁকে পড়লো ট্রাঙ্কটার ওপর। প্রথমেই

ডালা খুলতে নজরে পড়লো বড় একটা লাল রঙের সিল্কের কাপড়। কাপড়টা সরাতেই বেরিয়ে এলো বেশ কয়েকটি নানান সাইজের সিল্কের রুমাল। তারপর একে একে নজরে পড়লো রঙিন তাসের প্যাকেট, যাদু কাঠি, মোমবাতি, গ্লাস, পাখির খাঁচা এবং বেশ কয়েক জোড়া বিভিন্ন মাপের কাপ।

জুপিটার জিনিসগুলো একটা একটা করে ট্রাঙ্ক থেকে নামাতে নামাতে বললো—এগুলো প্রত্যেকটাই হলো যাদুকর গ্যালিভারের যাদু খেলার উপকরণ। তবে আমার মনে হয় এইগুলো খুব একটা দরকারি কিছু নয়, আসল জিনিসটা আরো নিচে কোথাও লুকনো আছে।

এবার জুপিটারের নজরে পড়লো রঙিন যাদু পোশাক। একটা বড় আলখাল্লার মতো রঙিন পোশাক হাতে নিতেই তার ভিতর থেকে আরও কয়েকটা নানা রঙের আলখাল্লা বেরিয়ে এলো। প্রত্যেকটা পোশাকে সোনালি রিবন দিয়ে কাজ করা।

পোশাকগুলো সরাতেই জুপিটার দেখতে পেল লাল কাপড়ের একটা মোড়ক। মোড়কটাকে সে খুব ধীরে ধীরে খুলে ফেললো।

বব বললো—আমার ধারনা এটাই সক্রেটিস।

নরমুন্ডটা হাতে নিয়ে জুপিটার ভালোভাবে পরীক্ষা করলো। বিশেষত্ব বলতে তার চোখে কিছুই পড়লো না। শুধু দেখতে পেল নরমুন্ডটাকে টেবিলের ওপর বা কোন সমান জায়গায় বসানোর জন্য ওর নিচে একটা প্লেট আটকানো আছে। প্লেটটা বিশেষ কোন এক ধাতু দিয়ে তৈরি।

জুপিটার বললো—নরমুন্ডর নিচে যে ধাতব প্লেটটা দেখতে পাচ্ছ, এটাই হচ্ছে ওর স্ট্যান্ড। মনে হয় এই প্লেটটাই নরমুন্ডটাকে টেবিলের ওপর সোজা করে বসাতে সাহায্য করে। কি বব, তোমার কি মনে হয় ?

—আমারও তাই ধারনা।

এবার জুপিটার সক্রেটিসকে তার নিজের ছোট টেবিলের ওপর বসালো।

পীট কিন্তু কোন কথা বলেনি। সে চুপ করে এতক্ষণ সব লক্ষ্য

করছিল। টেবিলের উপর সক্রেটিসকে বসিয়ে দেওয়ার পর পীট তাকালো সেদিকে। তার একদম ভালো লাগছিল না। মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিল। একসময় সে সক্রেটিস নামক নরমুণ্ডটা নিরিক্ষণ করতে করতে বললো—দেখে মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি মুণ্ডটা যেন কিছু বলছে। তারপর একটু থেমে জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললো—দেখ জুপ, মুণ্ডটা যদি সত্যি সত্যি কথা বলে তাহলে কিন্তু আমাদের ভারি বিপদ ঘটবে। আমি কিন্তু ওসবের মধ্যে নেই। এই ধরনের একটা বাজে জিনিস নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামানই মনে হয় ভালো।

জুপিটার পীটের কথায় না হেসে পারলো না। বুঝলো পীট মনে মনে ভীষণ ভয় পেয়েছে। তাই সে হাল্কা হাসি ঠোঁটের কোণে বুলিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললো—পীট, অকারণে আমাদের কোন জিনিসকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। তাছাড়া সক্রেটিসকে কথা বলাতে পারতো একমাত্র গ্রেট গ্যালিভার। সে ক্ষমতা তো আমাদের নেই, কাজেই মিথ্যে মিথ্যে ভয় পাচ্ছ।

—তাহলে তুমি এটাকে বিক্রি করে দিতে রাজি হচ্ছ না কেন?

জুপিটার বললো—বিক্রি করতে রাজি নই এই কারণেই যে এর মধ্যে কি এমন রহস্য আছে সেটা পরীক্ষা করে বার করবো বলে। কথাটা বলে জুপিটার এবার এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে? তারপর নরমুণ্ডটাকে হাতে নিয়ে খুব সন্তর্পণে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো।

অনেকক্ষণ দু'চোখ দিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা করা সত্ত্বেও জুপিটারের চোখে এমন কোন বস্তু চোখে পড়লো না যাতে সে উৎসাহিত হতে পারে না। বরং কিছুটা হতাশ হওয়ার সুরেই বললো—না, মুণ্ডটার ভিতরে যে কিছু আছে বলে মনে হয় না।

—কি করে বুঝলে?

—বব জানতে চাইলো। জুপিটার বললো ওর দিকে তাকিয়ে—যদি সত্যি সত্যি মুণ্ডটার মধ্যে কিছু থাকতো, তাহলে নিশ্চয় তার একটা সামান্যতম চিহ্ন আমার নজরে পড়তো। কিন্তু সেরকম সন্দেহ করার মতো কোন কিছু আমার নজরে পড়লো না।

কথাটা বলতে বলতে জুপিটার সক্রেটিসকে আবার আগের মতো টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে নিচের প্লেটটাকে ভালোভাবে লক্ষ্য করার চেষ্টা করলো। না—কোথাও কিছু সন্দেহজনক চিহ্ন জুপিটারের নজরে এলো না। এবার সে কিছুটা হতাশ হয়ে সক্রেটিসের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চাপা স্বরে বললো—সক্রেটিস, তুমি কি সত্যি কথা বলতে পার? যদি সত্যি সত্যি তুমি কথা বলতে পার, তাহলে তুমি কিছু বলো আমাদের। আমরা তোমার কথা শুনবো।

হায়রে—সক্রেটিস কোন উত্তর দিল না।

জুপিটার হতাশ ভাবে তাকালো এবার তার বন্ধুদের দিকে। তারপর বললো—না, মনে হয় সক্রেটিসের এই মুহূর্তে কথা বলার মতো মুড নেই। ঠিক আছে এখন ওকে ছেড়ে দিয়ে এসো দেখি ট্রাঙ্কের মধ্যে আর কিছু মূল্যবান বস্তু পাওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করে দেখি।

কথাটা বলে জুপিটার এগিয়ে গেল আবার খোলা ট্রাঙ্কটার দিকে। চারপাশে স্তূপাকার হয়ে মাটিতে পড়ে আছে খানিক আগের উদ্ধার করা যাদুকর গ্যালিভারের যাদু পোশাক, ও তার উপকরণগুলো।

তিন গোয়েন্দা আবার আগের মতো ট্রাঙ্কটা পরীক্ষা করতে লাগলো। ওদের পিছনে টেবিলের ওপর বসানো ছিল সক্রেটিস।

ট্রাংক থেকে আরও বেশ কিছু ম্যাজিক দেখাবার উপকরণ বার করলো জুপিটার। পীটের সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল গ্রেট গ্যালিভারের পোশাকটা। ওটা হাতে নিয়ে সে বারবার নাড়াচাড়া করছিল।

বব বললো—কি পীট, পোশাকটা কি তোমার গায়ে দিতে ইচ্ছে করছে?

—না ভাই, সে রকম ইচ্ছে আমার নেই। তবে পোশাকটা যে ভারি সুন্দর তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেন তোমাদের ভালো লাগেনি পোশাকটা?

জুপিটার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই তারা শুনতে পেল একটা ফিসফিসে কণ্ঠস্বর। তিনজনেই একসঙ্গে প্রায়

চমকে পিছন ফিরে তাকালো। সক্রেটিস ছাড়া আর কাউকে তাদের নজরে পড়লো না।

বব ও পীট তাকালো জুপিটারের দিকে। জুপিটারের চোখদুটো তখন স্থির। সে এবার নিঃশব্দে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সক্রেটিসের দিকে। পরপর যথার্থ নাটকীয় ভঙ্গিতে সক্রেটিসের দিকে ঝুঁকে বললো—আমি জানি সক্রেটিস, তুমি—তুমি ছাড়া আর কেউ সেটা বলেনি। বলো, আমি শুনতে চাই, তুমি কি বলবে, তোমার কথা শোনা আমার দরকার। খুব জরুরী।

সক্রেটিস কোন জবাব দিল না। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর একসময় নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে জুপিটার বললো—না, সক্রেটিস কিছু বলবে না। কিন্তু সত্যি কি সক্রেটিস কথা বলেছিল বব, তোমার কি মনে হয়?

বব ঠাণ্ডা গলায় বললো—কি করে বলি বলো, তবে আমাদের পিছন থেকে যে কেউ একটা কিছু কথা বলেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফিসফিসে স্বর স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি।

—শব্দটা তো অন্য কিছুরও হতে পারে। পীট বললো।

—তা হতে পারে, তবে—

জুপিটার দাঁত দিয়ে তার নিচের ঠোটটা চেপে ধরে একদৃষ্টে তাকালো সক্রেটিসের দিকে। ও যে গভীর ভাবে কিছু একটা ভাবতে চেষ্টা করছে বেশ বোঝা গেল। পীট এবার জুপিটারকে লক্ষ্য করে বললো—সক্রেটিস কি করে কথা বলবে জুপ, ওটা তো একটা যাদুকরের ভেল্কি। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো সক্রেটিসকে একমাত্র কথা বলাতে পারতো গ্রেট গ্যালিভার—সেই লোকটাই যখন এখানে উপস্থিত নেই, তাহলে ওই নরমুণ্ড কথা বলবে কি করে?

জুপিটার তাকালো পীটের দিকে। তারপর চিন্তান্বিত ভাবে পীটকে লক্ষ্য করে বললো—তা আমিও জানি আর সেই জন্যই ভাবছি আসল রহস্যটা কি হতে পারে।

কথাটা বলে জুপিটার টেবিল থেকে নরমুণ্ডটা হাতে তুলে নিয়ে বেশ কয়েকবার জোরে ঝাঁকুনি দিল। তারপর মুণ্ডটাকে ধরল তার নিজের কানের কাছে। না—ভিতরে কিছু আছে বলে

জুপিটারের মনে হলো না। তাহলে ?

সত্যি সে কথা বলছে কি করে? সত্যি কি তারা সক্রেটিসের কথা শুনেছে, নাকি সবটাই তাদের শোনার ভুল। মনের বিশেষ ভাবনা থেকে তৈরি হওয়া কোন অলিক শব্দ যা তারা সক্রেটিসের কণ্ঠস্বর বলে ভুল করেছে।

বেশ কয়েকবার নরমুণ্ডটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করেও জুপিটার কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারলো না। তারপর কিছুটা হতাশ হয়ে নরমুণ্ড পুনরায় টেবিলের ওপর আগের মতো নামিয়ে রেখে বললো—সত্যি এটা একটা রহস্যজনক ব্যাপার। মিস্টার আলফ্রেড হিচকক ঘটনাটা শুনলে নিশ্চয় অবাক হবেন। তবে এর মধ্যে আসল সত্য কি আছে, তা আমাকে অনুসন্ধান করে খুঁজে বার করতেই হবে।

পীট অসন্তুষ্ট চিত্তে জবাব দিল—তা তুমি করতে পার তবে আমি এর মধ্যে নেই। বব তোমার কি মনে হয় ?

বব বরাবরই একটু কম কথা বলে। তবে সে পীটের মতো হালকা স্বভাবের নয়। জুপিটারের বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের ওপর তার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। তাই সে আলতো ভাবে বললো—রহস্যজনক কিছু অনুসন্ধান করা সহজ নয়—এরজন্য যথেষ্ট ধৈর্যের প্রয়োজন। আমার ধারনা জুপিটার চেষ্টা করলে এই রহস্য অনুসন্ধান করতে পারবে।

—তার মানে তুমি ওই রহস্যময় নরমুণ্ডটিকে নিয়ে অনুসন্ধান করতে চাও।

বব হেসে বললো—আমরা তো তিনজনই তদন্তকারী—কি তাই নয় ? তাহলে অনুসন্ধান করতে অপরাধ কোথায় ?

কথার মাঝখানে হঠাৎ ওদের কানে ভেসে এলো মিসেস জোন্সের কর্কষ কণ্ঠস্বর। মনে হয় তিনি ওদের খোঁজে এদিকেই আসছেন। ওর কণ্ঠস্বর কানে যাওয়া মাত্র তৎপর হয়ে উঠলো জুপিটার। বললো বব ও পীটের দিকে তাকিয়ে—আর দেরি করা আমাদের পক্ষে উচিত হবে না। হয়তো এখানে এসেই উপস্থিত হবেন কাকিমা।

পীট মৃদু হেসে বললো—তাহলে তো আর রক্ষা নেই, আমাদের কারো ঘাড়ে আর মুণ্ডু থাকবে না।

জুপিটার হেসে বললো—তাহলে সময় থাকতে হাতের জিনিসগুলো গুছিয়ে ফেল। পরে আবার না হয় নিজেদের মুণ্ডু বাঁচলে, রহস্যময় নরমুণ্ড নিয়ে ভাবা যাবে।

কথাটা বলে জুপিটার দ্রুত ট্রাঙ্কের ভিতর আবার জিনিসগুলো নতুন করে গুছিয়ে রাখলো। তারপর সবার শেষে নরমুণ্ডটা ট্রাঙ্কের ভিতর রেখে দিয়ে খুব সন্তর্পণে তালাটা বন্ধ করে রাখলো।

এরপর ট্রাঙ্কটা বন্ধ করে তিনসঙ্গী বেরিয়ে এলো গুদাম ঘর থেকে।

কিছুটা এগিয়ে যেতেই তারা মুখোমুখি হলো মিসেস জোন্সের। ওদের তিনজনকে একত্রে পেয়ে মিসেস জোন্স ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

—কি ব্যাপার, তোমরা তিনজন হাতের কাজ ফেলে কোথায় বসে গুলতানি করছিলে। কখন তোমার কাকা ফিরে এসেছেন, জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখতে হবে তো ?

জুপিটার ও তার সঙ্গীরা কেউ কোন উত্তর দিল না। ওরা জানে উত্তর দিয়ে এই সময় কোন লাভ হবে না বরং মিসেস জোন্সের চিৎকার আরও বাড়বে।

জুপিটার সেই কারণে তার দুইসঙ্গীকে চোখের ইশারায় বড় ট্রাকের দিকে এগিয়ে যেতে বললো। খানিক আগে ওই ট্রাক নিয়েই ইয়ার্ডে ফিরেছেন মিস্টার জোন্স।

দ্রুত হাতে তিন কিশোর ট্রাক থেকে মালগুলো নামিয়ে রাখলো। মিসেস জোন্স একটা চেয়ারে বসে ওদের কাজের তদারকি করছিলেন। কাজ করতে করতেও জুপিটারের মাথার মধ্যে তখনও চিন্তা হচ্ছিল সক্রেটিসকে নিয়ে। খানিক আগে তারা যে শব্দটা শুনেছিল সে কি সক্রেটিসের ? সত্যি কি সে কিছু বলতে চাইছিল ? কিন্তু তাই বা হয় কি করে ? একি কখনও সম্ভব ! "গ্রেট গ্যালিভার" যে কৌশলে নরমুণ্ডটাকে দিয়ে কথা বলাতেন সেটাতো স্বরক্ষেপন। নিজেদের কণ্ঠস্বরকে চেপে রেখে ঠোঁট না নাড়িয়ে বিশেষ এক ধরনের কথা বলার ভঙ্গি। যদি তাই হয়,

তাহলে সক্রেটিসের এই মুহূর্তে কথা বলবার পিছনে কোন যুক্তি থাকে না। গ্রেট গ্যালিভার যখন এখানে নেই, তখন তাকে কে ওই কৌশলে কথা বলাবে? তাছাড়া ওই নরমুণ্ডটার মধ্যে এমন কিছু নেই যে যার সাহায্যে কথা বলানো যায়? তাহলে কি গোটা ব্যাপারটাই মনের ভুল?

মনের বিশেষ চিন্তা থেকেই কি এই কাল্পনিক কথার উদ্ভব। মনোবিজ্ঞানীরা অনেক সময় বলেন মানুষ কোন বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করলে তার মনের মধ্যে সময় সময় এই ধরনের ইলুশান জন্মায়—ব্যাপারটা তাহলে কি সেই ধরনের কোন ইলুশান।

আকাশ পাতাল ভেবে যায় জুপিটার, কোন চিন্তাকেই সে সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারে না। তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যময় লাগছিল।

একসময় হাতের কাজ শেষ হতে মিসেস জোন্স বললেন—তোমরা এবার হাত মুখ ধুয়ে খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসো। সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

বব তাকালো তার দিকে। বললো—আজ আর সময় নষ্ট করবে না কাকি, এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যেতে হবে, মা আমার জন্য অপেক্ষা করবেন।

—ঠিক আছে তাহলে আর তোমাকে অযথা সময় নষ্ট করতে বলবো না—কিন্তু পীট তুমি?

পীট ঘাড় চুলকে বললো—আমিও আজ বাড়ি ফিরবো ববের সঙ্গে।

মিসেস জোন্স কোন কথা না বলে ধীর পায়ে হেঁটে গেলেন বাড়ির দিকে। কেবল যাওয়ার সময় জুপিটারকে বললেন—জুপ, তুমি যেন আবার বেশি দেরি করো না। তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এসো।

মিসেস জোন্স চলে যেতেই জুপিটার বললো—কাল তাহলে সকালবেলাতেই তোমরা আসছ।

হ্যাঁ।

—নরমুণ্ডটার কি হবে জুপ?

পীট প্রশ্ন করলো। জুপিটার হেসে বললো—দেখি চিন্তা করে কিছু বার করতে পারি কিনা, তা না হলে আলফ্রেড হিচকক তো আছেনই—সমাধানের রাস্তা খোঁজার জন্য তার সঙ্গে না হয় আলোচনা করা যাবে।

কথা বলতে বলতে বব তার বাইকে উঠে বসলো। পীট উঠে বসলো বাইকের পিছনে।

জুপিটার কোন কথা বললো না। তার দু'চোখে উদাশ দৃষ্টি। বোঝা গেল সে খুব গভীর ভাবে কিছু নিয়ে ভাবছে।

ববের বাইক ইয়ার্ডের গেটের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র জুপিটার দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল গুদামের দিকে। আবার ফিরে এলো ট্রাঙ্কের কাছে। তারপর খুব ধীরে ধীরে ট্রাঙ্ক থেকে বার করলো গ্রেট গ্যালিভারের রহস্যময় নরমুণ্ডটা। তারপর নিজের মনে নরমুণ্ডটার দিকে তাকিয়ে জুপিটার বললো—সত্যি করে বলতো সক্রেটিস, তুমি কি কথা বলতে পার? যদি কথা বলতে পার—তাহলে বলো শুনি।

কোন উত্তর নেই। চারদিক নিঝুম অন্ধকার। জুপিটার এবার ট্রাঙ্কের ঢাকাটা বন্ধ করে তার ওপরে কিছু পুরানো চট চাপা দিল। না—এখন আর ট্রাঙ্কটাকে চট করে কারো নজরে পড়বে না। তারপর চারদিকে ভালোভাবে দেখে নরমুন্ডটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

সক্রেটিসকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার মুখেই জুপিটার থমকে দাঁড়ালো। তার কাকিমা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। জুপিটার তার দিকে তাকানো মাত্র তিনি তার হাতের নরমুন্ডটার দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার হাতে ওটা কি জুপ?

জুপিটার খুব সহজ গলায় বললো—ওটা একটা নরমুন্ড। এর নাম সক্রেটিস।

—ওটা তুমি ঘরের মধ্যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

জুপিটার হেসে আরও দুএক পা উপরে উঠতে উঠতে বললো—জানো তো কাকি, সক্রেটিস কথা বলতে পারে।

—কথা বলতে পারে, কি আবোল তাবোল কথা বলছ জুপ।

—আবোল তাবোল নয় কাকি সত্যি কথা, এটা হচ্ছে যাদুকর গ্যালিভারের কথা বলা নরমুণ্ড।

মিসেস জোন্সের মোটেই জুপিটারের কথাগুলো ভালো লাগলো না। তিনি ভ্রুযুগল কুঞ্চিত করে বললেন—যাক, খুব হয়েছে, ওসব বাজে জিনিস এক্ষুনি তুমি আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। ওর কথা শুনে আমার কোন প্রয়োজন নেই। তারপর নিজের মনে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

জুপিটার নিজের ঘরে গিয়ে টেবিলের ওপর খুব সন্তর্পণে নরমুন্ডটা রাখলো। তারপর ভালোভাবে টেবিলের মাঝখানে ধাতব প্লেটটা বসিয়ে নরমুণ্ড আবার বসালো তার ওপর। এমন ভাবে টেবিলটা সে রাখলো যাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে সক্রেটিসকে দেখতে পায়। তারপর সক্রেটিসের দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বললো—দেখি সক্রেটিস তুমি সত্যি কথা বলতে পার কিনা, নাকি সবটাই যাদুকর গ্রেট গ্যালিভারের ভেল্কি।

জুপিটার হয়তো আরও কিছুক্ষণ ওইভাবে বসে থাকতো। তার খাওয়ার কথা মনেই ছিল না। একসময় শুনতে পেল মিসেস জোন্সের কণ্ঠস্বর।

—জুপিটার, কি হলো তাড়াতাড়ি এসো। আমি কতক্ষণ তোমার জন্য খাওয়ার টেবিলে অপেক্ষা করবো।

জুপিটারের সম্বিত ফিরলো। সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো ঘরের বাইরে। তারপর দ্রুত এগিয়ে গেল বাথরুমের দিকে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে অনেক রাত পর্যন্ত সক্রেটিসকে নিয়ে ভেবেছিল জুপিটার। তার মাথায় কিছুতেই আসছিল না, একটা নরমুণ্ড কথা বলবে কি করে? ব্যাপারটা গ্রেট গ্যালিভারের চালাকি ছাড়া আর কিছুই নয়। কত রাত পর্যন্ত জুপিটার জেগেছিল খেয়াল নেই। ঘুম আসছিল না। চোখের পাতা জোড়া বন্ধ করলেই

সে দেখতে পাচ্ছিল সক্রেটিসকে। একসময় বুঝতে পারলো, বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। চারদিক নিস্তব্ধ। জুপিটার অগত্যা বিছানায় শুয়ে বেড সুইচটা টিপে ঘরের আলো বন্ধ করে দিল। তারপর নিঝুম অন্ধকারে ডুবতে ডুবতে, সক্রেটিসের কথা ভাবতে ভাবতে ক্রমশ একসময় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। বুজে এসেছিল দু'চোখের পাতা। ওই আচ্ছন্নতার মধ্যেই হঠাৎ করে জুপিটার চমকে উঠলো। অস্ফুটস্বরে বললো—কে,—কে কথা বলছে ?

জুপিটারের দুই চোখে অপার বিস্ময়। সে শুনতে পেল ঠিক আগের মতো আলতো গলায় কে যেন তাকে বলছে—আমি —আমাকে চিনতে পাচ্ছ না ?

অন্ধকারের মধ্যে জুপিটার কাউকে দেখতে পেল না। তারপর একটু একটু করে সে ধাতস্থ করলো নিজেকে। প্রথমে ভাবলো তার কাকা মিস্টার জোন্স বুঝি তাকে ভয় দেখাবার জন্য রসিকতা করেছেন। সকালের ঘটনাটা তো এখনো তার টাটকা মনে আছে। কিন্তু পরে মনে হলো তিনি সক্রেটিসের কথা জানবেন কি করে— ওটা তো তার জানার কথা নয়। তাহলে···কে···কে কথা বলছে তার সঙ্গে, তবে কি সত্যি সক্রেটিস ? সক্রেটিস কথা বলে ? বিছানা থেকে নামার চেষ্টা করলো জুপিটার। মুহূর্তে আবার সে থমকে গেল।

সেই অস্ফুট কণ্ঠস্বর—তুমি কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা।

জড়তা মাখানো গলায় জুপিটার বললো—হ্যাঁ পাচ্ছি, কিন্তু তুমি কে···কে কথা বলছ ?

—সক্রেটিস।

—সক্রেটিস !

—হ্যাঁ। আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন। এখন আমার তোমাকে কিছু বলার মতো উপযুক্ত সময় হয়েছে। আমাকে যা বলার এখুনি বলে ফেলতে হবে। ঘরের আলো জ্বালিও না··· যেমন চুপ করে বসে আছ, তেমনি বসে থাক। কেবল কান খাড়া করে আমার কথাগুলো শোন···মনে রাখার চেষ্টা কর···কথা না শুনলে তোমরা বিপদে পড়তে পার। কি আমার কথা বুঝতে পারছ তো ?

কণ্ঠস্বর এত আস্তে ভেসে আসছিল যে ভালোমতো কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল না জুপিটার। তবু ওই অবস্থায় জুপিটার কোন-রকম ভয় না পেয়ে ভালোভাবে নিজের বুদ্ধিকে চালনা করার চেষ্টা করলো। লক্ষ্য করার চেষ্টা করলো অন্ধকারের মধ্যে সক্রেটিস ঠিক কোথায় আছে। আন্দাজ মতো জুপিটার বিছানা ছেড়ে উঠে অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে গেল সক্রেটিসকে লক্ষ্য করে। সক্রেটিস কি সত্যি কথা বলছে? কি কথা বলছে তাকে শুনতেই হবে। বুঝতে হবে ওই কথাগুলোকে। দু-এক পা এগিয়ে যেতেই জুপিটার শুনতে পেল আবার সেই ফিসফিস স্বরের কথা—

"শোন আমার কথা···আগামীকাল তুমি অতি অবশ্যই যাবে ৩১১ নম্বর কিং স্ট্রীটে···কি বুঝতে পারছ আমার কথা—?"

হতচকিত জুপিটার বললো—হ্যাঁ, আমি শুনতে পেয়েছি। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি কি করবো—কার সঙ্গে দেখা করবো। আর তুমিই বা কে কথা বলছ?

—আমি সক্রেটিস—কাল গন্তব্যস্থলে পেঁছিলেই তুমি সব জানতে পারবে। এর বেশি আর আমি কিছু বলবো না। কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল। জুপিটার মুহূর্তে বেড সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালালো। দেখতে পেল তার সামনে টেবিলের ওপর সক্রেটিস—তার দিকে তাকিয়ে আছে।

মুহূর্তে আবার নতুন ভাবনা ঘিরে ধরলো জুপিটারকে। এই ঘরের মধ্যে কথাগুলো ভেসে এলো কোথা থেকে। জানলার বাইরে থেকে কেউ কথা বলেনি তো।

কথাটা মনে হতেই জুপিটার এক ছুটে এগিয়ে গেল মাথার দিকে কাচ ভেজানো জানলাটার দিকে। জানলার একটা পাল্লা খোলা ছিল। জুপিটার জানলার সামনে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বোলালো। অন্ধকারে কিছুই তার চোখে পড়লো না। চারদিক নিস্তব্ধ।

জুপিটার হতাশ হয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এলো। মাথাটা তার ঝিমঝিম করছে। মনে করার চেষ্টা করলো সক্রেটিসের কথাগুলো,—"৩১১ নম্বর কিং স্ট্রীট।"

নম্বরটা যাতে ভুলে না যায় তাড়াতাড়ি নিজের নোটবইতে লিখে রাখলো। তারপর নিজের মনে টেবিলের ওপর রাখা সক্রেটিসের দিকে তাকিয়ে বললো—কাল সকাল থেকেই তাহলে শুরু হবে আমাদের অভিযান। রহস্য উদ্ধার আমাকে করতেই হবে। সত্যি কি তুমি কথা বলতে পার, নাকি এর পিছনে অন্য কোন রহস্য আছে? এই সূত্র আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

সারারাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করলো জুপিটার। কতক্ষণে সকাল হবে। তার বারবার মনে হচ্ছিল সক্রেটিসের কথাগুলো। সত্যি কি সক্রেটিস তাকে কথাগুলো বলেছে? কি করে তার পক্ষে কথাগুলো বলা সম্ভব হলো? মনের মধ্যে নানা কথা ভাবতে ভাবতে রাতটা একরকম প্রায় জেগেই পার করলো জুপিটার। সকাল হতেই পীট এসে হাজির। পীট উপস্থিত হওয়া মাত্র জুপিটার হান্সকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলো।

হান্সের ছোট ট্রাকের সামনের সিটে পাশাপাশি বসলো জুপিটার ও পীট। হান্স গাড়ির ইঞ্জিন চালু করলো। পীট তো অবাক। এই সাতসকালে জুপিটার তাকে নিয়ে চললো কোথায়? গাড়িতে ওঠার আগে পীট তাই সবিস্ময়ে একবার প্রশ্ন করেছিল জুপিটারকে—কি ব্যাপার জুপ. গাড়িতে উঠতে বলছ যে, আমরা যাবটা কোথায়।

গম্ভীর গলায় জুপিটার বললো—আগে কোন প্রশ্ন না করে গাড়িতে ওঠ, পরে শুনবে কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি। পীট আর কথা বাড়ায়নি। সে জুপিটারকে চেনে। তবে এইটুকু বুঝেছিল যেখানে তারা যাচ্ছে সেখানে যাওয়াটা এই মুহূর্তে খুবই জরুরী। নিশ্চয় তাদের অবর্তমানে গতকাল রাতে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যার জন্য সাতসকালেই ইয়ার্ড ছেড়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তাদের। এমন কি জুপিটার ববের জন্যও অপেক্ষা করতে রাজি হলো না।

ট্রাক চলছিল।

কারো মুখে কোন কথা নেই। মাঝে মাঝে আড়চোখে পীট

লক্ষ্য করছিল জুপিটারকে। বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। মনে হয় কোন ব্যাপারে সে খুব চিন্তান্বিত। কিন্তু কি ব্যাপার? জুপিটার নিজের থেকে কিছু বলবে বলে পীট আশা করেছিল। কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষার পর জুপিটার যখন মুখ খুললো না তখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পীট বললো—কি ভাবছ, জুপ।

জুপিটার কোন উত্তর দিল না।

পীট সহজ ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললো—গতকাল রাতে কি কিছু ঘটেছে।

জুপিটার এবার তাকালো পীটের দিকে। তারপর পীটের চোখের ওপর চোখ রেখে ঠান্ডা নিরুত্তাপ গলায় বললো—হ্যাঁ বন্ধু ঘটেছে।

—কি ঘটেছে জুপ, মারাত্মক কিছু?

—হ্যাঁ। অবিশ্বাস্য ঘটনা।

—কি ঘটনা?

—বললে তুমি কি বিশ্বাস করবে?

—নিশ্চয় করবো।

এবার জুপিটার পীটের দিকে ঘুরে বললো আলতো গলায়—গতকাল রাত্রে সক্রেটিস আমার সঙ্গে কথা বলেছে।

—বলো কি?

—হ্যাঁ, শুধু কথা বলা নয় বন্ধু, সে আজকে একটা ঠিকানা দিয়েছে যাওয়ার জন্য। এখন আমরা সেই ঠিকানায় যাচ্ছি দেখা করতে।

পীটের দু'চোখে বিস্ময়। জুপিটার এবার হাসলো। তারপর পীটের কাঁধে হাত রেখে গতকাল রাত্রে যা যা ঘটেছিল সব বলে গেল। অবাক হয়ে শুনলো পীট। তারপর ম্লান গলায় বললো—কি জানি, এ আবার কোন রহস্যে এসে পড়লাম আমরা। তবে আমার কাছে ব্যাপারটা ভালো মনে হচ্ছে না।

জুপিটার হেসে বললো—তুমি কিন্তু অযথা ভয় পাচ্ছ পীট।

পীট বললো—তুমি কিন্তু অযথা ঝুঁকি নিচ্ছ জুপ।

জুপিটার হেসে বললো—গোয়েন্দার কাজ করতে গেলে

ঝুঁকি তো একটু নিতেই হবে। তাছাড়া ঝুঁকি না থাকলে কাজের মধ্যে যেমন আনন্দ থাকে না, তেমনি সাফল্যও পাওয়া যায় না।

পীট কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। তার আগেই হান্স বললো জুপিটারকে লক্ষ্য করে—আমরা কিন্তু কিং স্ট্রীটে এসে পড়েছি জুপ।

হান্সের কথায় জুপিটার ও পীট দুজনেই জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। নিউইয়র্কের এই দিকটায় বহু পুরনো দিনের সব বাড়ি-ঘরদোর। সাধারণতঃ যাদের রোজগার কম তারাই এখানে বসবাস করে। এদের জীবন যাপনের মধ্যে কোনরকম বাহ্য চটক নেই। রাস্তার দিকে চোখ রাখতে বেশ কিছু সাদামাটা পোশাকের নিরিহ মানুষজন ওদের চোখে পড়লো।

জুপিটার হান্সকে লক্ষ্য করে বললো—ফুটপাত ঘেষে খুব আস্তে আস্তে গাড়িটা চালাও হান্স. মনে হয় আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় ঠিকানার কিছু কাছে এসে পড়েছি।

—কত নম্বর তোমার দরকার জুপ।

—৩১১ নম্বর।

সতর্ক দৃষ্টিতে জুপিটার বাড়ির নম্বরগুলো দেখছিল। একসময় সে হান্সকে গাড়িটা দাঁড় করাতে বললো। হান্স গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করলো। জুপিটার গাড়ি থেকে নামবার আগে হান্স ও পীটকে বললো—তোমরা আমার জন্য গাড়িতে ঠিক এই জায়গায় অপেক্ষা করবে।

—তুমি একা যাবে জুপ। সঙ্গে আমি গেলে ভালো হতো না। পীট কথাটা বললো। তাকে সমর্থন করে হান্স বললো—হ্যাঁ জুপ তুমি পীটকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।

জুপিটার ওদের দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো—এই মুহূর্তে কাউকে সঙ্গে নেওয়ার দরকার হবে না। যদি কোন বিপদ ঘটে, তখন তো তোমরা থাকলেই। বিপদের সংকেত পেলেই তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

জুপিটারের আত্মবিশ্বাসের সামনে আর কোন কথা ওরা বলতে পারলো না। কেবল হান্স ঠাণ্ডা গলায় বললো তুমি যখন একা

যাবে বলে ঠিক করেছ তখন আর তোমাকে বাধা দেব না। তবে যা করবে খুব সাবধানে করবে। বিপদ বুঝলেই আমাদের সংকেত পাঠাবে। তারপর একটু থেমে হান্স নিজের বলিষ্ঠ হাতের মুঠিটা জুপিটারকে দেখিয়ে বললো—এখনো একটা ঘুসিতে দু-চারজনকে ঘায়েল করার ক্ষমতা রাখি। আর এই বাড়ির দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকা আমার কাছে কোন ব্যাপারই না, তবে হ্যাঁ যা বললাম সময় বুঝলেই আমাদের ডেকে পাঠাবে।

—আমরা তোমার জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করবো জুপ ?

পীট প্রশ্ন করলো। ট্রাক থেকে নামতে নামতে জুপিটার বললো—তোমরা আমার জন্য কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করবে। কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেলে তোমরা ঠিক করবে তোমাদের করনীয় কাজ কি হবে। তবে হুটোপাট করে কিছু করবে না—যা কিছু করবে তা করবে ঠাণ্ডা মাথায়।

কথাটা বলে জুপিটার আর দাঁড়ালো না। ফুটপাত ধরে এগিয়ে গেল। দু-এক পা এগিয়ে জুপিটার এসে দাঁড়ালো একটা বড় বাড়ির সামনে। পুরনো দিনের ইট বার করা বাড়ি। দরজাটা বন্ধ। বন্ধ দরজার গায়ে লেখা আছে "—এখানে থাকার মতো কোন জায়গা নেই।"

জুপিটার তাকালো একবার দরজার গায়ে লেখা নোটিশটার দিকে। তারপর নিজেকে দ্রুত সহজ করে নিয়ে আঙ্গুল ছোঁয়ালো কলিংবেলে।

কলিংবেলের শব্দ ভিতরে ছড়ালো। দাঁড়িয়ে থাকলো জুপিটার। দরজা খুললো না। খানিক সময় অপেক্ষা করে আবার বেলে আঙ্গুল ছোয়ালো জুপিটার। এবার মনে হয় কেউ একজন দরজা খুলতে আসছে। পায়ের শব্দ শোনা গেল। অনুমান সঠিক। দরজা খুললো একজন বেঁটেখাটো চেহারার মানুষ। মাথায় কালো চুল, মোটা গোঁফ। লোকটি জুপিটারের দিকে তাকিয়ে দ্রুত গলায় বললো—এখানে থাকতে দেওয়ার মতো কোন জায়গা নেই।

—জুপিটার যথেষ্ট বুদ্ধিমান। সে ভালো অভিনয় করতে পারে। তাই সে নিজেকে দ্রুত বদলে নিয়ে বোকা বোকা চোখে

তাকালো লোকটির দিকে। তারপর অত্যন্ত নম্র গলায় বললো—দেখুন স্যার আমি এখানে থাকার জন্য আসিনি, আমি এসেছি মিস্টার সক্রেটিসের সঙ্গে দেখা করতে। উনি আমাকে এই ঠিকানায় দেখা করতে বলেছেন।

লোকটি এবার তাকালো জুপিটারের দিকে। তারপর অস্ফুট স্বরে বললো—দেখা যদি তোমায় কেউ করতে বলে থাকে তাহলে তুমি ভিতরে এস। তবে বলতে পারবো না, তুমি যার খোঁজে এসেছ তিনি এখানে আছেন না নেই—তোমার এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র তিনিই দিতে পারবেন।

—তিনি মানে

—তুমি আগে ভিতরে এস। ভিতরে গেলেই সব বুঝতে পারবে।

জুপিটার ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র দরজাটা বন্ধ করে দিল লোকটি। সামনেই ছোট একটা হলঘর। আলোর যথেষ্ট অভাব। চারিদিক কেমন আবছা লাগছিল। জুপিটার দেখতে পেল ওই হলঘরের মধ্যে বেশ কয়েকজন ষণ্ডামার্কা লোক চেয়ারে বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। জুপিটার ভিতরে ঢোকা মাত্র লোকগুলো তাকালো তার দিকে। জুপিটার এক ঝলক চার-দিক দেখে নিল। তারপর নিঃশব্দে বোকা ছেলের মতো অনুসরণ করলো লোকটিকে। একবারে শেষ মাথায় একটা ঘরের সামনে এলো লোকটি। তারপর জুপিটারকে দাঁড়াতে বলে ভিতরে ঢুকলো।

জুপিটার অপেক্ষা করছিল আর মনে মনে ভাবছিল ভিতরে ঢুকে সে কি ভাবে কথা শুরু করবে। একসময় লোকটি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে জুপিটারকে বললো—যাও হে ভিতরে, জেলদা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। তোমার যা জিজ্ঞাসা তা ওকেই কর।

জুপিটার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলো। ঘরে ঢোকা মাত্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল জুপিটারের। এতক্ষণ সে অন্ধকারের মধ্যে ছিল, এবার আলোর মধ্যে পড়তেই তার চোখ ধাঁধিয়ে ওঠায় সে দ্রুত চোখ বন্ধ করলো। তারপর এক লহমায় নিজেকে স্বাভাবিক

করে নিয়ে তাকালো সামনের দিকে। দেখতে পেল একজন বর্ষিয়ান মহিলা তার সামনে একটা পাথরের সাবেকি আমলের কাজ করা চেয়ারে বসে আছেন। চোখে পুরনো আমলের গোল কাচের চশমা। দুই কানে বড় আকারের গোলাকৃত সোনার দুল, গায়ে লাল ও হলুদ রঙের চাদর।

মহিলা তাকালেন জুপিটারের দিকে। তারপর খুব ঠান্ডা ও নরম গলায় জুপিটারকে ফ্যাসফ্যাসে স্বরে বললেন—আমার নাম জেলদা, একজন জিপসি। তোমার জন্য আমি কি করতে পারি বলো।

জুপিটার কোন উত্তর দিল না। মহিলা এবার বললেন—তুমি কি ভবিষ্যত গণনা করার জন্য এখানে এসেছ?

জুপিটার এতক্ষণে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। এবার সে মহিলার দিকে তাকিয়ে বললো—না ম্যাডাম, আমি এখানে এসেছি মিস্টার সক্রেটিসের কথামতো, তিনি আমাকে এখানে আসতে বলেছেন।

মহিলা হাতের ইশারায় জুপিটারকে তার সামনের খালি চেয়ারটায় বসতে বললেন। তারপর অস্ফুট স্বরে বললেন—মিস্টার সক্রেটিস! ওঃ হ্যাঁ—মিস্টার সক্রেটিস, তাকে একসময় চিনতাম, কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন। কথাটা বলে তিনি তাকালেন জুপিটারের দিকে। তারপর জুপিটারকে খুব গভীর ভাবে নিরিক্ষণ করতে করতে ঠান্ডা গলায় বললেন—আমার খুব অবাক লাগছে, যে মানুষটা মারা গেছেন সেই মানুষটা তোমার সঙ্গে কথা বললেন, কি করে। কি করে এমন একটা অসম্ভব সম্ভব হলো। দাঁড়াও দেখি, আমি একটু আমার গণনা করা কাচের বলটা বার করে ব্যাপারটা যাচাই করে নিই—আসল ঘটনা কি ঘটেছে।

কথাটা বলে মহিলা তার টেবিলের নিচের একটা ড্রয়ার টেনে ছোট একটা কাঠের বাক্স বার করলেন। সামনের টেবিলে বসে জুপিটার খুব সন্তর্পনে মহিলাকে লক্ষ্য করলো। মহিলা এবার কাঠের বাক্স থেকে ঝকঝকে সাদা একটা বল বার করে টেবিলের

মাঝখানে রাখলেন। তারপর জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন —খবরদার একদম টুঁশব্দ পর্যন্ত করবে না। একটু কথা বললে আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হবে না। কোন বিরক্ত না করে চুপ করে বসে দেখ আমি কি করছি।

জুপিটার ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিল। মহিলা এবার টেবিলের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর অদ্ভুত কায়দায় হাতদুটো রাখলেন স্বচ্ছ কাচের বলের ওপর। নিঃশ্বাস পড়ছে বলে মনে হলো না। জুপিটারের মনে হলো তার সামনে কোন একটা বৃদ্ধার স্ট্যাচু বসে আছে।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

চারিদিক নিস্তব্ধ।

একসময় কোন মহিলার কণ্ঠস্বর—আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একটা ট্রাঙ্ক···একটা মানুষ। মানুষটাকে খুব ভীত বলে মনে হচ্ছে···লোকটার নামের আদ্যাক্ষর 'বি'—না 'জি'। লোকটি ভয়ার্ত···সে সাহায্য চাইছে। কাতরভাবে প্রার্থনা করছে। বলের ওপর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ছবিটা···আমি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি অনেক···অনেক টাকা। অনেক লোক ওটা চাইছে···কিন্তু ওটা অন্য কোথাও লুকনো আছে···সমস্ত ছবিটা ধীরে ধীরে মেঘের আড়ালে সরে যাচ্ছে কেউ জানে না, ওগুলো কোথায় গেল···মহিলা নিরব ···আবার একমুহূর্ত পর বলতে লাগলেন···লোকটি ··ওই লোকটি যার নামের আদ্যাক্ষর 'জি' দিয়ে—সে ধীরে ধীরে লোকালয় থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল···লোকটি মৃত···না ঠিক মৃত নয় বেঁচেও থাকতে পারে—মহিলা এবার বলের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর হতাশ হওয়ার সুরে বললেন—না—না—আর আমি আমার বলের ওপর কোন ছায়া দেখতে পাচ্ছি না। আর কিছু আজ আর আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

এই পর্যন্ত বলে মহিলা থামলেন। প্রথমে বুক ভরে বেশ কিছুটা নিশ্বাস নিয়ে তারপর জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন—বলের ওপর ছায়া দেখে চলার কাজটা ভারি কষ্টের, এই বয়সে আমার এই কাজ করতে ভারি কষ্ট হয়। আজ আর এর বেশি

আমি তোমাকে কিছু বলতে পারবো না। তারপর একটু থেমে জুপিটারের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—আমি আজ তোমাকে যেটুকু বললাম, তাতে কি তোমার কোন উপকার হলো ? তুমি কি আমার বলের ছায়ার কিছু অর্থ বুঝতে পেরেছ ?

জুপিটারের কাছে গোটা ব্যাপারটা ভীষণ ধাঁধালো লাগছিল ; তবু সে সহজভাবে মহিলাকে বললো—ট্রাঙ্কের ব্যাপারটা বুঝেছি।

—কি রকম।

মহিলা জানতে চাইলেন।

জুপিটার বললো—দু-একদিন হলো আমি একটা ট্রাঙ্ক পেয়েছি। ওই ট্রাঙ্কটা এখন অনেক লোক আমার কাছ থেকে পেতে চাইছে। তাছাড়া যে লোকটির নামের আদ্যাক্ষর "জি" বললেন—আমার মনে হয়, তার নাম দ্যা গ্রেট গ্যালিভার। ভদ্রলোক একজন যাদুকর।

জুপিটার কথাটা শেষ করা মাত্র বৃদ্ধা সবিস্ময়ে বললেন—দ্য গ্রেট গ্যালিভার, তুমি তার কথা বলছ। তাকে তো আমি চিনতাম। তিনি ছিলেন আমাদের জিপসিদের একজন উপকারী বন্ধু। কিন্তু তাকে তো পাওয়া যাচ্ছে না, মানে তিনি নিরুদ্দেশ নাকি নিখোঁজ হয়েছেন—সে কথাই কেউ সঠিক ভাবে বলতে পারে না।

জুপিটার অনুসন্ধানী চোখে এবার তাকালো বৃদ্ধার দিকে। তারপর বললো—আপনি কি নিশ্চিত তিনি মারা গেছেন ?

মহিলা ঠিক আগের মতো ঠাণ্ডা গলায় বললেন—আমার পক্ষে সঠিক ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে আমার ওই ভবিষ্যত গণনার বল কখনো মিথ্যে ছবি দেখায় না। হয়তো তিনি বেঁচে নেই আবার বেঁচে থাকলেও থাকতে পারেন। তাঁকে খুঁজে পেলে আমরা সত্যি খুব খুশি হব। হাজার হোক তিনি আমাদের একজন বিশিষ্ট বন্ধু। এই পর্যন্ত বলে মহিলা একটু থামলেন। তারপর তিনি জুপিটারের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস স্বরে বললেন—আমার ধারনা তুমি এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে। তোমার সেই বুদ্ধি আছে, সেই চোখ আছে। অন্য আর দশজনের মধ্যে আমি যা দেখতে পাই না, আমি তাই তোমার মধ্যে দেখতে পেয়েছি। দেখ

না তুমি চেষ্টা করে কোনরকম সাহায্য করতে পার কিনা।

জুপিটার এবার যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করলো। বিহ্বল কণ্ঠে বললো—আমি তো বুঝতে পারছি না, আপনি আসলে কি রকম সাহায্য করার কথা বলছেন। আর তাছাড়া আমি কি ভাবেই বা পারি ওই ব্যাপারে সাহায্য করতে। আমি গ্রেট গ্যালিভারের বিষয়ে যেমন কোন কথাই জানি না, জানি না কোনরকম তার টাকা-কড়ির খবর। কেবল কয়েকদিন হলো আমি অকসান থেকে গ্যালিভারের পরিত্যক্ত একটা ট্রাঙ্ক কিনেছি। ওই ট্রাঙ্কের মধ্যে ছিল গ্যালিভারের মন্ত্রপূত কথা বলা নরমুণ্ড—যে নরমুণ্ড সক্রেটিস আমাকে এখানে আসার কথা বলেছিল—এর বেশি আমার আর কিছু জানা নেই।

মহিলা এবার স্পষ্ট চোখে তাকালেন জুপিটারের দিকে। তারপর জুপিটারকে তিনি ভালোভাবে নিরিক্ষণ করে ঠাণ্ডা গলায় বললেন—একটা দুর্গম যাত্রার কেবল প্রথম পদক্ষেপ এটা। ধৈর্য ধর বালক, সময় মতো সব তুমি জানতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে জুপিটারকে ফিসফিস স্বরে বললেন—ট্রাঙ্কটা সাবধানে রেখ। আর সক্রেটিস যদি তোমায় ভবিষ্যতে কোন কথা বলে, তার কথা মন দিয়ে শোনার চেষ্টা কর—কোন ভয় নেই তোমার। তুমি এখন যেতে পার।

মহিলা বিদায় জানালেন। জুপিটার ধীর পদক্ষেপে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো। বাইরে আসতেই সে দেখতে পেল তার জন্য ওই গোঁফয়ালা ষণ্ডামার্কা লোকটা অপেক্ষা করছে।

জুপিটার তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করলো। দরজা পর্যন্ত জুপিটারকে এগিয়ে দিল।

বাইরে বেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো জুপিটার। এতক্ষণ সে যেন দমবন্ধ একটা অস্বস্তির মধ্যে ছিল। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। মহিলার কথাগুলো নতুন করে ভাবতে চেষ্টা করলো। কিছুই তার বোধগম্য হলো না।

জুপিটারকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে খুশি হলো হান্স ও পীট। তারা একগাল হেসে জুপিটারকে বললো—যাক, তাহলে

তুমি ভালোয় ভালোয় ফিরে এসেছ, কোন বিপদ তোমার হয়নি। আমরা তো বেশ চিন্তার মধ্যে পড়েছিলাম তোমার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে। ভাবছিলাম না জানি ঘরের মধ্যে সাংঘাতিক কিছু কাণ্ড ঘটেছে।

জুপিটার ওদের কোন কথার উত্তর না দিয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ট্রাকে উঠে বসলো। জুপিটার ট্রাকে ওঠামাত্র গাড়ির ইঞ্জিন চালু করলো হান্স।

গাড়ি ছুটতে লাগলো।

পীট প্রশ্ন করলো—কি ব্যাপার জুপ, কি হলো ওই বাড়ির ভিতরে গিয়ে, কোন খবরটবর পেলে?

জুপিটার ঠোট উল্টে হতাশ সুরে বললো—উঁহু, কি যে হলো তা আমি তোমাদের ঠিক মতো গুছিয়ে বলতে পারবো না। আসলে আমি নিজেই কিছু ভালোমতো বুঝতে পারিনি। সব কিছু আমার কাছে কি রকম ধাঁধা বলে মনে হচ্ছে। তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

—কি ঘটেছে একটু খুলেই বলো না।

পীটের উৎসাহ নষ্ট করতে রাজি হলো না জুপিটার। তাছাড়া তার নিজের মধ্যে সমস্ত ঘটনাটাকে একবার ঝালিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন আছে মনে করে জুপিটার সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া বলে গেল।

মন দিয়ে শুনলো পীট। তারপর জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললো—আশ্চর্য। এ তো বড় সাংঘাতিক ব্যাপার। আমরা ট্রাঙ্কের মধ্যে কোন টাকাকড়ির সন্ধান তো পাইনি।

—ঠিক তাই।

—তুমি ভালো করে দেখেছিলে জুপ? পীট জানতে চাইলো।

জুপিটার হেসে বললো—না, ট্রাঙ্কটা অবশ্য ভালোভাবে পরীক্ষা করা হয়নি। সক্রেটিসকে খুঁজে পাওয়ার পর আমরা ট্রাঙ্কটাকে নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি।

পীট এবার তার সহজ বুদ্ধি নিয়ে বললো—আমার মনে হয় ওই ট্রাঙ্কের মধ্যেই কোনরকম টাকাকড়ি লুকনো আছে, যার

সন্ধান অনেকেই জানে, আর সেইজন্য সকলে হন্যে হয়ে ওই ট্রাঙ্কটার খোঁজ করছে। তারপর একটু থেমে বললো—তা না হলে ভেবে দেখ, কেবল একটা বাজে নরমুণ্ডর জন্য মোটা টাকা আর সময় কেউ ব্যয় করতে চায়।

পীটের কথায় যুক্তি আছে। তার কথাটাকে একবারে উড়িয়ে দিতে পারলো না জুপিটার। সত্যি তো ওই নরমুণ্ডটা ট্রাঙ্ক থেকে উদ্ধার করার পর, তারা আর কোন কিছু ভালো ভাবে তল্লাসি করে দেখেনি—হয়তো মোটা টাকাকড়ি কিছু লুকনো থাকলেও থাকতে পারে। পীটের কথাকে সেই কারণে সমর্থন করলো জুপিটার। বললো—তোমার ধারনা একেবারে অমূলক নয় পীট, সত্যি তো ট্রাঙ্কটাকে আমাদের ভালো করে পরীক্ষা করা হয়নি। হয়তো ওর মধ্যে কোন গোপন জায়গায় মোটা টাকা লুকনো, আছে। আর তাছাড়া—

জুপিটার আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই গাড়ির স্পিড অসম্ভব বাড়িয়ে দিল হান্স। জুপিটার একটু অবাক। হঠাৎ গাড়ির গতি বাড়ালো কেন হান্স। তাই সে হান্সকে বললো—তুমি বড় তাড়াহুড়ো করছ হান্স। এত ব্যস্ততার কি হলো। এত স্পিডে গাড়ি চালানো ঠিক নয়।

হান্স সামনের দিকে চোখ রেখেই স্বাভাবিক ভাবে জবাব দিল—উপায় নেই, আমাদের কেউ পিছু নিয়েছে।

—পিছু নিয়েছে।

—হুঁ, একটা কালো রঙের গাড়ি, আর ওই গাড়িতে দুজন লোক আছে। গাড়িটা অনেকক্ষণ ধরে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

পীট এবার বেশ ভয় পেল। সে তাকালো জুপিটারের দিকে।

জুপিটার কোন কথা না বলে গাড়ির আয়নায় নজর দিল। দেখলো হান্সের অনুমান ঠিক। পিছন থেকে ছুটে আসছে একটা কালো গাড়ি। গাড়িটা চেষ্টা করছে হান্সের ট্রাকটাকে কাটিয়ে সামনে যেতে, কিন্তু বুদ্ধিমান হান্স তাকে কিছুতেই এগিয়ে যেতে দিচ্ছে না। রাস্তার মাঝখান দিয়ে সে এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছে যে

তাকে অতিক্রম করা ওই কালো গাড়িটার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না।

এই ভাবে বেশ কিছুক্ষণ চললো। সামনেই একটা চৌরাস্তার মোড়। হান্স আলতো গলায় বললো—আমি গাড়িটাকে ডানদিকের রাস্তায় ঘুরিয়ে নিচ্ছি। আমার মনে হয় ওদের নজর এড়ানো দরকার।

—ঠিক বলেছ। তুমি তোমার মতো কাজ কর হান্স।

—ধন্যবাদ।

খুব দ্রুত ডানদিকের রাস্তায় গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল হান্স। তারপর আকাবাঁকা গলি দিয়ে তারা এসে পেঁছলো রকিবীচে।

ইয়ার্ডের মধ্যে ট্রাকটা ঢুকিয়ে দিয়ে হাঁফ ছাড়লো হান্স। গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে বললো—আমার সঙ্গে চালাকি, ভেবেছিল আমাকে ওভারটেক করে এগিয়ে যাবে, আমি তা হতে দিই আর কি? তারপর জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললো—কি এখন আমার ছুটি তো।

—হ্যাঁ আপাতত ছুটি। জুপিটার মৃদু হেসে উত্তর দিল। তারপর ট্রাক থেকে লাফিয়ে নামলো, তার পিছনে পীট। পীটকে গম্ভীর হয়ে থাকতে দেখে জুপিটার তার পীঠে হাত রেখে বললো—কি ব্যাপার পীট, তুমি হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করলে কেন। কি হলো, কি ভাবছ এত?

এবার পীট তাকালো জুপিটারের দিকে। তারপর বিরক্তি মাখা গলায় বললো—দেখ জুপ, আমার কিন্তু ব্যাপারটা একদম ভালো লাগছে না।

জুপিটার হেসে ঠিক আগের মতো পীটের কাঁধে হাত রেখে বললো—ভালো না লাগলেও কোন উপায় নেই বন্ধু। আমাদের সামনে যখন একটা রহস্য এসে পড়েছে, তখন একজন গোয়েন্দা হিসাবে তাকে তো উদ্ধার করতেই হবে। ভয় পেয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না।

ইয়ার্ডে ফিরে এলো।

শুরু হলো নতুন করে আলোচনা। জুপিটারের মাথার মধ্যে তখন জিপসি বৃদ্ধার কথাগুলো খেলা করছিল। বার বার তার কানে বাজছিল বৃদ্ধার কন্ঠস্বর—তুমি চেষ্টা করলে পারবে। গ্যালিভার যদি বেঁচে থাকে তাহলে তাকে উদ্ধার করার দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু কি ভাবে?

কি ভাবছ জুপ, আমার মনে হয় এইসব ঝামেলা থেকে নিজেদের দূরে রাখাই ভালো। কি দরকার ঝঞ্ঝাটের মধ্যে নিজেদের জড়ানো।

জুপিটার সে কথায় কোন উত্তর দিল না। সে অপেক্ষা করছিল ববের জন্য। ববের মধ্যে যুক্তি আছে। সে কিছুটা তাকে সাহায্য করতে পারে। পীট মনের দিক দিয়ে ভীষণ ভিতু আর সরল। জটিল কোন পরিস্থিতি তৈরি হলেই সে যুক্তি হারিয়ে ফেলে। এইক্ষেত্রে সে যে ভীষণ ভয় পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু জুপিটার? তার মনের মধ্যে দানা বেঁধেছে নতুন সন্দেহ। বার বার তার মনে হচ্ছে এর মধ্যে এমন কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে, যার সূত্র এখনো হাতে আসেনি। বিশেষ করে খানিক আগে কালো রঙের গাড়িতে করে তাদের কেউ পিছু নিয়েছে এই কথাটা শোনার পর থেকেই জুপিটারের গোয়েন্দা মন নতুন কিছু সূত্র খুঁজে পাওয়ার প্রত্যাশায় ছটফট করছে। তাছাড়া জেলদার কথা থেকে জুপিটার পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে গ্রেট গ্যালিভারের অদৃশ্য হওয়ার পিছনে আছে মোটা টাকার কোন কারবার। সেই উধাও হওয়া টাকার খবর একমাত্র গ্যালিভার জানতো। আচ্ছা গ্যালিভার কি সেই টাকাগুলো নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে? মনের মধ্যে একের পর এক প্রশ্ন এসে জমা হতে থাকে—উত্তর খুঁজে পায় না জুপিটার।

ঠিক সেই মুহূর্তে বব এসে উপস্থিত হলো। ববকে দেখে খুশি হলো জুপিটার। মনে মনে সে ববের প্রত্যাশাই করছিল। নিজেকে সহজ করে নিয়ে জুপিটার বললো—কি ব্যাপার বব তুমি এত দেরি করলে যে আসতে।

—লাইব্রেরিতে একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম। সত্যি আজ আমার দেরি হওয়ার জন্য খুবই লজ্জিত।

—না বব, আরো তোমার নিজের কাজ। লাইব্রেরির কাজ ফেলে তোমাকে আমি কিছুতেই আমাদের সঙ্গ দিতে আসতে বলবো না। যাক, এখন তুমি ফ্রি তো।

—হ্যাঁ। কাজ কিছু এগিয়েছে?

বব জানতে চাইলো। জুপিটার কিছু বলার আগেই পীট গড় গড় করে বলে গেল সকালের ঘটনাগুলো। বব মন দিয়ে সমস্ত ঘটনাটা শুনলো। তারপর বললো - আচ্ছা গ্যালিভার ওই টাকাগুলো নিয়ে ইউরোপে কোথাও গা ঢাকা দেয়নি তো।

—উঁহু আমার তা মনে হয় না। তাছাড়া জেলদা বারবার বলেছে, গ্যালিভারের সাহায্যের প্রয়োজন। সে পৃথিবীর মানুষ-জনের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন সে বেঁচে থাকলেও বেঁচে থাকতে পারে আবার মারাও যেতে পারে। তবে এটা ঠিক জিপসিরা তাকে পছন্দ করে, তারা তাকে ফিরে আসার জন্য সাহায্য করতে চায়। বিশ্বাস কর বব আমার কাছে সবকিছু কেমন যেন তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। যদি লোকটা মারাই যায় তাহলে সে ফিরে ফিরে আসবে কি করে—

বব কিছু একটা উত্তর দেওয়ার আগে পীট বললো এমনো তো হতে পারে ওই ট্রাংকের মধ্যেই গোপনে টাকাগুলো লুকনো আছে। মনে হয় ব্যাপারটা অনেকেই জানে, তাই তারা ট্রাংকটা পেতে চাইছে।

জুপিটার সবেগে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো - উঁহু, আমি এমন ধারনাকে বিশ্বাস করি না। টাকাটা ট্রাংকের মধ্যে রেখে সে নিজে উধাও হবে কেন? কি তার উদ্দেশ্য? তারপর একটু থেমে সে বব ও পীটের দিকে তাকিয়ে বললো – ঠিক আছে তোমরা খালি বলছ ট্রাংকের মধ্যে টাকাটা কোথাও গোপন জায়গায় লুকনো আছে তাহলে এস একবার ট্রাংকটা ভালো করে পরীক্ষা করা যাক।

কথাটা শেষ করে তারা তিনজন দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল গুদাম ঘরের দিকে।

ট্রাংকের তালা খুলে শুরু হলো আবার নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ট্রাংক থেকে সমস্ত জিনিসগুলো তারা একেক করে

নামিয়ে ফেললো। কোথাও খুঁজে পেল না লুকনো টাকার সন্ধান। এবার খালি ট্রাংকটাকে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো জুপিটার। তারপর হতাশ সুরে বললো—না এই ট্রাঙ্কে আপাত-দৃষ্টিতে টাকা লুকনোর মতো কোন জায়গা নেই।

তাহলে ?

এবার জুপিটার তার দুই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললো—ট্রাঙ্কের একবারে নিচে একটা চামড়ার আস্তারণ আছে, তোমরা কি সেটা লক্ষ্য করেছ।

বব ও পীট এবার ঝুঁকে তাকালো। জুপিটার বললো—দাঁড়াও এই চামড়ার আস্তারণটা একবার সরিয়ে দেখি কিছু পাওয়া যায় কিনা। কথাটা বলে সে দ্রুত চামড়ার আস্তারণটা সামান্য কেটে তাতে আঙুল ঢোকালো। কোন কিছুই পেল না।

জুপিটার হতাশ হয়ে তাকালো তার দুই সঙ্গীর দিকে।

বব বললো—তোমার কি ধারনা এই আস্তারণের মধ্যে কোন-রকম টাকাকড়ি গোপন করা আছে।

জুপিটার চিন্তান্বিত স্বরে বললো—টাকাকড়ি গোপন আছে ঠিক একথা বলবো না, তবে জায়গাটা কোন কিছু গোপনীয় জিনিস রাখার মতো যে উপযুক্তস্থান তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পীট এবার জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললো—দেখ জুপ, আমার ধারনা এর মধ্যে কিছুই পাবে না। যদি থাকতো তাহলে নিশ্চয় তুমি টের পেতে।

এবার পীটের কথায় মৃদু হাসলো জুপিটার। বললো কোন কিছুর সন্ধান যে একেবারে পাইনি এমন কথা তুমি ভাবলে কি করে পীট। শোন বন্ধু, এত তাড়াতাড়ি ধৈর্যচ্যুতি ঘটার কোন কারণ নেই। আমি কিন্তু আশা ছাড়িনি।

—তার মানে তুমি কি বলতে চাও, গ্যালিভারের লুকনো কোন গোপন বস্তুর সন্ধান তুমি পেয়েছ ?

পীটের কথায় জুপিটার দৃঢ় কণ্ঠে বললো—হ্যাঁ পেয়েছি, তবে জিনিসটা টাকাকড়ি নয়। মনে হচ্ছে কোন গোপন কাগজ এর মধ্যে আছে। দাঁড়াও আর একবার আঙুল ঢুকিয়ে দেখি।

কথাটা বলে জুপিটার আবার আগের মতো ওই চামড়ার আস্তারণের ফাঁকে আঙুল ঢোকালো। বেশ কিছুক্ষণ কসরৎ করার পর ওই ফাঁক থেকে বেরিয়ে এলো একটা খাম।

জুপিটার খামটা নিয়ে নিজের চোখের সামনে মেলে ধরলো। বেশ পুরনো চিঠি। চিঠিটার ওপর গ্যালিভারের নাম আর তার হোটেলের ঠিকানা লেখা। পোস্ট অফিসের ছাপ থেকে জুপিটার বুঝতে পারলো চিঠিটা বছর খানেক আগের লেখা। মনে হয় এই চিঠি তার কাছে খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। আর সেই জন্য সে ট্রাঙ্কের মধ্যে অতি গোপনে ওই আস্তারণের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল।

বব ও পীট দুজনেই এবার চিঠি লক্ষ্য করলো। তারপর বব বললো—মনে হয় এই খামটার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা ওই গুপ্তধনের সন্ধান দিতে পারে।

গুপ্তধন!

পীট তাকালো। বব বললো—গুপ্তধন মানে আমি লুকনো টাকার কথা বলছি, যে টাকার খবর জুপিটার শুনেছে জিপসি জেলদার কাছ থেকে। তবে ঠিক যে কি আছে খামটার মধ্যে তা বলতে পারবো না—সেটাই এখন আমাদের দেখা উচিত।

পীট বললো—কোন ম্যাপট্যাপও হতে পারে।

জুপিটার মৃদু হেসে বললো—থাক তোমাদের গবেষনার কথা। এখন সর্বাগ্রে আমাদের দেখা দরকার এই মুখবন্ধ খামটার মধ্যে কি আছে?

কথাটা বলে জুপিটার দ্রুত খামটা খুললো। এবার খামের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা চিঠি। চিঠিটা সরকারি পুলিশ হাসপাতাল থেকে ,১৭ ই জুলাই তারিখে লেখা।

চিঠিটা পড়তে লাগলো জুপিটার।

চিঠিতে লেখা :—

প্রিয়

গ্যালিভার,

আমি তোমার পুরনোদিনের জেলখানার বন্ধু স্পাইক

নেলি, খুব সংক্ষেপে তোমাকে কয়েকটি কথা লিখছি। আমি বর্তমানে হাসপাতালে রোগ শয্যায়। হয়তো আমি আর বেশি দিন পৃথিবীর আলো হাওয়া ভোগ করার মতো সময় পাব না। এখন আমার দিন আগত প্রায়। হয়তো আমি বড়জোর আর পাঁচদিন, তিন সপ্তাহ অথবা দুই মাস বাঁচতে পারি—মোট কথা জীবনের কোন আশা নেই—ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে দিয়েছে। কাজেই এটাই হলো তোমাকে আমার শেষ বিদায় জানাবার উপযুক্ত সময়।

যদি তুমি কখনো চিকাগো শহরে যাও, তাহলে ড্যানি স্ট্রীটে আমার খুড়তুতো বোনের সঙ্গে দেখা কর, তাকে আমার কথা জানিও। এর বেশি আর কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মনে হয় তোমাকে এই চিঠিতে যা জানাবার জানাতে পেরেছি। বিদায়—চিরবিদায় বন্ধু।

বিনীত
তোমার বন্ধু
স্পাইক

চিঠি বেশ কয়েকবার পড়লো জুপিটার। চিঠি পড়া শেষ হলে প্রথম কথা বললো পীট। সে সহজ ভাবে জুপিটার ও ববকে লক্ষ্য করে বললো—এটা এমন একটা কি মূল্যবান চিঠি হলো বুঝলাম না। এটা তো খুব সাদামাটা একটা সাধারণ চিঠি বলেই তো আমার মনে হয়। মনে হয় ভাগ্য গণনার পেশায় যুক্ত থাকার সময় গ্যালিভার যখন জেলে গিয়েছিল, সেই সময়কার কোন পরিচিত বন্ধু জেল হাসপাতাল থেকে তাকে এই চিঠি লিখেছে।

জুপিটার চিঠিটার ওপর চোখ রেখে জবাব দিল—আপাতদৃষ্টিতে চিঠিটার কোন গুরুত্ব নেই সত্যি, আবার হাল্কা ভাবে চিঠিটাকে উড়িয়েও দেওয়া যাচ্ছে না।

এবার বব তাকালো জুপিটারের দিকে। তারপর বেশ গম্ভীর ভাবে জবাব দিল—চিঠিটার একটা গুরুত্ব মনে হয় নিশ্চয় আছে। যদি গুরুত্ব না থাকবে তাহলে গ্যালিভার চিঠিটাকে লুকিয়ে রাখবে কেন?

জুপিটার ববের দিকে তাকিয়ে বললো—এটাই হলো প্রথম ও

প্রধান প্রশ্ন। কেন গ্যালিভার চিঠি লুকিয়ে রেখেছিল। নিশ্চয় তার কাছে চিঠিটার একটা অর্থ ছিল।

পীট তাদের কথা মানতে পারলো না। সে বিরক্ত মাখা গলায় বললো—আমি ওসব গুরুত্ব-টুরুত্ব বুঝি না, তবে এইটুকু বুঝি এই চিঠির সঙ্গে লুকনো টাকাকড়ির কোন সম্পর্ক নেই।

পীটের কথার জবাব দিল বব। সে পীটের দিকে তাকিয়ে বললো—হ্যাঁ তোমার কথা না হয় মানছি এই চিঠির সঙ্গে টাকা-কড়ির কোন সম্পর্ক নেই, তবে এটাও তো ঠিক যে মিস্টার স্পাইক চিঠিটা লিখছে জেল হাসপাতাল থেকে। নিশ্চয় প্রত্যেকের জানা আছে জেল কয়েদিদের প্রতিটি চিঠি জেলের কর্তৃপক্ষ আগে পড়ে ভালোভাবে দেখে নেয়। কাজেই এই অবস্থায় স্পাইকের পক্ষে জেল কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে খোলাখুলি ভাবে চিঠিতে টাকাকড়ির কথা লেখা নিশ্চয় সম্ভব নয়।

ববের কথা শেষ হলো না। তার কথাকে লুফে নিয়ে জুপিটার বললো—বিশেষ করে যে টাকাকড়ি বিষয়টি একান্ত গোপনীয়।

—তাহলে কি বলতে চাও আসল কথাটা চিঠিতে অদৃশ্য কালি দিয়ে লেখা হয়েছে।

—হলেও হতে পারে, সেটা পরীক্ষা সাপেক্ষ।

—কি ভাবে পরীক্ষা করবে। পীট জানতে চাইল।

—খুব সহজ, এখনই পরীক্ষা করে দেখছি, তবে তার আগে আমাদের নিজেদের ডেরায় যেতে হবে।

অগত্যা তিন গোয়েন্দা দ্রুত পা চালালো তাদের হেড কোয়ার্টার্সের দিকে। ইয়ার্ডের পিছনের দিকে পুরনো পরিত্যক্ত টেলারের মধ্যে তাদের গোপন আস্তানা। লম্বা পাইপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে তিন গোয়েন্দা তাদের গোপন আস্তানায় এসে হাজির হলো। এই জায়গার সঙ্গে বহিঃজগতের কোন সম্পর্ক নেই বলা যায়। এই আস্তানায় প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে। জুপিটার দ্রুত চিঠিটা একটা টেবিলে রেখে তার ওপর গরম ইস্ত্রি ধরলো।

না—কোন লেখাই ফুটে উঠলো না। এবার তারা চিঠিটাকে

নিয়ে আরও কিছু পরীক্ষা করলো। কিন্তু কোন ফল হলো না। এবার সত্যি মনে মনে হতাশ হলো জুপিটার। পীট উৎসাহিত হয়ে বললো—কি দেখলে তো আমার কথা ঠিক কিনা, এটা অতি সাধারণ একটা চিঠি। তোমরা অতি সাধারণ জিনিসকে বড় বেশি গুরুত্ব দাও।

জুপিটারের ভালো লাগলো না পীটের কথা। তবু সে ধৈর্য হারালো না। বললো পীটের দিকে তাকিয়ে—দেখ পীট, তোমার কথাই না হয় মানছি চিঠিটার কোন দাম নেই। নিছক সাধারণ একটা চিঠি। কিন্তু আমাকে বলতো মিস্টার গ্যালিভার তাহলে চিঠিটাকে কেন এত যত্ন করে গোপনে রেখেছিলেন? তার এই গোপন জায়গায় চিঠিটা লুকিয়ে রাখার কারণ কি?

পীট কোন উত্তর দিল না। খানিক ভেবে নিয়ে বব বললো—আমার ধারনা গ্যালিভার আন্দাজ করেছিল এই চিঠির মধ্যে কোন সূত্র আছে। কিন্তু সূত্রটাকে সে খুঁজে পায়নি। মনে হয় পরে কোন সময়ে সে খোঁজার চেষ্টা করবে মনে করেই চিঠিটাকে এত গোপনে যত্ন করে রেখেছিল। তারপর একটু থেমে জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বব বললো—আচ্ছা জুপিটার এমনও তো হতে পারে, মিস্টার গ্যালিভার যখন জেনে ছিলেন, তখন স্পাইক নেলি তাকে তার লুকনো টাকার বিষয়ে কিছু বলেছিল। কিন্তু টাকাটা যে কোথায় আছে সে কথা তখন তাকে বলেনি। মনে হয় মৃত্যু শয্যায় শায়িত স্পাইক গ্যালিভারকে তার বিশ্বাসী বন্ধু মনে করেই এই চিঠিটা দিয়েছেন। গ্যালিভার যখন চিঠি পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, ততোদিনে স্পাইক মারা গেছেন। কাজেই গ্যালিভার চিঠিটা তার কাছে সূত্র হিসাবেই রেখে দিয়েছিল।

ববের কথাগুলো জুপিটার মন দিয়ে শুনছিল। একসময় বব চুপ করতেই জুপিটার বললো—তারপর বলো, আর কি বলবে তুমি।

বব আবার বলতে লাগলো। আমার ধারনা জেলখানার কোন কোন কয়েদি মনে হয় স্পাইক নেলির এই টাকার কথা জানতো। তারা হয়তো জানতো স্পাইক গ্যালিভারকে চিঠি দিয়েছে। তাদের ধারনা গ্যালিভার সেই গোপন টাকার কথা জেনেছে। সেই কারণেই

তারা গ্যালিভারের পিছনে ছায়ার মতো অনুসরণ করছিল। ব্যাপারটা গ্যালিভারের কাছে অসহ্য লাগলেও তার পক্ষে পুলিশকে জানানো সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি এই কারণেই যে টাকাগুলো কোন বেআইনী সম্পত্তি। এতে তার নিজেও বিপদ ঘটতে পারে। আমার ধারনা এই সমস্ত কারণেই বাধ্য হয়ে সে লোকালয় থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। কথাটা শেষ করে বব জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললো—কি জুপ, আমি কি যুক্তিহীন কোন বক্তব্য রাখলাম।

—না বব, তোমার কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। হয়তো এই রকমই কিছু একটা ঘটেছে। তবে এটা ঠিক আপাতদৃষ্টিতে চিঠিটাকে অতি সাধারণ বলেই মনে হচ্ছে। স্পাইকের পক্ষে জেলখানার হাসপাতাল থেকে খোলাখুলি ভাবে লুকনো বেআইনী টাকার কথা লেখাও সম্ভব ছিল না।

জুপিটারের কথা শেষ হতেই পীট বললো—তাহলে দেখলে তো সেই তোমরা শেষ পর্যন্ত আমার কথাতেই ফিরে এলে যে চিঠিটা আদপে মূল্যহীন। কেউ একজন চিঠিটার মধ্যে মূল্যবান কোন সূত্র আছে মনে করে লুকিয়ে রেখেছিল।

বব তাকালো পীটের দিকে। তারপর বললো—তোমার কথা আমি মানতে পারছি না পীট। যদি সাধারণ চিঠি হবে তাহলে চিঠিটা ট্রাঙ্কের মধ্যে গোপন জায়গায় রাখার কোন প্রয়োজন হতো না। আর এটা তো বুঝতে পারছ এই ট্রাঙ্কটা পাওয়ার জন্য অনেকেই চেষ্টা করছে।

জুপিটার ববের দিকে দৃষ্টি রেখে মৃদু হেসে বললো—দ্যাটস রাইট বব, ট্রাঙ্কটা সকলের প্রয়োজন ওই চিঠিটার জন্য। প্রত্যেকের ধারনা হয়তো ওই চিঠির মধ্যে কোনরকম ক্লু আছে।

এবার পীট অধৈর্য হয়ে বললো—দেখ ভাই, আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভালো লাগছে না। কি দরকার আমাদের ওসবের মধ্যে যাওয়ার। তার চেয়ে ট্রাঙ্কটা আমাদের বিদায় করে দেওয়াই ঢের ভালো মনে হয়।

পীটের বক্তব্য জুপিটার শুনেও না শোনার ভান করলো।

তার দিকে তাকিয়ে এবার বব বললো—পীট একবারে খারাপ কথা বলেনি জ্বপ, কি দরকার আমাদের ওসব তদন্তের মধ্যে যাওয়ার। তাছাড়া সত্যি যখন কোন ক্লু আমরা উদ্ধার করতে পারিনি, তখন আমারও মনে হয় ট্রাঙ্কটা বিদায় করে দেওয়াই ভাল। এতে আমাদের কোন লাভ হবে না।

ববের কথা শেষ হতে পারলো না। তার মুখের কথা একরকম প্রায় কেড়ে নিয়ে পীট বললো—তাছাড়া ট্রাঙ্কটা বিক্রি করে দেওয়ার মতো সুবর্ণ সুযোগ যখন আমাদের সামনে আছে। যাদুসম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান তো নিজেই আমাদের কাছ থেকে ট্রাঙ্কটা কিনতে চেয়েছেন—আমার তাই মনে হয় এই রহস্যের ব্যাপারে আমাদের নাক না গলিয়ে উচিত হবে লাভজনক দামে ট্রাঙ্কটা যাদুসম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানকে দিয়ে দেওয়া।

বব জুপিটারের দিকে তাকিয়ে আলতো গলায় বললো—আমারও তাই মত জুপ।

পীট উৎসাহিত হয়ে বললো—ওই নরমুণ্ড সক্রেটিসকে আবার আগের মতো ট্রাঙ্কটা গুছিয়ে রেখে, তুমি বরং যাদুসম্রাট ভদ্রলোককে খবর দাও জুপ।

ওদের কথায় জুপিটারের মন ঠিক সায় দিল না। সে নিজের মনে অস্ফুটস্বরে বললো—মিসেস জেলদা আমায় বলেছিলেন, আমরা নাকি এই ব্যাপারে যথার্থ সাহায্য করতে পারি, কিন্তু…

—কি ভাবছ জুপ?

জুপিটার তাকালো ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে ববের দিকে। তারপর নিজের সঙ্গে কথা বলার মতো ভঙ্গিমায় বললো—

কিন্তু আজ সকালে জেলদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় যে দুজন লোক আমাদের পিছু নিয়েছিল ওরা কারা—কেনই বা তারা আমাদের পিছু নিল…কি তাদের উদ্দেশ্য?

—ওসব কথা ভেবে লাভ কি আছে জুপ, ট্রাঙ্কটা যখন আমরা যাদুসম্রাটকে বিক্রি করে দেব বলে ঠিক করেছি তখন আর ও সব কথা ভেবে তোমার কি হবে?

জুপিটার চুপ করে গেল।

পীট উৎসাহ মাখা গলায় বললো—একশো ডলার পাওয়া যাবে আমাদের, এতো আমি ভাবতেই পারছি না।

পীটের কথাটা কানে যেতেই জুপিটার তাকালো তার দিকে। তারপর গম্ভীর গলায় বললো—না পীট, এত টাকা ওর কাছ থেকে আমাদের নেওয়া যাবে না। মনে রেখ ট্রাঙ্কটার মধ্যে বিপদের গন্ধ আছে, যে বিপদের কথা ভেবেই আমরা ট্রাঙ্কটা বিক্রি করে দেওয়ার কথা ভাবছি। তাছাড়া আমাদের উচিত কাজ হবে তাকে একটু সাবধান করে দিয়ে বলা যে এই ট্রাঙ্কটাকে পাওয়ার জন্য আর একদল কেউ চেষ্টা করছে, যারা আমাদের পিছু নিয়েছে।

জুপিটারের কথায় নৈতিক যুক্তি ছিল। সেই কারণে বব বা পীট কেউ কোন কথা বলতে পারলো না। জুপিটার এবার ওদের দিকে তাকিয়ে বললো—ট্রাঙ্কটা যাদুসম্রাট ভদ্রলোককে দেওয়ার আগে আমার আর একটা কাজ আছে?

—কি কাজ?

জানতে চাইলো বব। জুপিটার ঠাণ্ডা গলায় বললো—ট্রাঙ্কের ভিতর থেকে যে চিঠিটা আমরা পেয়েছি তার একটা ছবি তুলে রাখ। ভবিষ্যতে হয়তো ওই চিঠিটা আমাদের কাজে লাগতে পারে।

বব বা পীট কেউ কোন আপত্তি করলো না। জুপিটার নিজের হাতেই চিঠি ও খামটার বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিল। তারপর দ্রুত ট্রাঙ্কটা গুছিয়ে নিয়ে টেলিফোন করলো যাদুসম্রাট ম্যাক্সি-মিলিয়ানকে। টেলিফোনে ভদ্রলোক জানালেন তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই তাদের সঙ্গে দেখা করছেন।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে জুপিটার উঠে দাঁড়ালো। বললো সবই তো হলো এবার আমার ঘর থেকে সক্রেটিসকে নিয়ে আসি—ওটাই তো আসল চাহিদা যাদুসম্রাটের।

কথাটা বলে জুপিটার বেরিয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরের সামনে এসে থমকে গেল জুপিটার। বুঝতে পারলো তার কাকিমা মিসেস জোন্স ইতিমধ্যে বাইরে থেকে ফিরে এসেছে। তাকে এই অসময়ে নিজের ঘরে দেখে অবাক হলো

জুপিটার। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। দেখতে পেল মিসেস জোন্স বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন টেবিলের ওপর রাখা নরমুণ্ড সক্রেটিসের দিকে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে জুপিটার সবিস্ময়ে বললো—কি ব্যাপার, তুমি এখানে?

মিসেস জোন্স তাকালেন জুপিটারের দিকে। তারপর রাগান্বিত স্বরে বললেন—ওই ভয়ংকর নরমুণ্ডটাকে এখুনি তুমি আমার বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। কি স্পর্ধা—ও কি না আমাকে অশ্লীল মন্তব্য করে।

—তোমাকে অশ্লীল মন্তব্য করেছে, ওই নরমুণ্ড! আশ্চর্য!

—হ্যাঁ, এই মুহূর্তে ভয়ঙ্কর হতচ্ছাড়াটা ছাড়া আর কে আছে এই ঘরের মধ্যে যে আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলবে।

জুপিটারের কাছে ব্যাপারটা খুব রহস্যজনক বলে মনে হলো। সে বললো—কি হয়েছে ঘটনাটা আমাকে বলবে তো?

মিসেস জোন্স বললেন—কি আবার হবে, ইয়ার্ডে ফিরে তোমাকে দেখতে না পেয়ে ভাবলাম, তুমি হয়তো তোমার ঘরে আছ। তাই তোমার ঘরে এসেছিলাম। তোমার ঘরে এসে আমার চোখ পড়লো ওই কুৎসিৎ নরমুণ্ডটার দিকে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম—তোমাকে এখানে দেখছি জুপিটার ঘর থেকে দূর করে দেয়নি। ঠিক আছে, আজ ও ঘরে এলেই ওকে আমি তোমাকে দূর করে দিয়ে আসতে বলবো। তোমাকে আমি আর একমুহূর্তের জন্য আমার বাড়িতে দেখতে চাই না। ব্যাস—এই কথাগুলো আমি নিজের মনে যেই বলেছি, ওমনি ওই নরমুণ্ডটা আমাকে অশালীন মন্তব্য করলো।

মিসেস জোন্সের কথাগুলো শুনে জুপিটার না হেসে পারলো না। বললো—কাকি, আমার মনে হয় ওটা তোমার মনের ভুল। ওই নরমুণ্ড নিজে কথা বলবে কি করে। ওকে দিয়ে যাদুকরেরা কথা বলায়। মনে হয় তুমি ভুল করছ।

—ভুল করছি। তার মানে বলতে চাও আমি আমার নিজের কানে যা শুনেছি তা ভুল শুনেছি। তারপর উত্তেজিত কন্ঠে তিনি জুপিটারকে রীতিমতো শাসিয়ে বললেন—ঠিক আছে, আমি ভুল

শুনি আর ঠিক শুনি, তাতে কিছু এসে যায় না। আমি চাই এখুনি তুমি ওকে আমার বাড়ি থেকে দূর করে দেবে। ওই অলুক্ষণে নরমুণ্ডটিকে আমি আর দেখতে চাই না।

জুপিটার মৃদু হেসে বললো—ঠিক আছে, ওকে আমি এখুনি ঘরের বাইরে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার কোন চিন্তা নেই। তোমার ইচ্ছেই কার্যকরী হবে।

মিসেস জোন্স খুশি হলেন। তিনি দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন জুপিটারের ঘর থেকে।

নরমুণ্ডটা হাতে নিয়ে জুপিটার দ্রুত পায়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো। তার মাথার মধ্যে তখন নতুন চিন্তা। মিসেস জোন্সের কথাগুলো গভীর ভাবে ভাবতে শুরু করেছে।

জুপিটার নরমুণ্ড সক্রেটিসকে নিয়ে তার গোপন দপ্তরে ফিরে এলো। পীট ও বব এতক্ষণ তার জন্য উন্মুখ হয়ে বসেছিল। জুপিটার ফিরে আসতেই পীট বললো—এত দেরি হলো যে?

জুপিটার নরমুণ্ড সক্রেটিসকে টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বললো—আবার এক নতুন রহস্য।

—আবার নতুন রহস্য। কি ব্যাপার?

জুপিটার একটু আগেকার কথাগুলো তার দুই সঙ্গীকে বললো। তারপর বললো—আমার অবাক লাগছে হঠাৎ সক্রেটিস কাকিমাকে অশালীন মন্তব্য করলো কেন? কি করে ব্যাপারটা সম্ভব।

পীটের ইচ্ছে ছিল না এই ব্যাপারে আর কোনরকম আলোচনা বাড়াতে। তাই সে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বললো—দূর দূর ওসব কথা এত ভেবে আর লাভ কি? তুমি বরং তাড়াতাড়ি সক্রেটিসকে ট্রাঙ্কের মধ্যে গুছিয়ে রাখ জুপ, মিস্টার ম্যাক্সিমিলিয়ান হয়তো এখুনি এসে পড়বেন।

জুপিটারের মন সায় দিল না। সে বললো—আমার মনে হয় এখুনি সক্রেটিসকে হাতছাড়া করা আমাদের উচিত হবে না। কথা যখন সে বলতে শুরু করেছে, তখন মনে হয় সে হয়তো আরও

কিছু বলবে। কাজেই আর একটু সময় নিয়ে দেখলে মনে হয় আমরা লাভবানই হতাম।

পীট ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বললো—না না জুপ তা হয় না। আমরা ইতিমধ্যে যাদুসম্রাটকে টেলিফোনে খবর দিয়েছি। ভদ্রলোক হয়তো এখুনি এসে পড়বেন। এখন আর তাকে ঘোরানো সম্ভব নয় আমাদের। তাছাড়া ওই নরমুণ্ডের কথা শোনার মতো মনের অবস্থা তোমার থাকলেও আমার বা ববের নেই। কথাটা বলে পীট নিজেই ট্রাঙ্কের ডালা খুলে নরমুণ্ডটাকে ঠিক মতো লাল শালু কাপড়ে মুড়ে গুছিয়ে রাখলো।

জুপিটার ভাবছিল অন্য কথা।

তার মনের মধ্যে তখন নানান চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। একসময় তারা শুনতে পেল হান্সের কণ্ঠস্বর।

জুপিটারকে ডাকছে সে।

বব বেরিয়ে এলো।

সুড়ঙ্গ পথ ধরে বেরিয়ে এসে দেখলো হান্সকে।

—কি ব্যাপার হান্স?

—জুপ কোথায়, ওকে বলো একজন ভদ্রলোক ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

বব বুঝতে পারলো। সে হান্সকে বললো—ঠিক আছে আমরা এখুনি যাচ্ছি, তুমি ভদ্রলোককে একটু অপেক্ষা করতে বলো।

—ধন্যবাদ।

হান্স চলে গেল।

দ্রুত পায়ে ফিরে এলো বব। তারপর নিজেদের দপ্তরে এসে খবর দিল যাদুসম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের আগমন বার্তার। খানিক সময়ের মধ্যে ট্রাঙ্কটা সঙ্গে নিয়ে ম্যাক্সিমিলিয়ানের সামনে হাজির হলো তিন গোয়েন্দা। ওদের তিনজনকে দেখে যাদুসম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান খুশি হলেন। বললেন—তোমরা যে আমাকে খবর পাঠিয়েছ, তার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ।

জুপিটার গম্ভীর গলায় বললো—আমাদের মধ্যে তো সেইরকম

কথাই হয়েছিল। তারপর বললো—ট্রাংকটা কি এখন আর আপনার প্রয়োজন নেই ?

ম্যাক্সিমিলিয়ান লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—বলো কি, আমি তো ওটার জন্য তোমাদের টেলিফোন পেয়েই ছুটে এলাম। তারপর পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে একশো ডলার এগিয়ে দিলেন জুপিটারের দিকে।

জুপিটার সংযত কণ্ঠে বললো—এত টাকা আমায় আপনার দিতে হবে না। আমি ঠিক যে দামে কিনেছি, সেই দামই আপনি আমাকে দেবেন।

—মানে মাত্র এক ডলার !

—হ্যাঁ।

যাদুসম্রাট এবার সবিস্ময়ে বললেন—কি ব্যাপার ছেলেরা, হঠাৎ তোমরা আমার প্রতি এত সদয় হলে। তারপর একটু থেমে বললেন—তোমরা কোন মূল্যবান জিনিস এখান থেকে সরিয়ে নাওনি তো ?

—না স্যার, আমরা ট্রাংকে যা যা পেয়েছি, তার সব কিছুই ঠিকঠাক আছে।

—তাহলে ?

জুপিটার গম্ভীর গলায় বললো—আমাদের সন্দেহ করার কোন কারণ নেই আপনার। মনে রাখবেন পৃথিবীতে সব মানুষের আচরণ সমান হয় না। তারপর একটু থেমে জুপিটার বললো—তবে আপনাকে আমরা একটা বিষয়ে সাবধান করে দিতে চাই।

—সাবধান। কি বিষয়ে বলো।

—জুপিটার ঠিক আগের মতো কন্ঠস্বর নিয়ে বললো—এই ট্রাংকটাকে পাওয়ার জন্য আরও কিছু লোক চেষ্টা করছে। সাবধান না হলে আপনি হয়তো বিপদে পড়তে পারেন। এমন কি ব্যাপারটা হয়তো পুলিশ পর্যন্ত গড়াতে পারে।

জুপিটারের কথায় যাদুসম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করে বললেন—দেখ ছেলেরা আমাকে কোনরকম বিপদের ভয় দেখিও না। কোনরকম বিপদকে আমি পরোয়া করি না। তাছাড়া

এই ট্রাঙ্কটার জন্য প্রথমে আমি অকসানে বিট করেছিলাম, পরে আমি তোমাদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছি, এরজন্য আবার ভয়ের কি আছে। তো এই নাও তোমাদের টাকা।

জুপিটার হাত বাড়িয়ে মাত্র এক ডলার তুলে নিল।

একগাল হেসে যাদুকর বললেন—তাহলে এই মুহূর্ত থেকে ট্রাঙ্কটা আমার কি বলো?

—নিশ্চয়। তারপর জুপিটার বব আর পীটকে বললো—ট্রাঙ্কটা যাদুসম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের গাড়িতে তুলে দিতে।

পীট ও বব দুজনে মিলে দ্রুত হাতে ট্রাঙ্কটা তুলে নিল। তারপর তারা এগিয়ে গেল ম্যাক্সিমিলিয়ানের পার্ক করা গাড়িটার দিকে।

জুপিটারের সঙ্গে পিছনে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে ম্যাক্সিমিলিয়ান বললেন—এরপর আমি যখন যাদু খেলা দেখাবো, তখন অবশ্যই তোমাদের তিনজনকে টিকিট পাঠাবো, আশা করি তোমরা নিশ্চয় যাবে।

জুপিটার জবাব দিল না।

ম্যাক্সিমিলিয়ান গাড়িতে বসে ইঞ্জিন চালু করলেন। তারপর হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে সহাস্যে বললেন—আবার দেখা হবে বন্ধুরা।

চোখের সামনে থেকে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল ম্যাক্সিমিলিয়ানের গাড়ি। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে পীট বললো—যাক বাবা, এবারকার মতো আমরা নিশ্চিন্ত। তারপর জুপিটারের দিকে তাকিয়ে পীট বললো—মিস্টার ম্যাক্সিমিলিয়ান নিশ্চয় ওই কথাবলা নরমুণ্ডটা নিয়ে খেলা দেখাবার উদ্যোগ করবেন।

জুপিটারকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল। এবার সে তাকালো পীটের দিকে। তারপর বললো—তুমি ঠিক যতটা সহজ ভাবে বলছ, ঠিক ততোটা সহজ পরিস্থিতিতে মনে হয় ম্যাক্সিমিলিয়ান পড়লেন না। বিষয়টা যথেষ্ট ঘোরালো, তিনি কতটা সফল হবেন সেই বিষয়ে আমার কোন চিন্তা ভাবনা নেই। শুধু ভাবছি, তিনি আবার নতুন করে কোন বিপদে না পড়েন।

বব ও পীট দুজনেই তাকালো জুপিটারের দিকে। বব প্রশ্ন করলো—তুমি এমন কথা বলছ কেন জুপিটার?

জুপিটার কোন উত্তর দিল না। শুধু মৃদু হেসে বললো— সবটুকুই আমার অনুমান। তবে চাই আমার অনুমান যেন ঠিক না হয়। যেন কোন বিপদে না পড়েন যাদুসম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান।

খাওয়ার টেবিলে বসে ববকে আচমকা প্রশ্ন করলেন মিস্টার এ্যান্ডুস। আচ্ছা বব, গতকাল কাগজে তোমাদের একটা ছবি ছাপা হয়েছিল দেখেছিলাম। কি ব্যাপার বলতো?

বব তার বাবার দিকে তাকালো। ববের বাবা একজন সিনিয়র সাংবাদিক। তার চোখে যে কিছুই ফাঁকি পড়বে না তা ববের জানা ছিল। সেও যেন বাবার কাছ থেকে প্রশ্নটা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল মনে মনে। এবার সুযোগ আসতেই সে গোটা ব্যাপারটা বলে গেল। ছেলের সমস্ত কথা তিনি মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন আশ্চর্য, তোমরা ওই ট্রাঙ্ক থেকে একটা নরমুণ্ড পেয়েছ বলছ, আর ওই নরমুণ্ডটা কথা বলে। তারপর একটু থেমে বললেন—তোমার আদৌ বিশ্বাস হয় বব, যে কোন নরমুণ্ড কথা বলতে পারে?

বব চুপ করে থাকলো। মিস্টার এ্যাণ্ডুস এবার ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—যারা যাদুবিদ্যা জানে তারা এক অদ্ভুত কৌশলে এই জাতীয় নরমুন্ডকে দিয়ে কথা বলাতে পারে, এই বিদ্যাকে বলা হয়—

—জানি স্বরক্ষেপ।

ছেলের দিকে তাকালেন মিস্টার এ্যাণ্ডুস। তারপর উৎসাহ মাখা গলায় বললো—তুমি জানলে কি করে?

বব সরল গলায় বললো—ব্যাপারটা আমার ভালো জানা ছিল না। আমি জেনেছি জুপিটারের কাছ থেকে। এই নরমুণ্ডটাকে নিয়ে সে অনেক কিছু ভেবেছে। আর তাছাড়া যে ট্রাঙ্কটা আমরা অকসান থেকে কিনেছিলাম সেটা তো একজন যাদুকরের।

—কি নাম?

—গ্রেট গ্যালিভার।

ছেলের কথায় মিস্টার এ্যাণ্ডুস কিছু যেন একটা ভাববার চেষ্টা

করলেন। তারপর বললেন—নামটা আমার খুব চেনা চেনা লাগছে। ভদ্রলোক মনে হয় একজন ভাল ভেনট্রিলোকুইস্ট্ ছিলেন। তারপর একটু থেমে মিস্টার এ্যান্ডুস ববের দিকে তাকিয়ে বললেন—এখন তোমরা ট্রাঙকটাকে নিয়ে কি করবে বলে ঠিক করেছ?

বব হেসে সহজ গলায় বললো—এই মুহূর্তে ওই ট্রাঙকটা আর আমাদের কাছে নেই। আজ দুপুরেই ওটা আমরা আর একজন যাদুকরকে আমাদের কেনা দামেই বিক্রি করে দিয়েছি।

—বিক্রি করে দিয়েছ? তো কি নাম আবার সেই যাদুকরের?

—যাদুসম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান।

—ম্যাক্সিমিলিয়ান!

মিস্টার এ্যান্ডুস যেন মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন। তার ভ্রূ-যুগলে টান পড়লো। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে যথেষ্ট অবাক হলো বব। সে অস্ফুটস্বরে বললো—কি হলো, মিস্টার ম্যাক্সিমিলিয়ানকে কি তুমি চেনো নাকি?

মিস্টার এ্যান্ডুস গম্ভীর গলায় ববের দিকে তাকিয়ে বললেন—না, ওই হতভাগ্য যাদুসম্রাটকে আমি চিনি না বটে, তবে আজ সন্ধ্যের পর অফিস থেকে বেরুবার সময় একটা খবর আমার হাতে এসেছিল।

—কি খবর? বব জানতে চাইল।

ভদ্রলোক ভয়ানক এক পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন। তার গাড়িটাকে সম্পূর্ণ ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি এখন হাসপাতালে শুয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন।

বাবার কাছ থেকে খবর শুনে ববের মনটা খারাপ হয়ে গেল। যাদুসম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের জন্য তার মনটা খারাপ লাগছিল পরমুহূর্তে আবার তার মনে পড়লো জুপিটারের কথা। জুপিটারের অনুমান সত্যি সঠিক—সে ঠিক বুঝতে পেরেছিল যাদুসম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। মনটা ছটফট করছিল। ইচ্ছে করলো এক দৌড়ে জুপিটারকে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসতে কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সেই ইচ্ছাকে দমন করতে বাধ্য হলো বব।

ভাবলো একবার টেলিফোন করবে কি না, পরক্ষণে আবার ভাবলো এতরাত্রে টেলিফোন করাটা মনে হয় জুপিটারকে সমুচীন হবে না। জুপিটারের নিজের ঘরে তো টেলিফোন নেই। টেলিফোন আছে ওর কাকার ঘরে। হয়তো ভদ্রলোক এখন সারাদিনের পর শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন অথবা এই সময় টেলিফোন করলে তিনি মনে মনে বিরক্ত হতে পারেন। আর কাকা বিরক্ত না হলেও জুপিটারের কাকিমা যে বিরক্ত বোধ করবেন তাতে কোন সন্দেহ ছিল না ববের। তাই সে মনে মনে ঠিক করলো সকালে গিয়ে খবরটা জুপিটারকে পেঁছে দেবে।

পরের দিন সকালে বব ঠিক সময় পেঁছনো সত্বেও জুপিটারকে ধরতে পারলো না। পীট একাই তখন কাজ করছিল ইয়ার্ডে। পীটের কাছে শুনলো খানিক আগে রকিবীচের পুলিশ প্রধান মিস্টার রেনোল্ড এসেছিলেন। জুপিটার তার সঙ্গেই বেরিয়েছে।

বব সবিস্ময়ে বললো—হঠাৎ মিস্টার রেনোল্ড এসেছিলেন কেন পীট, তুমি কোন কথাবার্তা শোনোনি ?

—হ্যাঁ শুনেছি। তারপর পীট ববের দিকে তাকিয়ে বললো—যাদুকর ম্যাক্সিমিলিয়ান গতকাল এক পথ দুর্ঘটনায় খুব গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। পুলিশের অনুমান ব্যাপারটা নিছক দুর্ঘটনা নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ বা কারা এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। তারপর একটু থেমে পীট ববকে বললো—ব্যাপারটা তো এখন আমার কাছে কিরকম ঘোলা ঘোলা লাগছে। তোমার কি মনে হয় বব ?

বব হেসে বললো—এই ব্যাপারে জুপিটারের অনুমান যে সঠিক ছিল, মনে হয় এখন তুমি তা স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছ।

—হ্যাঁ তা পারছি। আর মিস্টার রেনোল্ডের কথা থেকে এটাও বব বুঝেছে যে ট্রাঙ্কটা অবশ্যই রহস্যজনক, সেটা হাতাবার উদ্দেশে লোকগুলো এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে।

—পুলিশ আমাদের হদিশ পেল কি করে ?

ববের প্রশ্নে পীট বললো—মিস্টার রেনোল্ড খুব সামান্য কথা বলার মতো সুযোগ পেয়েছিলেন, মিস্টার ম্যাক্সিমিলিয়ানের সঙ্গে।

ভদ্রলোক জ্ঞান ফেরার পর আমাদের কথা পুলিশকে বলেছেন।

—তার সৌজন্যেই বুঝি সাতসকালে ভদ্রলোক এসে হাজির হয়েছেন জুপের কাছে। তারপর একটু থেমে বব বললো—কিন্তু মিস্টার রেনোল্ডকে নিয়ে জুপ সাতসকালে গেল কোথায়।

পীট ঠোঁট উল্টে বললো—মিস্টার রেনোল্ড এসে জুপিটারের কাছ থেকে সমস্ত কথা শোনার পর তাকে নিয়ে গেছেন সেই জিপসি মহিলা জেলদার ডেরায়।

—তা তুমি গেলে না কেন?

এতক্ষণে পীটের ক্ষোভ স্পষ্ট ধরা পড়লো। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো—আমরা কি গোয়েন্দা নাকি। আমরা হলাম জুপিটারের অনুগত। সে সঙ্গে আমাদের নিতে আগ্রহী না হলে পুলিশ সুপার অযথা আমার ওপর আগ্রহ প্রকাশ করবেন কেন?

—ও তার মানে জুপিটার তোমাকে সঙ্গে নেওয়ার ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখায়নি।

—না।

বব আর কোন কথা বাড়ালো না। সে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বসে পীটকে বললো—তাহলে তো আমাদের এখন জুপিটারের ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। যতক্ষণ না ফিরবে ততোক্ষণ আমাদের কোথাও যাওয়া চলবে না।

এদিকে মিস্টার রেনোল্ডের গাড়িতে করে জুপ এসে পেঁছালো শহরের অন্য এক প্রান্তে যেখানে জিপসিদের আড্ডা। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে মিস্টার রেনোল্ড নামলেন। তার পিছনে নামলো জুপিটার। তারপর তারা রাস্তা পার হয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল পুরনো বাড়িটার দিকে। দরজার সামনে পেঁছে জুপিটার ডোর-বেলে হাত ছোঁয়ালো। বহুক্ষণ ধরে বেল বাজানো সত্বেও ভিতর থেকে কোনরকম সাড়া পাওয়া গেল না। জুপিটার বেশ একটু অবাক হলো। পাশে দাঁড়িয়ে মিস্টার রেনোল্ড। একসময় পাশের বাড়ির থেকে একটি বৃদ্ধা মহিলা বেরিয়ে এসে তাদের দিকে তাকালেন। তারপর ক্ষীণ গলায় বললেন—আপনারা কার খোঁজ

করছেন, নিশ্চয় জিপসিদের ?

জুপিটার বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বললো—হ্যাঁ, মিসেস জেলদার খোঁজ করছি আমরা।

বৃদ্ধা হেসে বললেন—ওদের তো পাবে না তোমরা।

—কেন ?

—ওরা তো আজ সকালে সবাই চলে গেছে।

এবার পুলিশ সুপার মিস্টার রেনোল্ড তাকালেন মহিলার দিকে। সন্দেহ ভরা কণ্ঠে বললেন—কোথায় গেছে ?

—তা তো বলতে পারবো না। তবে খুব ভোরে ওরা একটা গাড়িতে করে সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে গেছে। আর তা ছাড়া জিপসিরা কে কোথায় কখন থাকে কে বলতে পারে।

কথাটা বলে মহিলা আবার বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

জুপিটার হতাশ চোখে তাকালো মিস্টার রেনোল্ডের দিকে। মিস্টার রেনোল্ড ম্লান হেসে বললেন—আর ভেবে লাভ নেই, পাখীরা খাঁচা ছেড়ে পালিয়েছে। এখন আমাদের অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের সময় নষ্ট করার কোন দরকার নেই।

ওরা ফিরে গেল।

মিস্টার রেনোল্ড চলে গেলেন। মনের মধ্যে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে ফিরে এলো জুপিটার। তার বার বার একটা কথাই মনে হচ্ছিল, ওই জিপসির দল হঠাৎ করে উধাও হলো কেন ? তাহলে কি ওরাও এই রহস্যের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত। কিন্তু কিভাবে যুক্ত তারা ? কতটা যুক্ত ? ওরা কি তাহলে গ্রেট গ্যালিভারকে লেখা চিঠিটার কথা জানে ? চিন্তা করতে গিয়ে জুপিটারের মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। নতুন করে আবার প্রথম থেকে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলো গোটা ঘটনাটাকে। আকাশ-পাতাল অনেক ভেবেও নিজের মধ্যে কোন যথার্থ উত্তর খুঁজে পেল না জুপিটার।

তিন-তিনটে দিন বিশ্রামের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে গেল। কোন দিক থেকে কোনরকম খোঁজ খবর এসে পৌঁছালো না তিন তদন্ত-কারীর কাছে। ফলে জুপিটার মনের দিক দিয়ে যথেষ্ট হতাশ

হয়ে পড়েছিল। তার ধারনা ছিল পুলিশ সুপার মিস্টার রেনোল্ড তাকে নিশ্চয় ডেকে পাঠাবেন। এই তিনদিনের মধ্যে নতুন কোন সূত্র খুঁজে পাবে পুলিশ। কিন্তু সেরকম কোন উৎসাহব্যঞ্জক খবর জুপিটার না পাওয়ায় তার মধ্যে বিষণ্নতা তৈরি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। হাজার হোক সে প্রথম গোয়েন্দা! কিন্তু পীট বা বব ওদের মধ্যে কোনরকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। বরং তখন কোনরকম খবর না পাওয়ায় মনে মনে স্বস্তি বোধ করলো। দুই বন্ধু মিলে ঠিক করছিল সময়গুলো আলস্যের মধ্যে না কাটিয়ে কিছু একটা করতে। বব বললো—চলো জুপ অনেকদিন সিনেমা দেখিনি, ভাল একটা সিনেমা দেখে মনটা একটু হালকা করে আসি।

ববের প্রস্তাব পীটের ঠিক পছন্দ হলো না। সে বললো—না ভাই, এই গরমের মধ্যে আমার তো মনে হয় সাঁতার কাটতে যাওয়াটাই ভালো হবে। অনেকদিন আমরা সাঁতার কাটতে যাইনি। কি জুপ তুমি কিছু বলো।

জুপ পীটের কথায় তাকালো বটে তবে কোন উত্তর দিল না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বোঝা গেল সে কিছু একটা বিষয় নিয়ে আপন চিন্তায় ডুবে আছে। তার মুখের চেহরা লক্ষ্য করে বব বললো—তুমি কি ভাবছ বলতো জুপ ?

জুপিটার বুকের নিশ্বাস দীর্ঘ করে জবাব দিল—আমার তো ভাই একটাই চিন্তা —।

তার মুখের কথাকে কেড়ে নিয়ে পীট বললো—নিশ্চয় তুমি ওই কুৎসিত নরমুণ্ড সক্রেটিসের কথা ভাবছ।

—ঠিক তাই।

ঠোঁট উল্টে বললো একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে এত ভাবনার কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। বরং আমার তো এইভেবে আনন্দ হচ্ছে যে আমরা ওই আপদ বিদায় করে বিপদ মুক্ত হয়েছি।

জুপিটার হেসে পীটের দিকে তাকিয়ে বললো—আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না পীট। বরং মনে হচ্ছে আমরা ভবিষ্যতে হয়তো আরও বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়বো। এত সহজে ওই নরমুণ্ড

আমাদের নিশ্চিন্ত হতে দেবে না।

—ওটা তোমার মিথ্যে অনুমান।

—পীট কথাটা একেবারে মিথ্যে বলেনি জুপ। বব কথাটা বললো। জুপিটার কোন উত্তর দিল না। কেবল সে তার দুই বন্ধুর দিকে তাকালো স্পষ্ট চোখে।

বব ও পীট জুপিটারের সেই অর্থবহ চাউনিকে উপেক্ষা করে নিজেদের মধ্যে আবার নতুন করে শুরু করলো আলোচনা। শেষ পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্কের পর ঠিক হলো তারা বিকেলের দিকে সাঁতার কাটতে যাবে। পীট তো মহাখুশি। কিন্তু তার এই খুশির ভাব খানিক ব্যবধানে কর্পূরের মতো উবে গেল। টেলিফোন বাজলো তদন্তকারীদের কোয়ার্টারে। বব টেলিফোন ধরলো। তারপর স্পিকারটা টেলিফোনের সঙ্গে সেট করে নিয়ে রিসিভারটা এগিয়ে দিল জুপিটারের হাতে। বব ও পীট দুইজনেই এবার উৎকণ্ঠা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো জুপিটারের দিকে। স্পিকারের মাধ্যমে তারা শোনার চেষ্টা করলো টেলিফোনের কথাগুলো।

—হ্যালো, জুপিটার স্পিকিং।

—হ্যালো জুপিটার, আমি মিস্টার রেনোল্ড কথা বলছি। খুব জরুরী দরকারে আমি তোমাকে তোমার বাড়ির নম্বরে টেলিফোন করেছিলাম। তোমার কাকা আমাকে এই নম্বরটা বলে দিলেন। তা তোমরা কি এখন খুব ব্যস্ত, একবার কি দেখা করতে পারবে?

—কখন দেখা করতে হবে স্যার?

—যে কোন সময় তোমরা চলে আসতে পার, আজ আমি সারাদিন অফিসেই থাকবো।

স্পিকারের মাধ্যমে কথাটা শোনা মাত্র পীট তাকালো জুপিটারের দিকে, তারপর খুব হালকা গলায় বললো—আজ কিন্তু আমরা কোথাও যেতে পারবো না জুপ, আমাদের কিন্তু অন্য রকম প্ল্যান করা হয়েছে।

জুপিটার তাকালো পীটের দিকে? তারপর গম্ভীরভাবে টেলিফোনে বললো - স্যার, আমি নিজে এখুনি আপনার সঙ্গে দেখা করছি। আমার সঙ্গীরা হয়তো আমার সঙ্গে যেতে নাও

পারে, তবে আমি একাই যাচ্ছি।

—কতক্ষণের মধ্যে আসবে?

—আধঘণ্টার মধ্যে পেঁাছে যাব বলে আশা করছি।

—ধন্যবাদ।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন মিস্টার রেনোল্ড। জুপিটার তার হাতের রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে পীটকে বললো—মিস্টার রেনোল্ডের কাছে যাওয়াটা আমার কাছে খুব জরুরী। হাজার হোক যখন আমি একজন তদন্তকারী। মনে হয় নতুন কোন সূত্র খুঁজে পেয়েছেন মিস্টার রেনোল্ড। আমি তো এই তিনদিনের মধ্যে এই ধরনের একটা খবরই মনে মনে আশা করেছিলাম। তোমাদের তো আমার সঙ্গে যাওয়া সম্ভব নয়—কি পীট তাইতো?

পীট অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলো। সে জুপিটারকে চেনে তাই সে আলগোছে তাকালো ববের দিকে। বব জুপিটারকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বললো—কি ব্যাপার তুমি একা যাচ্ছ যে আমিও তো যাব।

জুপিটার বললো—না বব, আমি তোমাদের বিরক্ত করতে চাই না। তোমাদের ইচ্ছে না থাকলে আমি কিছুতেই তোমাদের জোর করবো না।

বব দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল—এটা তোমার রাগের কথা। কিন্তু আমি নিজে যখন তদন্তকারীদের একজন তখন আমাকে তো তোমার সঙ্গ দিতেই হবে জুপ—এটাই তো নিয়ম।

জুপিটার হাসল।

বব ও জুপিটারকে উঠে দাঁড়াতে দেখে পীট এবার বললো—বারে আমি একা একা এখানে বসে থাকবো নাকি, আমিও তো যাব।

—না পীট, তোমার আজ অন্য পরিকল্পনা করা আছে। তোমাকে আমি কিছুতেই যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারি না।

পীট বুঝতে পারলো প্রথম গোয়েন্দা জুপিটার তার উপর খুব চটে আছে। তাই সে জুপিটারকে শান্ত করার জন্য নরম গলায় মৃদু হেসে নিজের কানমূলে বললো—আমার অন্যায়

হয়েছে, এবারের মতো আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।

মৃদু হেসে জুপিটার তাকালো পীটের দিকে। তারপর তার পিঠে হাত রেখে বললো— তদন্তের সুযোগ তদন্তকারী হিসাবে হাতছাড়া করা উচিত নয়। ভবিষ্যতে এই কথা মনে রেখ।

তিন গোয়েন্দা এবার রকিবীচের উদ্দেশে যাত্রা করলো। মিস্টার রেনোল্ড তাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ববের বাইকের পিছনে বসলো জুপিটার। পীট উঠলো নিজের বাইকে— তারপর তারা ছুটে চললো রকিবীচ পুলিশ দপ্তরের রাস্তায়।

ঝড়ের বেগে বাইক চালিয়ে তদন্তকারীরা যথাসময় এসে পেঁছলো শহরের পুলিশ দপ্তরে। ভিতরে ঢুকে তারা বাইক দুটো পার্ক করিয়ে নেমে পড়লো। এগিয়ে গেল মিস্টার রেনোল্ডের চেম্বারের দিকে। মিস্টার রেনোল্ড তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিন তদন্তকারী তার চেম্বারের সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্র একজন এগিয়ে এসে বললো—আপনারা ভিতরে যেতে পারেন, আপনাদের জন্য সুপার অপেক্ষা করছেন।

সুইং ডোর ঠেলে প্রথম প্রবেশ করলো জুপিটার। তার পিছনে বব ও পীট। তিন তদন্তকারীকে দেখে মিস্টার রেনোল্ড খুব খুশি হলেন। বললেন—ভেরি গুড তোমরা এসে গেছ। আমি তো এখুনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তোমাদের কথা ভাবছিলাম। বসো তোমরা।

তিন তদন্তকারী সুপারের টেবিলের সামনে পাতা তিনটে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। টেবিলের উল্টোদিকে স্প্রিংয়ের ঘোরানো চেয়ারে বসে মিস্টার রেনোল্ড। তিনি এবার সিগার কেস থেকে নতুন একটা সিগার বার করে অগ্নিসংযোগ করলেন। তারপর মুখ থেকে গাঢ় ধোঁয়া বার করে মিস্টার রেনোল্ড জুপিটারকে লক্ষ্য করে বললেন—তোমাদের কেন ডেকেছি নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পাচ্ছ।

—হুঁ, নিশ্চয় নতুন কোন সূত্র খুঁজে পেয়েছেন?

—ঠিক তাই নয়, তবে সেই সূত্র কি ব্যাপার বলতে পারবে কি?

জুপিটার বললো—জিপসিদের বিষয়ে কি কিছু।

—না, আমি তোমাদের স্পাইক নেলি সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য দেব বলে ডেকেছি। মনে হয় স্পাইক নেলি সম্পর্কে তোমরা কোন যথার্থ সূত্র হাতে পাওনি—কি তাই তো ?

—ঠিক তাই।

এবার মিস্টার রেনোল্ড মুখ থেকে চুরুটের ধোঁয়া উড়াতে উড়াতে বললেন—তোমরা শুধু এইটুকু জানো, স্পাইক নেলি ছিল গ্যালিভারের কিছুদিনের কয়েদখানার সঙ্গী। কিন্তু তোমরা এটা জানো না যে স্পাইক নেলি কি কারণে জেলে গিয়েছিল।

তিন গোয়েন্দা বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে ছিল মিস্টার রেনোল্ডের দিকে। মিস্টার রেনোল্ড বললেন—যতদূর প্রমাণ মিলেছে স্পাইক নেলি ছিল একজন ব্যাঙ্ক ডাকাত।

—ব্যাঙ্ক ডাকাত।

পীট সবিস্ময়ে কথাটা উচ্চারণ করলো।

—হ্যাঁ, আজ থেকে বছর ছয়েক আগে সানফ্রান্সিসকোতে একটি ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়। ডাকাতি হয় আনুমানিক প্রায় পঞ্চাশহাজার ডলার। পুলিশ প্রথমে ডাকাতির জন্য কাউকে ধরতে পারেনি। প্রায় মাস খানেক বাদে চিকাগো শহরে প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় স্পাইক নেলির। কিন্তু চিকাগো পুলিশ নেলিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোনরকম সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পাইনি। সবচেয়ে ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার হলো নেলির কথার মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের জড়তা। সে কিছু কিছু বর্ণ ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পারতো না। ফলে তার উত্তর থেকে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি চিকাগো পুলিশের পক্ষে। এমন কি বহু তল্লাসি চালিয়েও খোঁজ মেলেনি ডাকাতি হওয়া সেই পঞ্চাশহাজার ডলারের। অথচ পুলিশের অনুমান ওই টাকা স্পাইক নেলি ছাড়া আর কেউ গোপন করে রাখেনি। মনে হয় সে এমন জায়গায় ওই টাকা গোপন করেছে যার সন্ধান একমাত্র সে নিজে জানত। তার উদ্দেশ্য ছিল যদি সে ধরা পড়ে তাহলে সে যেন জেল থেকে বেরিয়ে এসে সেই টাকা পুনরায় উদ্ধার করতে পারে, অন্য কেউ যেন সেই টাকার হদিশ না পায়।

এই পর্যন্ত বলে মিস্টার রেনোল্ড তাকালেন জুপিটার ও তার দুই সঙ্গীর দিকে। তিন গোয়েন্দার চোখে তখন প্রচণ্ড বিস্ময়। মিস্টার রেনোল্ড একটু থেমে আবার নতুন করে তার সিগারেটে টান দিলেন। তারপর মৃদু হেসে জুপিটারকে লক্ষ্য করে বললেন—এবার আমরা নতুন করে গোটা ঘটনাটা বিশ্লেষণ করে দেখি—কোন সঠিক সূত্র পাওয়া যায় কিনা। ব্যাঙ্ক ডাকাতিটা কোথায় হয়েছিল নিশ্চয় তোমাদের খেয়াল আছে?

—হ্যাঁ স্যার, সানফ্রান্সিসকোতে।

—দ্যাটস রাইট। আর স্পাইক নেলি ধরা পড়েছিল কোথায়?

- চিকাগোতে।

—ঠিক বলেছ। চিকাগোতে স্পাইক নেলি ধরা পড়েছিল এবং সে ধরা পড়েছিল মূল ঘটনার একমাস বাদে। আর এটাও তোমাদের নিশ্চয় বলেছি চিকাগো পুলিশ গোটা শহর তন্নতন্ন করে খুঁজেও সেই টাকা উদ্ধার করতে পারেনি। কিন্তু কেন পারেনি জানো?

জুপিটার পাল্টা প্রশ্ন করলো—স্পাইক নেলি তো একমাস বাদে ধরা পড়েছিল—ওই একমাস সে কোথায় ছিল? চিকাগো শহরেই কি সে ছিল, নাকি অন্য কোথাও সে গিয়েছিল?

মৃদু হেসে মিস্টার রেনোল্ড বললেন—প্রশ্ন ওটাই, চিকাগো শহরে ধরা পড়ার আগে সে কোথায় ছিল? ওই এক মাসের মধ্যে সে এমন কোথায় লুকিয়ে ছিল যার সন্ধান পুলিশ প্রথম দিকে পাইনি। পরে বহু জেরার পর পুলিশ জানতে পারে সে কিছুদিন লস এঞ্জেলস শহরে আত্মগোপন করেছিল তার দিদি মিসেস মিলারের বাড়িতে। খবরটা শোনার পর পুলিশ তার দিদি মিসেস মিলারের সঙ্গে দেখা করে। এই সম্ভ্রান্ত মহিলাটি সম্পর্কে পুলিশের কোন সন্দেহ ছিল না। মহিলা জানতেন না তার ভাই স্পাইক নেলি একজন সমাজবিরোধী—ব্যাঙ্ক ডাকাত। তিনি কোন আপত্তি না করায় পুলিশ তার বাড়ি সার্চ করে কিন্তু টাকার কোন হদিশ তারা করতে পারেনি। পুলিশের অনুমান এই লস এঞ্জেলস শহরের কোথাও না কোথাও ওই টাকা নির্ঘাত লুকানো আছে।

কিন্তু কোথায় আছে, কিভাবে আছে—সেটাই হলো আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য। এবার আসা যাক স্পাইক নেলির লেখা চিঠির প্রসঙ্গে। এই চিঠি স্পাইক নেলি গ্যালিভারকে লিখেছিল এক-বছর আগে। আর ওই চিঠিতে চিকাগো শহরে একটা রাস্তার নাম উল্লেখ করা আছে—"ড্যানি স্ট্রীট" কি মনে আছে তোমাদের ?

জুপিটার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

মিস্টার রেনোল্ড বললেন—জেল থেকে গ্যালিভারের লেখা ওই চিঠিটি পোস্ট করার আগে জেলকর্তৃপক্ষ বেশ ভালো ভাবেই চিঠিটি পরীক্ষা করে দেখেছিল। তার চিঠিতে উল্লেখ করা ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিল সত্যি সত্যি স্পাইক নেলির কোন আত্মীয় ওই ঠিকানায় আছে কিনা। কিন্তু পুলিশ গোয়েন্দা অনুসন্ধান চালিয়ে ড্যানি স্ট্রীটের কোন হদিশ করতে পারেনি। পরে তারা চিঠিটি নিতান্ত এলেবেলে মনে করেই পোস্ট করে দিয়েছিল। এখন আমার প্রশ্ন ওই চিঠিটা কি সত্যি নিছক একটা এলেবেলে চিঠি, নাকি ওই চিঠির কোন আলাদা সাংকেতিক ভাষা আছে। কি জুপিটার তোমার কি মনে হয় ?

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেপে ধরে বেশ মন দিয়ে মিস্টার রেনোল্ডের কথাগুলো শুনছিল জুপিটার। এবার মিস্টার রেনোল্ডের প্রশ্নটি কানে যাওয়া মাত্র সে দ্রুত জবাব দিল—ওই চিঠির নিশ্চয় কোন অর্থ আছে, তবে সে অর্থ এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

মিস্টার রেনোল্ড মুখ থেকে ধোঁয়া উড়িয়ে কিছুটা চিন্তান্বিত স্বরে বললেন—ওই চিঠির ভাষা আমিও ভালোভাবে উদ্ধার করতে পারিনি। তবে আমার অনুমান এমন কেউ আছে যারা ওই চিঠির সন্ধান করছে। হয়তো তাদের বিশ্বাস ছিল গ্যালিভার ওই চিঠির ভাষা উদ্ধার করতে পেরেছে। কিন্তু—

এবার জুপিটার দৃঢ় চোখে তাকালো মিস্টার রেনোল্ডের দিকে। তারপর সহজ গলায় যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললো —মনে হয় ওই চিঠির ভাষা গ্যালিভার উদ্ধার করতে পারেনি। যদি সে ওই চিঠির ভাষা পড়তে পারতো তাহলে ওই টাকা এতদিনে

সে নিঃশব্দে উদ্ধার করে নিত। কিন্তু ওই লুকানো টাকা যে এখনও কেউ উদ্ধার করতে পারেনি, এখনও টাকাগুলো লুকনো জায়গায় ঠিক ঠিক আছে তার প্রমাণ হলো গ্যালিভারের ট্রাংকটা পাওয়ার জন্য কিছু লোকের তৎপরতা।

মিস্টার রেনোল্ড মাথা নাড়িয়ে জুপিটারের যুক্তিসঙ্গত কথাগুলোকে সমর্থন করলেন। তারপর চুরুটে হালকা একটা টান দিয়ে বললেন—আচ্ছা জুপিটার, এই চিঠির ব্যাপারে গ্যালিভারের কি কোন উৎসাহ ছিল না বলতে চাও?

—ছিল, তবে সে চিঠির সাংকেতিক অর্থ বুঝতে না পারায় সেটা গোপন করে রেখেছিল। সে জানতো তার চারদিকে এমন কিছু মানুষ আছে, যাদের কাছে এই চিঠি খুবই জরুরী।

জুপিটারের কথাগুলো শুনে মিস্টার রেনোল্ড বললেন—তোমার বক্তব্যের সঙ্গে আমিও একমত। মনে হয় গ্যালিভারের কাছে কেউ হয়তো চিঠিটা আদায় করার জন্য রীতিমতো তাকে ভয় দেখাচ্ছিল।

এবার প্রথম কথা বললো বব। সে মিস্টার রেনোল্ডকে বললো—আচ্ছা স্যার এমনও তো হতে পারে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে বুঝেই সে চিঠিটা ট্রাঙ্কের মধ্যে লুকিয়ে রেখে আত্মগোপন করেছে।

মুখ থেকে চুরুটের ধোঁয়া উড়িয়ে রেনোল্ড বললেন—গ্যালিভার যে কোথাও আত্মগোপন করে আছে, এটা আমার মনে হয় না। আমার ধারনা তাকে খুন করা হয়েছে।

জুপিটার এবার স্পষ্ট চোখে তাকালো মিস্টার রেনোল্ডের দিকে। তারপর গলায় বেশ দৃঢ়তা নিয়ে বললো—খুন ওকে কেউ করবে না, খুন করলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে খুন করা, সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব নয়। আমার মনে হয় যারা স্পাইক নেলির লুকনো টাকার কথা জানতো, তাদের ধারনা জন্মেছিল গ্যালিভার চিঠির ভাষা উদ্ধার করতে পেরেছে, কিন্তু কিছুতেই সেই কথা অন্য কাউকে বলে দিতে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত তাকে এমন অত্যাচার করা হয়, সে বেচারা প্রাণের তাগিদে ট্রাঙ্কের মধ্যে চিঠি-

টাকে লুকিয়ে রেখে অন্যত্র নিরুদ্দেশ হতে বাধ্য হয়। ওই চিঠি যে স্পাইক নেলির লুকানো টাকা হদিশ পাওয়ার মূল মন্ত্র, এটা খুব ভালোভাবেই জানতো গ্যালিভার আর সেইজন্য সে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে চিঠিটাকে ট্রাঙ্কের মধ্যে খুব সন্তর্পনে এমন একটা জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল যাতে চট করে কেউ তা উদ্ধার করতে না পারে।

জুপিটারের কথা শেষ হওয়া মাত্র পীট হঠাৎ প্রশ্ন করলো—আচ্ছা জুপ, যদি তোমার কথা ঠিক হয় তাহলে লোকগুলো এই ট্রাঙ্কটা পাওয়ার জন্য এতদিন কোন চেষ্টা করেনি কেন?

জুপিটার হেসে বললো—হয়তো তারা চেষ্টা চালিয়েও—গ্যালিভারের ট্রাঙ্কের কোন হদিশ করতে পারেনি। এখন কাগজের মাধ্যমে ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ায় তারা নতুন করে ট্রাঙ্কটা উদ্ধার করার কাজে নেমে পড়েছে। তারপর একটু থেমে জুপিটার বললো—সেইজন্য তারা প্রথম দিনই ইয়ার্ডে এসেছিল ট্রাঙ্কটা চুরি করার জন্য। কিন্তু আঙ্কেল টিটাসের জন্যই সেদিন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি অফিস ঘরের মধ্যে আমার রেখে আসা ট্রাঙ্কটাকে নিয়ে পালানোর। প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও তাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল আমাদের ওপর। তারা দেখেছে আমরা যাদুকর ম্যাক্সি-মিলিয়ানকে ট্রাঙ্কটা বিক্রি করেছি আর সেই কারণেই তারা ওই পথ দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে।

জুপিটারের দিকে তাকিয়ে পীট বললো—লোকগুলোর তাহলে আসল উদ্দেশ্য ছিল ওই ট্রাঙ্কটা নেওয়ার।

—নিশ্চয়।

পীট স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললো—তাহলে তো আমরা এখন বিপদমুক্ত।

মিস্টার রেনোল্ড কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জুপিটার বললো—তোমার অনুমান সঠিক নয় পীট, বরং বলতে পার বিপদটা আমাদের আরও বেড়ে গেল।

জুপিটারের কথা লুফে নিয়ে মিস্টার রেনোল্ড বললেন—ঠিক এই কথাটা বলার জন্য আমি তোমাদের এখানে ডেকে এনেছি।

তোমরা একটু সাবধানে থেক।

পীটের মুখের চেহারা মুহূর্তে যেন বদলে গেল। সে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলো—আমাদের এখন বিপদে পড়ার সম্ভাবনা কেন থাকতে পারে ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। ওই ট্রাঙ্কটা তো এখন আমাদের কাছে নেই। যাদের প্রয়োজন তারা তো ম্যাক্সিমিলিয়ানের গাড়ি থেকেই ওটা দুর্ঘটনার পর নিজেদের কাছে নিয়ে গেছে। তাহলে আমাদের আর বিপদ থাকবে কেন?

পুলিশ সুপার এবার মৃদু হাসলেন। বললেন—তুমি একজন তদন্তকারী হয়ে এই সামান্য ব্যাপারটা ধরতে পারলে না যে বিপদে তোমরা কেন পড়তে পার? আচ্ছা দেখি তোমাদের লীডার কি বলে? কথাটা বলে জুপিটারের দিকে তাকালেন মিস্টার রেনোল্ড।

জুপিটার কোনরকম দ্বিধা না করে বললো—ওই ট্রাঙ্ক যারা এখন দখল করেছে, তাদের পক্ষে কোন ক্লু খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। এর কারণ মিস্টার গ্যালিভার এমন জায়গায় চিঠিটা লুকিয়ে রেখেছেন সেটা চট করে কারো নজরে পড়বে না। ফলে তারা চিঠি না পেয়ে অনুমান করতে পারে যাদুকর ম্যাক্সি-মিলিয়ানকে ট্রাঙ্কটি বিক্রি করার আগে আমরা আসল কাজটি সেরে ফেলেছি। অর্থাৎ ক্লু আমরা জেনে গেছি। আমরাই একমাত্র জানি ওই টাকা কোথায় লুকনো আছে।

মিস্টার রেনোল্ড জুপিটারের কথায় খুশি হলেন। বললেন—তুমি ঠিক বলেছ, আর সেইজন্য তোমাদের বিপদ এখন আরও বেড়ে গেছে।

—কিন্তু আমরা তো সত্যি কোন ক্লু খুঁজে পাইনি।

উৎকণ্ঠিত স্বরে পীট বললো। মিস্টার রেনোল্ড বললেন—তা আমরা জানলেও, ওদের জানা সম্ভব নয়। সেইজন্য তোমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। আমার নজর তোমাদের ওপর থাকলেও তোমাদের একটা দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব হলো সন্দেহজনক কাউকে মনে হলেই আমাকে দ্রুত তা জানানো। কি মনে থাকবে?

—নিশ্চয় মনে থাকবে স্যার।

পীট ও বব প্রায় একই সঙ্গে কথাটা বললো।

কিন্তু জুপিটার দ্রুত কোন উত্তর দিল না। সে একটু ভেবে নিয়ে মিস্টার রেনোল্ডকে বললো—কিন্তু স্যার একটা অসুবিধে আছে।

—কি অসুবিধে বলো।

—আমাদের ইয়ার্ডে প্রত্যেকদিন বহু ক্রেতা আসে। এদের সকলের ওপর সমান ভাবে নজর রাখা কি সম্ভব হবে আমাদের পক্ষে।

—তবু তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে। হাজার হোক গোয়েন্দা চোখ—তুমি চেষ্টা করলে নিশ্চয় কাজটা করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

জুপিটার আর কোন কথা বাড়ালো না।

মিস্টার রেনোল্ড এবার বললেন—আর তোমাদের কিছু বলা আমার দরকার নেই। এখন তোমরা যেতে পার। তবে সাবধান, মনে রেখ তোমরা কিন্তু বিপদের মধ্যে দিয়ে হাঁটাচলা করছো?

জুপিটার মৃদু হেসে জবার দিল—আপনার উপদেশ মনে থাকবে স্যার।

কথাটা বলে প্রথম জুপিটার তারপর একে একে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো বব ও পীট। মিস্টার রেনোল্ড হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে তিন তদন্তকারীকে বিদায় দিলেন।

পুলিশ দপ্তর থেকে ফিরে এসে নিজেদের গুপ্তকক্ষে আবার আলোচনায় বসলো তিন গোয়েন্দা। তারা যে প্রকৃতপক্ষে বিপদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এই কথাটা শোনার পর থেকে পীট ও বব যেন বিচলিত হয়ে পড়েছে। তারা এতটা গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টাকে প্রথমে অনুধাবন করতে পারেনি। জুপিটারের মুখে কোন কথা নেই। সে নিজের মনে তখন কি যেন ভাবছিল। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলেই বোঝা যায় জুপিটার কোন বিষয়ে গভীর কিছু চিন্তা করছে। তাকে চিন্তান্বিত দেখে বব বললো—কি ব্যাপার জুপ, কি ভাবছ?

জুপিটার তার দিকে তাকালো বটে কিন্তু কোন উত্তর দিল

না। জুপিটারকে নীরব থাকতে দেখে পীট বললো—তুমি কি বিপদের কথা ভাবছ জুপ ?

জুপিটার এবার উত্তর দিল। সে বললো—না পীট, আমি ভাবছি কাজটা কি ভাবে আমরা শুরু করবো সেই কথা।

—কাজ তুমি কি ভাবে শুরু করবে, কোন ক্লুই তো আপাতত আমাদের হাতে নেই।

জুপিটার সে কথার যথার্থ কোন উত্তর না দিয়ে কিছুটা ভাব তন্ময়তায় বললো—টাকা এই লস এঞ্জেলস শহরের কোথাও না কোথাও লুকনো আছে। যদি আমার অনুমান ঠিক হয় তাহলে নিশ্চয় আমরা ওই টাকা খুঁজে পাব, কিন্তু যদি চিকাগো শহরে লুকনো থাকে তাহলে হয়তো আমাদের পক্ষে তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। তবে আমার কেন জানি না বারবার মনে হচ্ছে স্পাইক নেলি যখন তার বোনের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল, সেই সময় ওই টাকাগুলো সে কোথাও লুকিয়েছে—সম্ভবত তার বোনের বাড়িতেই টাকাগুলো লুকনো আছে।

—কিন্তু তা কি করে সম্ভব হবে জুপ, পুলিশ তো ওই বাড়ি সার্চ করেছিল। তারা তো কিছুই পাইনি।

—হুঁ, সে কথা আমিও শুনেছি। তবু আমার মন বলছে আমাদের একবার মিসেস মিলারের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

—দেখা করে কি করবে ?

—আরও কোন তথ্য উদ্ধার করা যায় কি না। এমনও তো হতে পারে পুলিশ যে পয়েন্ট এড়িয়ে গেছে, আমাদের নজর তা এড়িয়ে যেতে নাও পারে।

জুপিটার আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তারা শুনতে পেল মিসেস টিটাসের কণ্ঠস্বর।

—জুপ, কোথায় তোমরা, তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাড়াতাড়ি এসো।

পীট দ্রুত উঠে দাঁড়ালো। বললো—না ভাই, আর আলোচনা নয়, পেট এখন ক্ষিদেতে জ্বলছে। আগে খেয়ে নেওয়া যাক, তারপর আবার নতুন করে আলোচনা হবে।

জুপিটার হেসে বললো—ঠিক বলেছ, এখন একটু কিছু খাওয়া দরকার। তবে মনে রেখ মিসেস মিলারের সঙ্গে দেখা করাটাই হবে আমাদের এখন প্রথম ও প্রধান কাজ।

খাওয়ার টেবিলে এসে বসলো তিন গোয়েন্দা।

মিসেস টিটাস বললেন—কথা না বলে তোমরা এখন খেতে শুরু কর, খাওয়ার টেবিলে বসে কথা বলাটা আমি একদম পছন্দ করি না।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের সামনে এসে হাজির হলেন মিস্টার টিটাস। তিনি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেন—খেতে খেতে একটু কথা বলা যাবে না তাকি কখনও হয়। আমি তো বাপু কথা না বলে থাকতে পারি না।

মিস্টার টিটাসের কথায় মিসেস টিটাস খুব ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। তিনি কড়া চোখে মিস্টার টিটাসের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার জন্য ছেলেগুলো গোল্লায় যেতে বসেছে। এত আসকারা দেওয়া ভাল নয়।

মিসেস টিটাস চলে গেলেন। তিনি সরে যাওয়া মাত্র মিস্টার টিটাস জুপিটারকে লক্ষ্য করে বললেন—কি ব্যাপার বলতো জুপ, তোমরা কি এখন জিপসিদের সঙ্গে মেলামেশা করছ।

—জিপসি। কথাটা কানে যেতেই জুপিটার তাকালো তার কাকার দিকে।

মিস্টার টিটাস খেতে খেতেই বললেন—আজ সকালে তোমরা বেরিয়ে যাওয়ার কিছু পরেই দুজন জিপসি আমাদের ইয়ার্ডে এসেছিল। তারা একজন মোটা ছেলের খোঁজ করছিল, বললো ওই মোটা ছেলেটি নাকি তাদের বন্ধু। তো মোটা ছেলে বলতে তো তোমাদের তিনজনের মধ্যে তোমাকেই বোঝায় যদি জানি আমার চোখে তুমি খুব একটা মোটা নও, তবু—।

এবার জুপিটার তাকালো তার কাকার দিকে। সবিস্ময়ে বললো—ওই জিপসিরা আমার খোঁজ করছিল, কি বলেছে তারা?

মিস্টার টিটাস নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন—যদি ওরা নিজেদের

জিপসি বলে পরিচয় দেয়, বা তাদের বেশভূষাও জিপসিদের মতো ছিল না, তবু ওদের কথাবার্তা শুনে আমি ওদের জিপসি বলেই আন্দাজ করেছি। তুমি তো জানো এই ব্যবসার সুবাদে বহু মানুষের সঙ্গে আমাকে মিশতে হয় ফলে জিপসিদের ভাষা আমার কিছুটা জানা আছে। তবে তারা আমায় বিশেষ কিছু বলেনি, শুধু একটা ছোট চিরকুট রেখে গেছে তোমাকে দেওয়ার জন্য। এই নাও তোমার সেই চিরকুট—দেখ পড়ে কিছু বুঝতে পার কি না?

কথাটা বলে মিস্টার টিটাস তার জামার পকেট থেকে সযত্নে রাখা একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে জুপিটারের দিকে এগিয়ে দিলেন। জুপিটার কাগজের ওপর চোখ বোলালো। তার পক্ষে এক নজরে কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হলো না। এবার তার হাত থেকে চিরকুটটা নিল বব। পীট পাশে বসে ববের হাতে ধরা কাগজটা নজর করলো। তারপর সবিস্ময়ে বললো আশ্চর্য তুমি কিছু বুঝতে পেরেছ জুপ।

জুপ ঘাড় নেড়ে বললো—না।

—কি হতে পারে বলতো কথাটার অর্থ—"ক্ষুধার্ত ব্যাঙ যতই পুকুরে লাফ দিক না কেন, বিচক্ষণ মাছেরা তাকে ঠিক কোণঠাসা করে রাখবে।"

বেশ কয়েকবার চিরকুটের লেখাটার ওপর চোখ বোলালো বব। তারপর বললো—আমার মাথায় কিছুই আসছে না, কথাটার অর্থ কি হতে পারে—কি বোঝাতে চেয়েছে জিপসিরা।

মিস্টার টিটাস এবার ছেলেদের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন আমার মনে হয় তারা তোমাদের এমন একটা কোন ব্যাপারে সতর্ক করতে চেয়েছে, যে কাজে তোমরা খুব ব্যস্ত আছ। তোমাদের উৎসাহিত করার জন্যই এই প্রবাদটা লিখে পাঠিয়েছে। এটা হলো জিপসিদের একটা প্রচলিত হেঁয়ালি। অবশ্য সবটাই আমার অনুমান।

জুপিটার এবার তার কাকার দিকে তাকালো। তারপর বললো—আমারও তাই মনে হয়েছে। হাজার হোক জিপসিরা আমাদের সঙ্গে কোন শত্রুতা করবে না। অন্তত মিসেস জেলদারের সঙ্গে কথা

বলার পর আমার সেই ধারনা হয়েছে।

—হ্যাঁ জুপ, ওরা তোমাকে ওদের বন্ধু বলেই খোঁজ করতে এসেছিল।

জুপিটার আর কথা বাড়ালো না। চোখের ইসারায় সে তার বন্ধুদের তাড়াতাড়ি করে খাওয়া সেরে নিতে বললো।

খেতে খেতে নিজের মনে অনেক কিছু ভাবছিল জুপিটার। বিশেষ করে তার মনে হলো, হঠাৎ জিপসিরা তাদের আস্তানা ছেড়ে চলে গেল কেন? আর কোথাই বা তারা গেল? জিপসিরা যে গ্যালিভারের চিঠির কথা জানতো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মিসেস জেলদা নিজেই বলেছেন গ্রেট গ্যালিভার ছিলেন জিপসিদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু। তার খুব বিপদ। জিপসিরা গ্যালিভারকে সাহায্য করতে চায়। কাজেই কোন অবস্থায় এই জিপসিরা যে জুপিটারদের কোন ক্ষতি করবে না, তাও জুপিটার জানে। তবু—।

খাওয়া দাওয়া সেরে তিন গোয়েন্দা আবার তাদের নিজেদের গোপন আস্তানায় ফিরে এলো। জুপিটার বললো—এবার আমাদের করণীয় কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।

বব জুপিটারকে বললো—তুমি যে বললে মিসেস মিলারের সঙ্গে কথা বলবে।

—ঠিক তাই, সেইজন্য সর্বাগ্রে দরকার মিসেস মিলারের বাড়ির ঠিকানাটা সংগ্রহ করা।

—কিন্তু কিভাবে এই ঠিকানা তুমি সংগ্রহ করবে জুপ।

জুপিটার হেসে বললো—টেলিফোন বই খুলে কতগুলো মিসেস মিলারের নাম খুঁজে পাও, আগে তা নোট কর। তারপর টেলিফোন করে আসল মিসেস মিলারকে খুঁজে নেওয়ার দায়িত্ব থাকবে আমার।

পীট এবার জুপিটারের কথা মতো টেলিফোন বই খুলে নম্বর সংগ্রহ করার কাজে মন দিল। বেশ কিছুটা সময় গেল পীটের টেলিফোন নম্বরগুলো খুঁজে বার করে একটা আলাদা কাগজে টুকে নিতে। তারপর টেলিফোন নাম্বারগুলো নোট করা হয়ে গেলে সে কাগজটা এগিয়ে দিল জুপিটারের দিকে। জুপিটার

এক ঝলক কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে। বব আর পীট দুজনেই ভাবছিল জুপি কি ভাবে আসল মিসেস মিলারকে খুঁজে বার করবে—এতগুলো মিসেস মিলারের মধ্যে ঠিক কোনজন স্পাইক নেলির বোন তা খুঁজে বার করা কি সম্ভব হবে জুপিটারের পক্ষে? তবু জুপিটারের বুদ্ধির ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল বব ও পীটের। তারা দেখতে লাগল জুপিটার একের পর এক নাম্বারে বেশ গম্ভীর গলায় টেলিফোন করে চলেছে। টেলিফোনে জুপিটার প্রত্যেককেই একটা প্রশ্ন করছিল—আচ্ছা, আপনার আত্মীয় স্পাইক নেলির সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, দয়া করে তার নম্বরটা আমাকে একটু জানাবেন। জুপিটারের এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কোন মহিলাই সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না। কেউ বললেন—ও নামে আমার কেউ পরিচিত নেই, কেউ বা বললেন এই ধরনের নাম তিনি প্রথম শুনছেন। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও হাল ছাড়লো না জুপিটার। শেষ পর্যন্ত একজন মহিলা জুপিটারের প্রশ্ন শুনে বললেন—স্পাইক নেলির সঙ্গে তো দেখা করানো সম্ভব হবে না।

—কেন বলুন তো?

জুপিটার জানতে চাইলো।

মহিলা জবাবে বললেন—মৃতলোকের সঙ্গে কি কখনও যোগাযোগ করানো যায়।

—তার মানে স্পাইক নেলি মারা গেছেন।

—ঠিক তাই।

—স্যরি।

জুপিটার টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে মৃদু হেসে তাকালো তার দুই সঙ্গীর দিকে। তারপর বললো—ইনি হলেন আমাদের আকাঙ্ক্ষিত মিসেস মিলার, স্পাইক নেলির বোন। তারপর পীটের দিকে তাকিয়ে জুপিটার বললো—বাড়ির নাম্বারটা একটা পরিষ্কার কাগজে ভালো করে লিখে নাও পীট। এখন আমাদের প্রয়োজন জায়গাটির সঠিক লোকেশন খুঁজে বার করা।

পীট দ্রুত হাতে ঠিকানাটা পরিষ্কার কাগজে লিখতে লিখতে

বললো—মনে হচ্ছে হলিউডের আশেপাশে কোথাও হবে।

—কই দেখি।

জুপিটার এক ঝলক চোখ বোলালো ঠিকানাটার ওপর, তারপর বললো—ঠিক বলেছ, হলিউডের পুরনো সেকটরের দিকে হয়তো ঠিকানাটা হতে পারে।

—তুমি কি এখুনি কাজে হাত দেবে?

—নিশ্চয়, এসব কাজ পরে করবো বলে ফেলে রাখা সমুচীন হবে না। তাছাড়া এখন আমাদের ইয়ার্ডে কাজও নেই। অযথা বসে বসে সময় নষ্ট করে কি লাভ, তার চেয়ে বরং ঘুরে আসি।

—কিন্তু ওই রাস্তায় যাবে কি করে? বাইক নিয়ে তো এখান থেকে হলিউডের ওই রাস্তায় যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

—তা জানি। সেইজন্য আমি কোনাডিকে সঙ্গে নেব। ওর হালকা ট্রাকটা পেলেই আমাদের কাজ চলে যাবে। তবে তার আগে একবার কাকাবাবুর কাছ থেকে আমাকে কোনাডিকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য অনুমতি নিতে হবে। তা তোমরা এখানে আমার জন্য অপেক্ষা কর, আমি এখুনি আসছি।

কথাটা বলে দ্রুত পায়ে জুপিটার বেরিয়ে গেল। বব আর পীট দুজনে বসে। তারা জুপিটারের এই বাড়াবাড়িটা মনে মনে খুব একটা পছন্দ করছিল না। বারবার তাদের মনে পড়ছিল পুলিশ সুপার মিস্টার রেনোল্ডের কথা। তিনি বলেছেন—তোমরা কিন্তু বিপদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ? এই বিপদ যে কোন সময় আসতে পারে তা বেশ ভালোভাবেই জানে বব ও পীট। তবু তারা জুপিটারে কথায় কোন আপত্তি করতে পারছে না। তারা জানে জুপিটারকে এইসব ক্ষেত্রে আপত্তি করে কোন লাভ হবে না। সে তার নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবে। অগত্যা তাই তারা জুপিটারের নির্দেশ মেনে চলছিল। তবে তার বুদ্ধির ওপর যে তাদের প্রচণ্ড বিশ্বাস ও আস্থা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

একটু বাদেই জুপিটার তৈরি হয়ে ফিরে এলো। বললো দুই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে—চলো আমাদের এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে, কোনাড তৈরি।

বব ও পীট জুপিটারকে অনুসরণ করলো। বেরিয়ে এলো তাদের গুপ্তকক্ষ থেকে। তারপর পাইপের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে এসে দাঁড়ালো ইয়ার্ডে।

কোনাডি অপেক্ষা করছিল।

গাড়িতে ওঠার আগে জুপিটার একবার আলগোছে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। দেখার চেষ্টা করলো তাদের কেউ লক্ষ্য করছে কি না। না—সন্দেহজনক কোন কিছু চোখে পড়লো না জুপিটারের। ট্রাকের সামনের দিকেই তিন তদন্তকারী উঠে বসলো। কোনাডের পাশে বসলো জুপিটার। আর বব বসলো পীটের কোলের ওপর।

জুপিটারের নির্দেশ পেয়ে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করলো কোনাডি।

গোটা রাস্তায় কেউ কোন কথা বললো না। মনে মনে সকলেই উত্তেজনা বোধ করছিল।

ঝড়ের বেগে গাড়ি চালালো কোনাডি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঠিক জায়গায় এসে পেঁছিলো তিন তদন্তকারী। দূর থেকে বাড়ির নম্বরটা মিলিয়ে নিল। চমৎকার আকর্ষণীয় ছোট একটা বাংলো ধরনের বাড়ি। বাড়ির সামনে সারিবন্ধ পামগাছ। জুপিটার এগিয়ে গেল। হাত ছোঁয়ালো ডোরবেলে। একটু বাদে দরজা খুললেন একজন মাঝবয়সী মহিলা। সম্ভ্রান্ত চেহারা। দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে তিনি আগন্তুক তিন কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন—কি ব্যাপার বলতো?

জুপিটার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, মহিলা তাকে কোন কিছু বলার অবসর না দিয়ে নিজেই বললেন—তোমরা কি সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ?

—না মানে,—

—না, না, কোন পত্রিকা-টত্রিকা আমার দরকার নেই। আমি কোন ধরনের কাগজ আজকাল পড়ি না। কাগজ মানেই যতসব মিথ্যে গাঁজাখোরি লেখায় ভর্তি। সময় আর পয়সা দুই নষ্ট।

এবার জুপিটার কণ্ঠস্বর গম্ভীর করে বিনম্র ভাবে বললো—আপনি আমাদের ভুল বুঝেছেন। আপনি যা ভাবছেন আমরা আদপে তা নই। এই আমাদের পরিচয় পত্র। আপনি দয়া করে একবার আমাদের পরিচয় পত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে দেখুন। এই বলে জুপিটার তাদের কার্ডটা এগিয়ে দিল মহিলার দিকে। মহিলা চোখ বোলালেন। তার ভ্রূ যুগলে টান পড়লো। অস্ফুটস্বরে বললেন—তোমরা তদন্তকারী। তারপর জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন—এতটুকু ছেলে তোমরা, দেখে তো তোমাদের তদন্তকারী বলে মনে হয় না।

জুপিটার সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে পুলিশ সুপার মিস্টার রেনোল্ডের দেওয়া পরিচয় পত্রটা এবার এগিয়ে দিল মহিলার দিকে। মহিলা চোখ বোলালেন। তারপর বিস্ময়মাখা কণ্ঠস্বরে জুপিটারের হাতে পরিচয় পত্র ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন—তা সবই বুঝলাম, কিন্তু আমার কাছে তোমরা এসেছ কিসের জন্য ?

জুপিটার মৃদু হেসে বললো—আমাদের আশা আপনি আমাদের বিপদের সময় কিছু সাহায্য করতে পারবেন। সত্যি কথা বলতে কি আমরা এসেছি আপনার ভাই স্পাইক নেলির বিষয়ে কিছু তথ্য নিতে। যদিও অনেক পুরনো ব্যাপার তবু আপনিই একমাত্র পারেন এই ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে।

মহিলা এবার যেন যথেষ্ট বিব্রত বোধ করলেন। বললেন—ও সব পাঠ তো অনেক আগেই চুকে গেছে।

—হ্যাঁ তা গেছে, তবে আশা যে বিষয় নিয়ে আপনার কাছে এসেছি সেটা একেবারে একটা নতুন সমস্যা। তবে সে কথা বিস্তারিত ভাবে আপনাকে বলতে গেলে তো অনেক সময় লাগবে। এইভাবে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা তো সম্ভব নয়।

জুপিটারের কথায় মহিলা নিজের ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট লজ্জা বোধ করলেন। তারপর দ্রুত নিজের আচরণ বদলে তিনি দরজা খুলে তাদের নিয়ে গিয়ে বসলেন ঘরের মধ্যে। চমৎকার সাজানো ঘর।

মহিলা ওদের তিনজনকে বসতে দিয়ে নিজে একটা চেয়ার টেনে

নিয়ে বসতে বসতে বললেন—কি ব্যাপার বলতো? হঠাৎ আজ আবার এতদিন বাদে স্পাইক প্রসঙ্গ নিয়ে তোমরা প্রশ্ন করতে এসেছ?

জুপিটার এক ঝলক গোটা ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর ঠাণ্ডা মেজাজে সে বলতে আরম্ভ করলো অকসানে কেনা গ্যালিভারের ট্রাঙ্কের কথা। মহিলা বিস্মিত হলেন। তিনি সবিস্ময়ে জুপিটারকে প্রশ্ন করলেন—ওই ট্রাঙ্ক নিয়ে তোমাদের বিপদ কি হয়েছে, তাছাড়া ট্রাঙ্কটা তো এখন আর তোমাদের কাছে নেই।

জুপিটার হেসে বললো—তা জানি, তবে যারা স্পাইক নেলির চিঠির কথা জানে, তাদের ধারনা ওই চিঠি আমরা ট্রাঙ্কটা যাদুকর ম্যাক্সিমিলিয়ানকে বিক্রি করার আগেই সরিয়ে নিয়েছি। ফলে স্পাইকের টাকা কোথায় লুকানো আছে তার ক্লু আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। আদপে ব্যাপারটা যে এত সোজা নয় সে কথা এখন তাদের মাথায় আসছে না। তাদের ধারনা আমরা যখন স্পাইকের লুকানো টাকার সন্ধান পেয়েছি, তখন ব্যাপারটা আমাদের তাদের বলতে হবে নচেৎ তারা আমাদের সহজে ছেড়ে দেবে না। অতএব আপনি নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছেন আমাদের আসল বিপদটা কোথায় হয়েছে।

মহিলা জুপিটারের কথা শুনে বেশ একটু চিন্তায় পড়লেন। তারপর ম্লান গলায় বললেন—আমি তোমাদের ঠিক কিভাবে সাহায্য করতে পারবো বুঝতে পাচ্ছি না। ওই লুকানো টাকা কোথায় আমার ভাই লুকিয়ে রেখেছে তার বিন্দুবিসর্গ আমি কিছুই জানি না। তাছাড়া এই ব্যাপারে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর আমি সেই সময় পুলিশকে দিয়েছি। আমার তো মনে হয় না আবার নতুন করে তোমাদের কাছে আমার কিছু বলার আছে।

জুপিটার বললো—তা জানি, তবু আপনি সেদিন পুলিশকে যা যা বলেছিলেন আমাদেরও ঠিক তাই তাই বলবেন, দেখি আমরা কোন ক্লু খুঁজে বার করতে পারি কিনা।

মহিলা এবার যথেষ্ঠ বিব্রত বোধ করলেন। তিনি সপ্রতিভ

কণ্ঠে বললেন—এখন কি আর আমার সব কথা ঠিক ঠিক মনে আছে, পুলিশকে কি বলেছিলাম। সে তো প্রায় বছর ছয় আগের ব্যাপার। ঠিক আছে তবু তোমরা যখন জানতে চাইছ তখন আমি আমার ভাইয়ের সম্পর্কে কিছু কথা নিশ্চয় তোমাদের বলবো, দেখ তোমাদের কোন উপকার হয় কি না।

এরপর একটু থেমে মহিলা তাকালেন জুপিটারের দিকে। তারপর বলতে শুরু করলেন স্পাইক নেলির কথা।

—আমার ভাইয়ের আসল নাম হচ্ছে ফ্রাঙ্ক। আঠারো বছর বয়সে সে হঠাৎ করেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এরপর বহুদিন তার সঙ্গে আমার কোন দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। এরপর হঠাৎ করেই একদিন সে এসে হাজির হয় আমার বাসায়। এরপর থেকে সে মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে এসে উঠতো। কয়েকদিন থেকে আবার চলে যেত। বহুবার আমি তাকে প্রশ্ন করেছি, সে করেটা কি? কিন্তু স্পাইক আমাকে যথার্থ উত্তর দেয়নি। শুধু বলেছে, সে সেলসম্যানের কাজ করে। আর এই কাজের জন্যই তাকে এখানে ওখানে সব সময় ঘুরে বেড়াতে হয়। তবে আমার এখানে সে থাকলে কখনই চুপচাপ বসে থাকতো না। আমার স্বামীর কাজের ব্যাপারে তার খুব উৎসাহ ছিল এবং তাকে যথেষ্ট সাহায্য করতো।

—আপনার স্বামী কি করেন?

মহিলা উৎসাহিত গলায় বললেন—এই ব্যাপারে তার খুব ভালো নামডাক ছিল। ঘর সাজানোর কাজে তার কোন জুড়ি ছিল না। এখানকার বহু অফিস, বাড়ি তার হাতে সাজানো। তবে এবার যখন স্পাইক এসেছিল, তখন আমার তাকে দেখে খুব একটা ভালো লাগেনি। চুপচাপ একা একা ঘরের মধ্যে বসে থাকতো। বড় একটা বাড়ির বাইরে বেড়তো না। কেমন যেন তাকে সব সময় উৎকণ্ঠিত বলে মনে হতো।

এই সময় আমার স্বামীর হাতে প্রচুর কাজ ছিল। তিনি প্রায়ই অনেক রাতে বাড়ি ফিরতেন। স্পাইকের সঙ্গে তার কথাই হতো না। আমাকেও স্বামীর কাজের জন্য ওই সময় প্রায়ই বাড়ির

বাইরে থাকতে হতো। ফলে গোটা বাড়িটায় স্পাইক সারাদিন একাই থাকতো। একদিন দেখলাম সে তার ঘরটাকে চমৎকার করে সাজিয়েছে। বললো—তোমরা অন্যলোকের ঘর সাজাও, অথচ নিজের ঘরটাকে ভালো করে সাজাতে পারো না। দেখ আমি তোমার ঘরটা কি রকম পাতলা কাঠ ও রঙিন কাগজ দিয়ে সাজিয়েছি।

সত্যি অবাক হলাম। আমার স্বামীর সঙ্গে এর আগে বেশ কয়েকবার কাজ করে সে হাতের কাজ ভালোই রপ্ত করেছে বুঝলাম।

এর মধ্যে হঠাৎ করে একদিন আমার স্বামী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয় না। আমার স্বামীর এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমি ভীষণ ভাবে ভেঙ্গে পড়ি। স্পাইক আমাকে সান্ত্বনা দেয়। আমার ধারনা ছিল ভাই এই অবস্থায় হয়তো কিছুদিন থাকবে। কিন্তু আশ্চর্য, তার পারলৌকিক কাজকর্ম শেষ হওয়ার আগেই সে এখান থেকে চলে যায়। যাওয়ার সময় বলে, তার হাতে অপেক্ষা করার মতো মোটেই সময় নেই। যদি সম্ভব হয় পরে আবার আসবে।

—হঠাৎ তিনি চলে গেলেন কেন?

মহিলা একটু থেমে বললেন—সেদিন তার চলে যাওয়ার কারণটা ঠিক না বুঝতে পারলেও আজ বুঝছি। তারপর একটু সময় নিয়ে ভিজে ভিজে গলায় বললেন—কাগজে আমার স্বামীর মৃত্যুর খবরটা ছাপা হয়েছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো ওই ডেথ নোটিশে নাম ছিল আমার আর ভাই স্পাইক নেলির। আমার ধারনা কাগজে তার নাম আমার ঠিকানায় ছাপা হওয়ায় সে খুব বিচলিত হয়ে পড়ে। ধরা পড়ার আশঙ্কায় সে চলে যায় এখান থেকে। এই ঘটনার কয়েকদিন বাদে পুলিশ আমার ঠিকানায় এসে হাজির হয়। আমি ওদের মুখ থেকেই প্রথম শুনতে পারি আমার ভাইয়ের সমস্ত কীর্তিকলাপ। এই পর্যন্ত বলে মহিলা একটু থামলেন। তাকে অসম্ভব বিষন্ন লাগছিল। তিনি চুপ করতেই জুপিটার বললো—আচ্ছা আপনার ভাই এখান থেকে

চলে যাওয়ার আগে আপনাকে কিছু বলেছিল কি ?

জুপিটারের প্রশ্নে মহিলা তাকালেন তার দিকে। তারপর বললেন—হ্যাঁ বলেছিল ?

—কি বলেছিল ?

—বলেছিল আমাদের মধ্যে আবার দেখা হবে। আর আমি যেন কোন অবস্থার মধ্যেই আমার বাড়ি বা অন্য কোন সম্পত্তি বিক্রি না করে দিই। এই বাড়ি বিক্রি করলে তার পক্ষে আমাকে খোঁজ করা খুব কঠিন হবে।

জুপিটারের চোখ জোড়া মুহূর্তে চকচক করে উঠলো। সে বললো—আপনি তাকে উত্তরে কিছু বলেননি ?

মিসেস মিলার তাকালেন জুপিটারের দিকে। বললেন—হ্যাঁ আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম বাড়িটা বিক্রি করবো না। সে যে কোনদিন এসে আমাকে এই বাড়িতেই খুঁজে পাবে।

মিসেস মিলার কথাটা শেষ করা মাত্র জুপিটার প্রচণ্ড উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠে বললো—আমি এখন পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছি এই টাকা কোথায় লুকানো আছে ?

—কোথায় জুপ ?

—এই বাড়িতে, এই বাড়ির কোন একটা জায়গাতেই স্পাইক ওই টাকা লুকিয়ে রেখেছেন।

বব ও পীট দুজনেই এবার জুপিটারের দিকে সবিস্ময়ে তাকালো। তারপর অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বব বললো—তা কি করে সম্ভব জুপ, মিস্টার রেনোল্ড বলেছেন, পুলিশ এই বাড়ি ইতিমধ্যে সার্চ করেছে। তারা কোন কিছু খুঁজে পাইনি।

জুপিটার হেসে বললো—দেখ বব, পুলিশ সেদিন কি রকম সার্চ করেছিল বলতে পারবো না। তবে এটা পরিষ্কার মিস্টার নেলি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি টাকাগুলো নিশ্চয় এমন জায়গায় রাখবেন না যাতে সহজে কেউ খুঁজে পায়। তাছাড়া পঞ্চাশহাজার ডলারের কাগজি মুদ্রা এমন কিছু একটা বড় প্যাকেট হওয়ার কথা নয় যে সেটা লুকিয়ে রাখার জন্য অনেকখানি জায়গা লাগবে। তিনি টাকার প্যাকেটটা এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখে

গেছেন, যাতে ফিরে এসে তিনি ওই টাকাটা অতি সহজে খুঁজে পেতে পারেন। আর সেই রকম পরিকল্পনা ছিল বলেই তিনি মিসেস মিলারকে বাড়ি বিক্রি করতে বারণ করে গিয়েছিলেন।

—তার মানে তুমি বলছ স্পাইক নেলির এই বাড়িতে পুনরায় ফিরে আসার পরিকল্পনা ছিল।

—নিশ্চয়, তিনি তো সেই রকম কথাই মিসেস মিলারকে দিয়েছিলেন। কি তাই নয় মিসেস মিলার ?

—হ্যাঁ, কথা ছিল এরপর ফিরে এসে সে আমার কাছেই থাকবে। কিন্তু তা তো আর হলো না।

এবার জুপিটার ঘরের চারদিকে একবার কড়া চোখে নজর দিল। তারপর ঠাণ্ডা গলায় মিসেস মিলারকে বললো—আপনার ঘরগুলো কি একটু ঘুরে দেখতে পারি ?

মিসেস মিলার তাকালেন জুপিটারের দিকে। তারপর মৃদু হেসে বললেন—তুমি এই বাড়ির চারদিক দেখতে পার বটে, তবে বিশেষ কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না।

—কেন ?

—তখন যে বাড়িতে বাস করতাম সেই বাড়ি বছর চারেক হলো আমি বিক্রি করে দিয়ে নতুন এই বাড়িতে এসেছি। এই বাড়ির সঙ্গে স্পাইক নেলির কোন সম্পর্ক নেই।

—তার মানে সেটা আলাদা বাড়ি।

—ঠিক তাই। আমার আগের বাড়িটা ছিল ৫৩২ নম্বর ডেনভিল স্ট্রীটে। আমার মনে হয় লুকনো টাকার সন্ধান করতে হলে তোমাদের উচিত হবে আমার সেই আগের ঠিকানায় খোঁজ করা।

জুপিটার আর কালবিলম্ব করলো না। সে দ্রুত উঠে দাঁড়ালো। যাওয়ার আগে শুধু জেনেনিল ডেনভিল স্ট্রীটের দূরত্ব কত।

মহিলা জবাবে বললেন—এখান থেকে দশ বারো মিনিটের রাস্তা। তবে বাড়িটা ছিল তার রাস্তার উপরেই।

জুপিটার মিসেস মিলারকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত তার সঙ্গীদের নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লো। তার মনের মধ্যে তখন চিন্তার ঝড়

চলছে। রাস্তায় নেমেই দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল নিজেদের পার্ক করা ছোট্ট ট্রাকটার দিকে।

কোনাডি দূর থেকে দেখতে পেয়ে হাত তুললো। জুপিটার কাছে আসতেই কোনাডি বললো—কি হলো জুপ, কাজ হলো ?

জুপিটার সে কথায় কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বললো—আমাকে এখুনি তোমার ডেনভিল স্ট্রীটে নিয়ে যেতে হবে। ৫৩২ নম্বর বাড়িটা আমার এখুনি খুঁজে বার করা দরকার।

কোনাডি বললো—সে তো এখান থেকে অনেকটা রাস্তা—তুমি রাস্তাটা চেনো।

—হ্যাঁ চিনি, তবে আমাকে তো এখুনি ফিরতে হবে। তোমার কাকাকে আবার এক জায়গায় আমার নিয়ে যাওয়ার কথা। দেরি হলে উনি হয়তো রাগ করবেন।

—দেখ কোনাডি কাকাকে ম্যানেজ করার দায়িত্ব আমার, যত দেরি হোক, কাজটা আমাকে আজই সারতে হবে।

কোনাডি আর কথা বাড়ালো না। সে ট্রাকের ইঞ্জিন চালু করলো। লস এঞ্জেলস শহরের অনেক রাস্তাই তার নখদর্পনে। তাছাড়া তার কাছে সব সময় থাকে পথনির্দেশক ছোট বই। ওই বইয়ের মধ্যে একটা ম্যাপ আছে। কোনাডি গাড়ি চালাতে চালাতে পথ নির্দেশক বইটা জুপিটারের হাতে দিয়ে বললো—একবার রাস্তাটা দেখে নাও তো ঠিক কোথায়। এদিকের রাস্তায় অনেকদিন আসিনি—মনে হচ্ছে আমাকে বাঁ দিকে যেতে হবে।

জুপিটার ম্যাপের ওপর চোখ বোলালো। তারপর বললো তোমার অনুমান ঠিক। বাঁ দিকের রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে গেলে নতুন একটা সরু রাস্তা পড়বে—সেটাই হলো ডেনভিল স্ট্রীট।

কোনাডের গাড়ি চললো। জুপিটার তাকিয়ে ছিল রাস্তার দিকে। একসময় তারা এসে পেঁছিলো নির্দিষ্ট গন্তব্যে। দেখলো এক জায়গায় লেখা আছে ডেনভিল স্ট্রীট। এবার কোনাডিকে রাস্তার একধারে দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো জুপিটার আর বব। পীট গাড়িতে অপেক্ষা করতে লাগলো।

বব ও জুপিটার দুজনেই তীক্ষ্ণ চোখে নম্বরগুলো খুঁটিয়ে

খ‍ুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। এক সময় তারা দেখলো চারশ নম্বরের পরে আর কোন নম্বর নেই। আবার নতুন শুরু হয়েছে ৫50 নম্বর থেকে। মাঝখানের এতগুলো নম্বর কোথায় গেল? বেশ অবাক হলো জুপিটার। এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করেও কোনরকম হদিশ তারা করতে পারলো না। শেষে হতাশ সুরে বব বললো—জুপ মহিলা আমাদের বাড়ির নম্বরটা ঠিক দিয়েছেন তো?

জুপিটার হতাশ হওয়ার ছেলে নয়। সে বললো—আমাদের মিথ্যে অযথা তিনি বলবেন বলে মনে হয় না। তবে আমার মনে হয় নিশ্চয় কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। তারপর একটু থেমে জুপিটার বললো—আমরা ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা একটা নতুন রাস্তা। তুমি লক্ষ্য করেছ কি বব? রাস্তাটার নাম ম্যাপল স্ট্রীট। এই রাস্তাটা ডেনভিল স্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে।

বব এবার লক্ষ্য করে বললো—হ্যাঁ, এদিকের বেশ কিছু বাড়ি দেখছি একবারে নতুন। মনে হয় এই অঞ্চলটা নতুন তৈরি হয়েছে।

জুপিটার হঠাৎ কোন কথা না বলে সামনের একটা বড় বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ফিরে এলো খানিক বাদে।

—কি হলো জুপ,

জুপিটার বললো—আমার অনুমান ঠিক, ডেনভিল স্ট্রীটের অনেক বাড়ি ভেঙ্গেচুরে নতুন তৈরি হয়েছে ম্যাপল স্ট্রীট। এর ফলে ডেনভিল স্ট্রীটের পুরনো বাড়ির নম্বরগুলো সব বদলে গেছে। কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয় ঠিক কোন্ বাড়িটার নম্বর ছিল ৫৩২।

—এসব খবর তোমায় কে বললে?

—ওই নতুন বাড়ির কেয়ার-টেকার ভদ্রলোক।

—তাহলে কি করবে?

—ভাবছি, তবে এটা ঠিক নতুন নম্বর কি হয়েছে তা জানতে না পারলে ওই বাড়ি আমাদের পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না।

হঠাৎ বব প্রশ্ন করলো—তাহলে এই মুহূর্তে কি করবে বলে ঠিক করেছ?

—চলো আজকে আমরা বাড়ি ফিরে যাই। কোনাড খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বেচারা আমার জন্য অযথা কাকার কাছে বকা খাবে

কেন বলো। তার চেয়ে বরং আমরা হেড কোয়ার্টার্সে ফিরে গিয়ে চিন্তা করে দেখি কি করা যায়? তবে এটা ঠিক ওই নম্বর আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

ইয়ার্ডে পেঁছে তিন গোয়েন্দা নিজেদের গুপ্তকক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে গেল। মিস্টার টিটাস জুপিটারকে ডাকলেন। বললেন—জুপ, তোমার নামে আজ ইয়ার্ডে একটা মস্তবড় পার্সেল এসেছে। ওর মধ্যে যে ঠিক কি আছে তা আমার জানা নেই। তবে ওটা আমি অফিস ঘরের এককোণে যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

মিস্টার টিটাসের কথা শুনে এবার তিন গোয়েন্দা দ্রুত অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। সত্যি একটা বড় প্যাকেট দেখলো অফিস ঘরে পড়ে আছে। জুপিটার অবাক হয়ে ঝুঁকলো প্যাকেটটার ওপর।

—কি হতে পারে জুপ।

—ঠিক বলতে পারবো না। তবে সবার আগে আমাদের প্যাকেটটা খুলে দেখতে হবে কি আছে এটার মধ্যে?

এবার জুপিটারের কথা মতো বব ও পীট দ্রুত প্যাকেটটা খুলে দেখলো। জুপিটার লক্ষ্য করার চেষ্টা করলো কোন নাম লেখা আছে কি না দেখার। কিন্তু তার চোখে কিছুই ধরা পড়লো না। কেবল বুঝতে পারলো পার্সেলটা লস এঞ্জেলস শহর থেকে তার কাছে নাম ঠিকানা ছাড়াই কেউ পাঠিয়েছে।

কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। এবার তিনজনে একসঙ্গে হাত লাগালো প্যাকেটটা খোলার জন্য আর মুহূর্তে তারা স্পষ্ট শুনতে পেল ভাসা ভাসা ক্ষীণস্বর—"তাড়াতাড়ি কর, দেখ না কোন ক্লু খুঁজে পাও কি না?"

চমকে উঠলো তিন গোয়েন্দা।

বব ও পীট দুজনেই যথেষ্ট ভয় পেয়েছে। তারা জুপিটারের দিকে তাকাতেই জুপিটার বললো—সক্রেটিস। মনে হয় গ্যালিভারের ট্রাঙ্কটা আমাদের কাছে ফেরৎ এসেছে।

নিজেদের গুপ্তকক্ষে আবার নতুন করে মুখোমুখি হলো তিন গোয়েন্দা। জুপিটারকে অত্যন্ত চিন্তান্বিত লাগছিল। সে ভাবছিল হঠাৎ আবার গ্যালিভারের ট্রাংকটা তাদের কাছে কে ফেরৎ পাঠালো আর তার উদ্দেশ্যই বা কি? সত্যি কি অন্য কোন ক্লু আছে এর মধ্যে। কিন্তু জুপিটার নিজের মনের সমস্ত বিশ্লেষণ দিয়ে ঝালিয়ে দেখেছে স্পাইক নেলি তার টাকা তার বোনের বাড়িতে ছাড়া আর কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারে না। এটাই ছিল তার কাছে সব চেয়ে নিরাপদ স্থান। যদি তার ধারনাই সঠিক হয় তাহলে নতুন করে আর কি ক্লু সে খুঁজে পাবে ওই ট্রাংক থেকে।

এক সময় পীট বললো—কি এত ভাবছ জুপ, আমার তো মনে হয় মিস্টার রেনোল্ডকে ফোন করে ট্রাংকটা আমরা তার হাতে তুলে দিই। উনি তো সেইরকম কথাই আমাদের বলেছিলেন।

পীটের কথাকে সমর্থন করে বব বললো—পীট একবারে বাজে কথা বলেনি জুপ, আমাদের উচিত হবে পুলিশকে ব্যাপারটা জানানো। তারপর একটু থেমে বললো—তা তোমার কি ইচ্ছে?

চিন্তান্বিত জুপিটার কিছু আত্মমগ্ন অবস্থায় ধীরে ধীরে বললো—ট্রাংকটা মিস্টার রেনোল্ডকে পাঠানোর ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই। কারণ এর থেকে নতুন কোন ক্লু আমরা পাব না। তবে স্পাইক নেলির লুকনো টাকা যে তার বোনের বাড়ির কোথাও না কোথাও আছে এই ব্যাপারে আমি এক রকম প্রায় নিশ্চিত। তবে প্রমাণ ছাড়া এখুনি মুখ খোলা সম্ভব নয়।

বব জুপিটারকে সমর্থন করে বললো—তোমার কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হলো সানফ্রান্সিসকোতে ঠিক যেদিন ব্যাংক ডাকাতি হয়েছিল, ঠিক সেই দিনই স্পাইক নেলি এসে উঠেছিল তার বোনের বাড়িতে।

—আর এটাও ঠিক ওই বাড়িতে নিচের একটা ঘরে সে সময় একা একা থাকতো। এবং ঘরটাকে সে নিজেই নতুন করে সাজিয়ে ছিল রঙিন মার্বেল কাগজ আর ছোট ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে—কি তাই না বব?

—হ্যাঁ। বব তাকালো জুপিটারের দিকে। এবার জুপিটার

লক্ষ্য করলো গ্যালিভারের ট্রাংকটাকে। খানিক আগে তারা অফিস থেকে ট্রাংকটাকে অনেক কষ্টে নিজেদের গুপ্তকক্ষে নিয়ে এসেছে। ট্রাংকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জুপিটার বললো।

—সক্রেটিস আজ আমাদের একটা ক্লু'র কথা বলেছে। একবার দেখাই যাক না ট্রাংকটা নতুন করে খুলে সত্যি কোন ক্লু আমরা খুঁজে পাই কি না। এমনও তো হতে পারে, সেদিন যা নজরে পড়েনি, আজ তা পড়তে পারে?

পীট এবার তাকালো জুপিটারের দিকে? বললো বেশ রাগত গলায়—দেখ জুপ, তুমি তো আমার কথা শুনবে না। তোমার ধারনা আমার মাথায় কোন বুদ্ধি নেই। কিন্তু আমার মনে হয় সত্যিকারে যদি কোন ক্লু এই ট্রাংক থেকে খুঁজে বার করতে হয় তাহলে ট্রাংকটা অবশ্যই মিস্টার রেনোল্ডের কাছে আমাদের পাঠানো উচিত। পুলিশের কাছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি থাকে, যার সাহায্যে তারা প্রতিটি জিনিসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে পারে। তাছাড়া তোমার ধারনা মিসেস মিলারের বাড়িতেই টাকাটা লুকনো আছে। যদি তাই হয় তাহলে তো আমাদের উচিত হবে মিস্টার রেনোল্ডকে সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে তার কাছ থেকে ম্যাপল স্ট্রীটের আসল বাড়ির ঠিকানাটা উদ্ধার করে নেওয়া। এই ব্যাপারে মনে হয় পুলিশের সাহায্য আমাদের সবচেয়ে বেশি জরুরী। তাছাড়া পুলিশের অনুমতি ছাড়া তো তুমি কারো বাড়ি গিয়ে হুটহাট সার্চ করতে পারবে না তারজন্য তো একটা অনুমতি লাগবে?

পীট প্রায় একদমে কথাগুলো বলে গেল। তার কথায় যুক্তি থাকায় জুপিটার কোনরকম আপত্তি করতে পারলো না। কেবল পীটের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো—এতদিনে তোমার কথা-বার্তার মধ্যে সাবালিকত্ব ভাব এসেছে পীট। সত্যি তুমি ঠিক বলেছ। তবে মিস্টার রেনোল্ডকে কিছু জানাবার আগে আমাদের উচিত হবে মিসেস মিলারের কাছ থেকে তার পুরানো বাড়ির চেহারাটা জেনে নেওয়া, যাতে ওই ধরনের বাড়ি খুঁজতে মিস্টার রেনোল্ড আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

পীট এবার কোন কথা বললো না। জুপিটার ববকে টেলিফোন ধরতে বললো। আগে একবার টেলিফোন করায় নাম্বারটা মনে ছিল ববের। তবু একবার টেলিফোন নম্বরটা জুপিটারকে দিয়ে মিলিয়ে নিল। তারপর ডায়াল ঘোরালো। টেলিফোনে রিং হওয়া মাত্র বব রিসিভারটা এগিয়ে দিল জুপিটারকে?

জুপিটারের ফোন পেয়ে মিসেস মিলার যথেষ্ট অবাক হলেন।

জুপিটার তার অভিজ্ঞতার কথা জানালো। মহিলা মৃদু হেসে বললেন—হ্যাঁ ওদের কিছু বাড়ি ম্যাপল স্ট্রীটের মধ্যে ঢুকে গেছে, যার নম্বর এখন আর ডেনভিল স্ট্রীটের মধ্যে পড়ছে না। তবে আমার বাড়িটাও যে ম্যাপল স্ট্রীটের ঠিকানায় এখন পড়েছে এটা আমার জানা ছিল না। তা তোমাদের এখন কি দরকার বলতো?

জুপিটার বললো—আপনার বাড়িটা দেখতে কি রকম ছিল জানতে পারলে ভাল হতো। মানে কোন নতুনত্ব ছিল কি?

মহিলা একটু ভেবে নিয়ে বললেন—খুব একটা বড় বাড়ি আমার নয়, যদিও সামনের দিকে অনেকটা জায়গা ছিল। চেষ্টা করলে বাড়িটা আরও বড় করা যেত। তাছাড়া যে ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে বাড়িটা কিনেছেন তার ইচ্ছে ছিল ওই বাড়ি ভেঙ্গে নতুন একটা বড় এপ্যার্টমেণ্ট তৈরি করা। কিন্তু আমার কোন কালেই বড় বাড়ি ভালো লাগে না। আমার বাড়িটা ছিল দোতলা তবে খুব ছিমছাম। দেখতে অনেকটা বাংলো ধরনের। আর বাড়ির সামনের দিকে দুটো সুন্দর বড় বড় গোলাকার জানলা ছিল। এই ধরনের জানলা তুমি বড় একটা ওখানে দেখতে পাবে না।

জুপিটার আর কথা বাড়ালো না। কোনরকমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সে রিসিভার নামিয়ে রাখলো। তারপর ববের দিকে তাকিয়ে বললো—আমার বিশ্বাস ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছে—স্পাইক তার ডাকাতি করা টাকা ওই বাড়িতেই লুকিয়ে রেখেছে।

—তা না হয় হলো, কিন্তু এই ট্রাঙ্কের কি ব্যবস্থা হবে। এটা আমাদের কাছে হঠাৎ করে আবার ফিরেই বা এলো কেন? জুপিটার তার ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে কি যেন ভাবলো, তারপর বললো—এই ব্যাপারে মিস্টার রেনোল্ডের সঙ্গে আমাদের কথা বলা দরকার।

কথাটা বলে জুপিটার তাকালো পীটের দিকে। পীট বললো—না ভাই, মিস্টার রেনোল্ডের সঙ্গে ফোনে কথা-টথা আমি বলতে পারবো না। বব তুমি ফোনটা কর।

অগত্যা বব রেনোল্ডের নাম্বারে রিং করলো। রিং হওয়া মাত্র সে রিসিভারটা এগিয়ে দিল জুপিটারকে। কথাবার্তায় জুপিটার পটু। টেলিফোনে রেনোল্ডকে পাওয়া গেল না। ডেপুটি সুপার মিস্টার কার্টার জানালেন মিস্টার রেনোল্ড আপাততঃ শহরের বাইরে আছেন, তার সঙ্গে আগামীকালের আগে দেখা করা সম্ভব হবে না।

জুপিটার জানতো ডেপুটি সুপার মিস্টার কার্টারকে দিয়ে তার কোন কাজ হবে না। তিনি তিন গোয়েন্দাকে একদম পছন্দ করেন না। তার ধারনা গোয়েন্দা হওয়ার মতো উপযুক্ত বয়স তাদের নয়—তারা একেবারে নাবালক। কাজেই তিনি তাদের কথার কোন গুরুত্ব দিতে চান না। জুপিটার নিজেও এসব কথা জানে। তবু প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে সে মিস্টার কার্টারকে বললো—আমরা খুব জরুরী প্রয়োজনে ফোন করেছি স্যার। সুপার সব জানেন আমাদের হাতে স্পাইক নেলির ব্যাপারে কিছু নতুন 'ক্লু' এসেছে।

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন—দেখ হে তোমাদের ছেলে-মানুষিতে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার হাতে অনেক কাজ আছে। এই ব্যাপারে তোমরা পরে সুপারের সঙ্গে কথা বলো। কথাটা বলে ডেপুটি সুপার মিস্টার কার্টার টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

জুপিটার হতাশ হয়ে রিসিভার নামিয়ে তাকালো দুই সঙ্গীর দিকে।

—কি হলো জুপ?

জুপিটার গম্ভীর হয়ে বললো—মিস্টার কার্টার আমাদের কোন বক্তব্য শুনতে রাজি নয়। সুপারকে কালকের আগে পাওয়া যাবে না, অথচ কাল হলো রবিবার। ফলে ওকে পেতে আরও একদিন বেশি সময় লাগবে। অতএব সোমবারের আগে আমাদের

যোগাযোগ করা তার সঙ্গে সম্ভব হবে না।

পীট বেশ রাগতস্বরে বললো—মিস্টার কার্টার লোকটা খুব অভদ্র।

জুপিটার হেসে বললো – ঠিক অভদ্র কথা বলা উচিত নয় পীট। আসলে ভদ্রলোক ছোটদের ব্যাপারে খুব উদাসীন। তার ধারনা ছোটরা কোন বড় কাজ করার দায়িত্ব নিতে পারে না। এখন থাক ওসব বাজে কথা। এই অবস্থায় আমাদের কি করণীয় তাই ভাবা উচিত।

বব জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললো—তুমি কি কিছু ভেবেছ ?

জুপিটার বললো – নতুন করে ভাবনার মতো কিছু নেই, তবু আমার মনে হয় গ্যালিভারের ট্রাঙ্কটা যখন আবার আমাদের কাছে ফিরে এসেছে, তখন সেটা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখা দরকার নতুন কোন তথ্য উদ্ধার করতে পারি কিনা। অন্তত ট্রাঙ্কের ভিতর থেকে যখন সক্রেটিসের সেইরকম ইঙ্গিতপূর্ণ কথা আমরা শুনেছি।

পীট বললো—নতুন করে আর কি তথ্য পাবে জুপ ? তাছাড়া ক্লু তো ইতিমধ্যে তুমি পেয়ে গেছ।

জুপিটার হেসে বললো—তবু দেখার আছে। এমন তো হতে পারে আমরা আগে যা খুঁজে পাইনি, এবার খুঁজে পেতে পারি।

পীট জুপিটারের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বললো—কি জানি বাপু, তুমি কি বলতে চাও।

জুপিটার সহজ গলায় বললো—দেখ তাহলে কি বলতে চাই। কথাটা বলে জুপিটার ববকে বললো—ট্রাঙ্কের ভিতর থেকে স্পাইক নেলীর লেখা আসল চিঠিটা বার করতে।

বব দ্রুত হাতে কাজ করলো। খাম শুদ্ধ চিঠিটা বার করলো ট্রাঙ্কের গোপন জায়গা থেকে। জুপিটার চোখ বুজে কি যেন ভাবলো। তারপর বললো—বব,একবার ভালো করে খামটা পরীক্ষা করে দেখতো কিছু বিশেষত্ব চোখে পড়ে কিনা ?

বব খামটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লক্ষ্য করলো। না তার চোখে কিছু পড়লো না। এবার বব খামটা জুপিটারের দিকে এগিয়ে

দিল। জ্বপিটার খামটা নিয়ে আলোর দিকে ঘ্বরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। তারপর খামের ওপর লাগানো দ্বটো টিকিটের ওপর হাত রেখে সবিস্ময়ে ববকে বললো—দেখ বব, টিকিট দ্বটোর মধ্যে কত ফারাক।

এক কাজ করতো। খাম থেকে টিকিট দ্বটো খ্বলে ফেল, দেখ টিকিটের পিছনে কোন সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে কিনা।

জ্বপিটারের কথায় বব খ্বব সন্তর্পণে টিকিট দ্বটো খ্বলে ফেললো। একটা দ্বই সেণ্টের আর একটা চার সেণ্টের টিকিট। বব টিকিট দ্বটো ভালোভাবে পরীক্ষা করে জ্বপিটারকে বললো, না ভাই আমার চোখে কোন কিছ্ব পড়লো না। এবার তুমি নিজে একবার দেখ।

এবার টিকিট দ্বটো হাতে নিল জ্বপিটার। বেশ কিছ্বক্ষণ খ্বঁটিয়ে খ্বঁটিয়ে লক্ষ্য করার পর বিস্ময়ভরা চোখে বললো—দ্বই সেণ্টের টিকিটটা একটু মোটা লাগছে না? এত মোটা তো ডাক-টিকিট হওয়ার কথা নয়? আমার তো মনে হয় এই টিকিটের সঙ্গে কোন কাগজ পেস্ট করা আছে। দাঁড়াও ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি।

জ্বপিটার খ্বব সতর্ক হয়ে টিকিটটা পরীক্ষা করলো। তারপর সত্যি সত্যি সে দ্বই সেণ্টের ডাকটিকিট থেকে বার করলো আর একটা টিকিট। সেটা ছিল এক সেণ্টের। আশ্চর্য টিকিট দ্বটো এমন ভাবে পেস্ট করা ছিল যে চট করে কারো পক্ষে নজর করা সম্ভব নয়।

জ্বপিটার কিছ্ব বলার আগেই বব বললো—আশ্চর্য একটা টিকিটের সঙ্গে আর একটা টিকিট এই ভাবে পেস্ট করা হয়েছে কেন? নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে। জ্বপ তোমার কি মনে হয়?

জ্বপিটার কিছ্ব বলার আগেই পীট বললো—ব্যাপারটা এমন কিছ্ব নয়। মনে হয় স্পাইক নেলি চিঠিটা পোস্ট করার আগে ভেবেছেন হয়তো তার লেখা চিঠিটা ওজনের বাইরে ভার হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি পরে একটা দ্বই সেণ্টের টিকিট নতুন করে এক সেন্টের ডাকটিকিটের ওপর সেঁটে দিয়েছেন। তাছাড়া

আমার যতদূর মনে পড়ছে, নেলি যে সময় চিঠিটা লিখেছেন সেই সময় ডাক মাশুলের দাম বাজারে নতুন করে বেড়েছিল সেই কারণে এই ব্যবস্থা তিনি নিয়েছিলেন।

বব পীটকে সমর্থন করে বললো—ঠিক বলেছ পীট, স্পাইক চিঠিটা বেয়ারিং হয়ে যেতে পারে মনে করেই বোধ হয় পরে ওই একসেণ্ট ডাকটিকিটের সঙ্গে দুই সেন্ট টিকিট লাগিয়েছেন।

ববের মন্তব্য শুনে জুপিটার অত্যন্ত হতাশ হলো। সে এবার তাকালো তার দুই সঙ্গীর দিকে। তারপর বললো—তোমরা যত সহজ ভাবছ আদপে ব্যাপারটা এত সহজ নয়। যদি তোমাদের যুক্তি মেনে নিতে হয়, তাহলে বলবো ডাকটিকিট দুটো কেউ ওই ভাবে একটার ওপর একটা পেস্ট করে না। তিনটে ডাক টিকিটই আলাদা ভাবে পেস্ট করা থাকতো খামে। তা যখন নেই তখন বুঝে নিতে হবে এর পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে।

—কি উদ্দেশ্য জুপ, তুমি কি কিছু ভেবেছ?

—হ্যাঁ।

—কি ভেবেছ?

জুপিটার হেসে বললো—তাহলে শোন, ওই এক সেন্ট ডাকটিকিট হচ্ছে আসল ক্লু। ওটা দুই সেণ্ট ডাকটিকিটের নিচে নিখুঁত ভাবে পেস্ট করা ছিল। এবার আমরা গোটা ব্যাপারটা বিশ্লেষণ যদি করি তাহলে দেখতে পাব – ওই এক সেন্ট ডাকটিকিটের যে রঙ, সেই রঙই হচ্ছে আমাদের দেশের সমস্ত কাগজী মুদ্রার। অর্থাৎ সবুজ রঙ। তাছাড়া বিষয়টা স্পাইক আরও স্পষ্ট বোঝাবার জন্য এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, ডাকটিকিট এবং লুকানো টাকা দুটোই হচ্ছে কাগজ দিয়ে তৈরি এবং দুটোরই হচ্ছে একই রঙ। কাজেই ওই এক সেন্ট টিকিটটা লুকানো টাকার প্রতিক হিসাবে স্পাইক ব্যবহার করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বব ও পীটের মুখচোখ আনন্দে চক চক করে উঠলো। অস্ফুটস্বরে বব বললো—চমৎকার যুক্তি জুপ, তারপর?

জুপিটার বললো—এবার এস, কেন একটা ডাকটিকিটের সঙ্গে

আর একটা ডাকটিকিট এইভাবে পেস্ট করা হয়েছে সেই কথায়। এই পরিকল্পনার পিছনে স্পাইক নেলির উদ্দেশ্য ছিল গ্যালিভারকে বোঝানো যে তার লুকানো কাগজী মুদ্রাগুলি নিখুঁত ভাবে অন্য কোন কাগজের নিচে পেস্ট করা আছে। আর ধারনা সেই কাগজ হলো রঙিন ওয়াল পেপার।

—চমৎকার যুক্তি তোমার জুপ! সত্যি তারিফ না করে উপায় নেই।

জুপিটার বললো—স্পাইক ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তার ধারনা ছিল গ্যালিভার তার সমস্ত চিঠিটা ভালোভাবে পরীক্ষা করবে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক গ্যালিভারের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি।

পীট এবার বললো—তোমার কথা না হয় মানছি, কিন্তু ওই টাকা যে স্পাইক তার বোনের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছেন এটা তুমি এত সিওর হচ্ছ কি করে?

জুপিটার হেসে বললো—প্রথমত ওই জায়গাটাই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ। তাছাড়া শেষ দিকে সে একটা ঘরে একলাই থাকতো। মিসেস মিলার বলেছেন ঘরটা সে নিজে ওয়াল পেপার দিয়ে সাজিয়েছিল—কি তাই না?

—হ্যাঁ।

—শুধু তাই নয়, এবার চিঠিটা ভালো করে লক্ষ্য কর তাহলেই বুঝতে পারবে আমার কথাটা সঠিক কি না? চিঠিতে স্পাইক এক জায়গায় লিখেছেন, আমি হয়তো আর বড়জোর পাঁচদিন কিংবা তিন সপ্তাহ অথবা দুই মাস বেঁচে আছি। এবার ওই পাঁচদিনের পাঁচ, তিন সপ্তাহের তিন ও দুই মাসের দুই নিয়ে পাশাপাশি সাজিয়ে দেখতো কি নম্বর আসে?

—৫৩২ নম্বর!

—আশ্চর্য! হ্যাঁ ওই নম্বরই হচ্ছে মিসেস মিলারের পুরনো বাড়ির নম্বর যার সন্ধান আমরা পাচ্ছি না। অতএব আমার অনুসন্ধান যে মিথ্যে নয় এটা এখন নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছ?

—কিন্তু ওই বাড়ির সন্ধান পাওয়া কি সত্যি যাবে?

—খুঁজে বার করতেই হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফোনটা বেজে উঠলো। .

হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল জুপিটার।

—হ্যালো।

—হ্যালো আমি জর্জ গ্রাণ্ট বলছি। তুমি নিশ্চয় জুপিটার জোন্স?

—হ্যাঁ, কিন্তু—

জুপিটারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অপর প্রান্তের ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—তুমি আমাকে ঠিক চিনতে পাচ্ছ না— কি তাই না? আমাকে চেনেন মিস্টার রেনোল্ড, তিনি আমাকে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য টেলিফোন নম্বরটা দিয়েছেন।

জুপিটার সবিস্ময়ে বললো—আশ্চর্য মিস্টার রেনোল্ড তো আমাকে আপনার কথা কিছু বলেননি? বলা উচিত ছিল তার?

মিস্টার গ্রাণ্ট হেসে বললেন, মনে হয় তিনি ভুলে গেছেন। তবে আমার পরিচয়টা তোমাকে দিয়ে রাখা ভালো। আমি হলাম ব্যাংকার নিরাপত্তা এসোসিয়েশনের একজন স্পেশাল এজেন্ট। কাগজে তোমাদের গ্যালিভারের ট্রাংকটা কেনার খবর পড়ার পর থেকে আমি তোমাদের বিশেষ নজর রাখতে শুরু করেছি। কিন্তু তোমরা হয়তো জানো না, তিন কুখ্যাত ডাকাত সারা দিনরাত তোমাদের ওপর নজর রাখে। তোমাদের প্রত্যেকটা মুভমেণ্ট ওরা লক্ষ্য করে।

আমাদের লক্ষ্য করে, কি ভাবে? কই আমাদের চোখে তো কাউকে সন্দেহজনক বলে এখনও মনে হয়নি।

গ্রান্ট মৃদু হেসে জবাব দিলেন—ওরা অত্যন্ত পেশাদার। তবে তারা তোমাদের ইয়ার্ডের আসেপাশে একটা বড় বাড়ি ভাড়া করে আছে, ওখান থেকেই ওরা তোমাদের ইয়ার্ডকে নজর রাখে।

— কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য কি?

—উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। স্পাইক নেলির লুকানো টাকার হদিশ করা। এই তিনজন হলো মারগান, বেবিফ্রেড বেনসন ও লিও। এরা তিনজনই ছিল জেলখানায় স্পাইকের বন্ধু। এরা

স্পাইকের টাকার কথা জানতো, কিন্তু কোথায় টাকা আছে তা ওরা জানতো না। সেই কারণেই তাদের ধারনা, ওই টাকার সন্ধান একমাত্র তোমরা পেয়েছ বা পেতে পার—সেইজন্য তারা তোমাদের ওপর লক্ষ্য রাখছে।

—মিস্টার রেনোল্ড কি ব্যাপারটা জানেন? জুপিটার জানতে চাইলো।

মিস্টার গ্রান্ট বললেন—হ্যাঁ তিনি জানেন, তাঁর লক্ষ্য ওদের ওপর থাকলেও, তাঁর পক্ষে ওদের এ্যারেস্ট করা এখুনি সম্ভব নয়। নজর দেওয়া আইনতঃ অপরাধ নয়। তারপর একটু থেমে বললেন —তোমরা কি নতুন কোন ক্লু পেয়েছ?

—হ্যাঁ স্যার পেয়েছি।

—তাহলে এক কাজ কর, এখুনি তোমরা মিস্টার রেনোল্ডের চেম্বারে চলে এস। ওখানে বসেই তোমাদের সঙ্গে কথা হবে। তারপরই বললেন—ওহো, মিস্টার রেনোল্ড তো আজ শহরে নেই। কালকের আগে তো ওর সঙ্গে দেখা হবে না?

—জানি স্যার খানিক আগে আমরা ওকে টেলিফোন করেছিলাম।

—তাহলে?

—আমরা কি মিস্টার কার্টারকে গোটা ব্যাপারটা বলবো।

—না না—একদম বলো না। তাহলে কার্যোদ্ধার করে ভদ্রলোক গোটা প্রাইজ মানিটা নিজেই নিয়ে নেবে—তোমরা কিছুই পাবে না। তারপর একটু থেমে বললেন—তোমরা হয়তো জানো না আমাদের এসোসিয়েশান পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষনা করেছে। কাজেই তোমাদের যা করতে হবে তা খুব সাবধানে। তবে আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা তোমরা সরাসরি এসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভালো হয়। আর তা যদি কর, তাহলে আমরাই তোমাদের জন্য পাহারার ব্যবস্থা করবো। দেখ একবার চিন্তা করে—যদি আমাকে প্রয়োজন লাগে তো বলো, আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারি।

জুপিটার কি যেন ভাবলো। তারপর বললো আপনার সঙ্গে এই

মুহূর্তে তো দেখা করা সম্ভব নয়। ইয়ার্ডে এখন কেউ নেই।

এবার মিস্টার গ্রান্ট বললেন—ঠিক আছে তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় রাতের দিকে দেখা কর। কোন নির্জন জায়গায় বসে আমরা কথা বলতে পারবো, কেউ লক্ষ্য করবে না? কি রাজি?

—ঠিক আছে তাই হবে। ইয়ার্ডের সদর দরজা বন্ধ হলে তারপর আমরা দেখা করবো। কেউ তাহলে আমাদের সন্দেহ করতে পারবে না।

— কোথায় দেখা করবে?

আপনি বলুন?

গ্রান্ট একটু ভেবে নিয়ে বললো এক কাজ কর তোমরা আমার জন্য ওশ্যানভিউ পার্কে চলে এস। আমি পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসে কাগজ পড়বো। আমার পরনে থাকবে সাদা জামা বাদামী রঙের প্যান্ট। কি মনে থাকবে তো?

—থাকবে স্যার।

—হ্যাঁ আর একটা কথা। তারপর একটু থেমে গ্রান্ট বললেন খবরদার আমাদের মধ্যে দেখা হওয়ার কথা কাকপক্ষী যেন টের না পায়। খুব সাবধান। মনে রেখ তোমাদের পিছনে কিন্তু শত্রু ওত পেতে আছে। যা কিছু করতে হবে খুব সাবধানে।

জুপিটার সহজ গলায় বললো - ঠিক আছে।

গ্রান্ট খুশি হলেন। বললেন—ভেরি গুড। তাহলে এই কথা থাকলো।

—হ্যাঁ স্যার ঠিক আটটার সময় আমাদের মধ্যে দেখা হবে। জুপিটার টেলিফোন নামিয়ে রেখে চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে তাকালো তার দুই সঙ্গীর দিকে।

—কি ব্যাপার বলতো জুপ, আমি তো কিছুই বুঝলাম না।

জুপিটার গম্ভীর হয়ে বললো—না বোঝার কোন কারণ নেই। আমাদের শত্রু-মিত্র এমনকি পুলিশ, সবাই আমাদের ওপর নির্ভর করে বসে আছে। যে করেই হোক এই রহস্য আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।

—কিন্তু এই মিস্টার গ্রান্ট সম্পর্কে তোমার কি ধারনা?

জুপিটার কোনরকম চিন্তা না করেই বললো—ও সব কথা ভেবে এখন আর কোন লাভ নেই। রাত আটটায় আমাদের ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার কথা। অতএব আমাদের এখন তৈরি হয়ে নেওয়া দরকার।

—তুমি ঠিক বলেছ জুপ, হাতে যখন সময় আছে তখন আমরা বরং যে যার বাড়িতে চলে যাচ্ছি। রাত আটটায় বরং আমরা যে যার মতো গন্তব্যস্থলে গিয়ে হাজির হবো। এতে আমাদের কেউ ঠিক মতো অনুসরণ করতে পারবে না।

জুপিটার আপত্তি করলো না। বরং সহজভাবে বললো ঠিক আছে, তাহলে তোমরা এখন যে যার মতো বাড়ি ফিরে যাও, কিন্তু দেখো, যেন দেরি না হয়। ঠিক রাত আটটায় আমরা আবার মিলিত হবো পার্কে।

পীট ও বব দুজনে যে যার মতো চলে গেল। জুপিটার নিজের মনে ভাবছিল, পরবর্তী পর্যায়ে তার করণীয় কাজ কি হবে? মিস্টার গ্রান্টের সঙ্গে সে কিভাবে কথা শুরু করবে। কি হতে পারে তাদের আলোচ্য বিষয়। তবে জুপিটারের মধ্যে কেবল অস্বস্তি হচ্ছিল মিস্টার রেনোল্ডের সঙ্গে দেখা না হওয়ার জন্য। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলে তার কাজের অনেকটা সুবিধা হতো।

নির্দিষ্ট সময়ের বহু পরে গিয়ে পেঁছেছিল বব। লাইব্রেরিতে বসে কাজ করতে গিয়ে তার পেঁছিতে দেরি হয়েছে। জুপিটার অবশ্য এরজন্য কিছু বললো না ববকে। সে জানে অকারণে দেরি করার ছেলে বব নয়। নিশ্চয় কোন কাজে সে আটকে গিয়েছিল।

মিস্টার গ্রান্ট ববকে নিজের পরিচয় দিলেন। তারপর বললেন—তোমার বাবাতো একজন সাংবাদিক, কি তাই না?

—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—দেখ আমি তোমাদের সমস্ত খবর রাখি। তারপর জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললো—তুমি তাহলে নিশ্চিত যে মিসেস মিলারের বাড়িতেই ওই টাকা লুকানো আছে?

—হ্যাঁ স্যার। আমার ধারনা কোনরকম অলৌকিক কিছু না

ঘটে থাকলে ওই টাকার সন্ধান আমরা মিসেস মিলারের পুরনো বাড়িতে গিয়ে খুঁজে পাব। তবে একটাই অসুবিধে ?

—কি অসুবিধে ?

—ওই বাড়ি খুঁজে পাওয়া। রাস্তার নামটা বদলে যাওয়ায় বাড়ির নম্বরটাও বদলে গেছে। কাজেই পুরনো ঠিকানার সঙ্গে নতুন ঠিকানার কোন মিল হবে না। তাছাড়া পুলিশের বিশেষ অনুমতি ছাড়া কারো বাড়িতে গিয়ে সার্চ করা মনে হয় সম্ভব নয়।

মিস্টার গ্রাণ্ট কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই বব বললো—আগে দেখ জুপ, বাড়িটা এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কিনা, নাকি এতক্ষণে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে।

ববের কথায় জুপিটার ও পীট তার দিকে তাকালো। বব বললো—আজ লাইব্রেরিতে গিয়ে একটা উপকার হয়েছে। ওখানে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি ম্যাপেল স্ট্রীটের সমস্ত বাড়ি নাকি ইতিমধ্যে ফাঁকা হয়ে গেছে। বোড় ডেভালপমেণ্ট থেকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে নতুন রাস্তা তৈরি হওয়ার জন্য বাড়ি ভাঙ্গার। যে সমস্ত বাড়ি ভাঙ্গা পড়বে—সেগুলি চিহ্নিত করে ইতিমধ্যে ভাঙ্গার কাজ শুরু হয়ে গেছে। তাই ভাবছি আমরা যে বাড়িটার খোঁজ করছি সেই বাড়িটা এতক্ষণে আছে কি না, নাকি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে।

সর্বনাশ বলো কি বব, এমন ঘটলে তো আর আমরা স্পাইকের লুকানো টাকার কোন সন্ধান করতে পারবো না।

জুপিটার কিন্তু কোনরকম উত্তেজনা বোধ করলো না। সে ববকে বললো—খবরটা যে আমিও শুনিনি তা নয়, আমিও শুনেছি। তিনশোর মতো বাড়ি ওখানকার ভাঙ্গা পড়বে। নতুন একটা রাস্তা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু—

মিস্টার গ্রাণ্ট বললেন—তাহলে তো আমাদের অপেক্ষা করা উচিত হবে না জুপিটার। আজ এখুনি আমাদের ওখানে যাওয়া উচিত।

—কিন্তু।

—কোন কিন্তু নয়, মনে হয় এই খবর ইতিমধ্যে ওই তিনজন

ডাকাতও পেয়েছে। আর তাছাড়া ওরা যে তোমাদের সেদিন ফলো করে ম্যাপেল স্ট্রীটে গিয়ে বাড়িটার সন্ধান করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আমার মনে হয় টাকাটা উদ্ধার তোমাদের করতেই হবে, যদি প্রাইজ মানি পাওয়ার ইচ্ছে তোমাদের থাকে তাহলে উচিত হবে কোনরকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে এখুনি অভিযান শুরু করা।

পীট উৎসাহিত হয়ে বললো—আপনি ঠিক কথা বলেছেন মিস্টার গ্রান্ট। সময় এক মুহূর্ত নষ্টকরা আমাদের উচিত হবে না।

জুপিটার দ্রুত কোন উত্তর দিল না। গ্রান্ট তাকে বোঝাবার জন্য বললেন কোন চিন্তা নেই। পুলিশকে না হয় আমি খবর দিচ্ছি। তারা আমাদের আড়াল থেকে লক্ষ্য রাখবে। আর আমার মনে হয় এই রাতের অন্ধকারেই আমাদের পক্ষে কাজ হাসিল করা অনেকটা সহজ হবে। দিনের বেলায় ওখানে রোড ডেভালপমেণ্ট অফিসের লোকজন ও শ্রমিকেরা থাকার ফলে আমরা ঠিক মতো কাজ করতে পারবো না। তাছাড়া ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যেতে পারে, এতে বিপদের সম্ভাবনাও থাকতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো তোমাদের যারা সর্বক্ষণ নজর রেখেছেন সেই তিনজন ডাকাত হয়তো ইতিমধ্যে পেঁছে গেছে গন্তব্য স্থানে। তাই বলছি, কোনরকম দ্বিধা না করে আমাদের উচিত হবে এখুনি ম্যাপেল স্ট্রীটের উদ্দেশে রওনা হওয়া।

জুপিটার এবার তাকালো মিস্টার গ্রাণ্টের দিকে। বললো—কিন্তু আমরা যাব কি করে?

গ্রাণ্ট বললেন—আমার গাড়িটা পার্কের এককোণে পার্ক করা আছে। ওই গাড়িতেই আমরা যাব। শুধু তোমরা তোমাদের বাইকগুলো কোথাও রেখে দিয়ে এস। তবে যা কিছু করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি, হাতে কিন্তু আমাদের একদম সময় নেই।

অতএব আর কালবিলম্ব না করে তিন গোয়েন্দা স্যালভেজ ইয়ার্ডে ফিরে এলো। তারপর তারা তাদের বাইকগুলো ইয়ার্ডের একটা কোণে দাঁড় করিয়ে রেখে আবার ফিরে গেল পার্কে। যাওয়ার সময় তারা ইয়ার্ডের পিছনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেল, যাতে ওদের কেউ নজর না করতে পারে।

মিস্টার গ্রাণ্ট তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আবছা অন্ধকারে তিন গোয়েন্দা গাড়িতে উঠে বসলো। • গাড়ির ইঞ্জিন চালু করলেন গ্রাণ্ট।

ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এলেন মিস্টার গ্র্যাণ্ট। ম্যাপেল স্ট্রীটে প্রবেশ করে এক জায়গায় তিনি গাড়িটা দাঁড় করালেন। তারপর তিন গোয়েন্দা গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। গ্রাণ্ট গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দরজা লক করে দিলেন। জুপিটার চারদিকে তাকিয়ে বললো—একদিনে দেখছি রোড ডেভালেপমেণ্ট দপ্তরের কর্মীরা অনেকটা কাজ সেরে ফেলেছে।

সত্যি অনেক বাড়ি ইতিমধ্যে ভাঙ্গা হয়ে গেছে। মিস্টার গ্রাণ্ট বললেন—এদিকে যা বাড়ি আছে, সেগুলো নাইন হান্ড্রেড ব্লক। আমরা কি এদিক দিয়ে শুরু করবো ?

—বেশ তাই করুন ?

—বাড়িটার নম্বর তো তোমাদের জানা নেই।

—না, আগের বাড়িটার নম্বর যা ছিল, সেই নম্বর তো বদলে গিয়েছে। এই নতুন নম্বর যে ঠিক কত তা বলতে পারবো না। তবে বাড়িটার একটা বর্ণনা আমরা মিসেস মিলারের কাছ থেকে পেয়েছি।

এবার তারা খুঁজতে লাগলো বাংলো ধরনের দোতলা বাড়ি। যার স্কাইলার্ক আকাশি রঙের আর সামনের দিকের জানলা দুটো গোলাকৃত। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তারা এই ধরনের কোন বাড়ির সন্ধান পেল না। শেষে আধঘন্টা পার হয়ে যাওয়ার পর তারা ছশো নম্বর ব্লকে এসে পেঁছিলো। এখানে তারা দুটো প্রায় একই ধরনের বাড়ি দেখতে পেল।

গ্রাণ্ট বললেন—এই দুটোর মধ্যে যে কোন একটা বাড়ি মনে হয় হতে পারে। ঠিক আছে, আগে এই বাড়িটা থেকেই আমরা আমাদের অভিযান শুরু করি।

এবার তারা বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজাটা লক করা। গ্রাণ্ট তার পকেট থেকে একটা ছুরি বার

করে দরজার লকটা ভাঙার জন্য তৎপর হওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার আগেই জুপিটার বললো—এই বাড়িটা আমাদের গন্তব্যের ঠিকানা নয় মিস্টার গ্রান্ট।

—কি করে বুঝলে ?

জুপিটার বললো—এই বাড়ির নম্বরটা লক্ষ্য করুন। পুরনো নম্বর মুছে নতুন নম্বর লেখা হয়েছে। আর নতুন লেখা নম্বরের ভিতর থেকে পুরনো নম্বরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এর আগের নম্বর ছিল ৬০২ অতএব আমাদের পরের বাড়িটা খোঁজ করা দরকার।

পকেট থেকে ছোট একটা পেন্সিল টর্চ বার করে জুপিটারের কথাটা যাচাই করে নিলেন মিস্টার গ্রান্ট। সত্যি জুপিটার ঠিক বলেছে। অতএব তারা দ্বিতীয় বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। দ্বিতীয় বাড়িটার কাছে পেঁছে জুপিটার নম্বর প্লেটটা দেখলো।

--হ্যাঁ, ঠিকই এই বাড়িটাই তাদের দরকার। নতুন নম্বরের আড়াল থেকে পুরনো নম্বর "৫৩২" জ্বলজ্বল করছে।

এবার মনে মনে সবাই উত্তেজনা বোধ করলো। দরজাটা লক করা ছিল না। সামান্য আঘাত দিতেই দরজাটা খুলে গেল। বোঝা গেল বাড়িতে কেউ নেই। বেশ কয়েকদিন হলো বাড়ির লোকেরা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে গেছে।

চারদিকে ভালো করে নজর করে নিয়ে মিস্টার গ্রান্টসহ তিন গোয়েন্দা এবার বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করলো।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো চারজন। প্রথম ভিতরে ঢুকলেন মিস্টার গ্রান্ট। তারপর একে একে জুপিটার পীট ও বব ভিতরে ঢুকলো। অন্ধকার নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রথম কথা বললেন মিস্টার গ্রান্ট।

—জুপিটার তুমি টর্চটা একবার জ্বালো তো।

জুপিটার টর্চটা জ্বাললো। টর্চের আলোয় এবার ঘরের চারদিকে নজর দিল সকলে। চমৎকার সাজানো ঘর। দেওয়ালগুলো রঙিন নক্‌শা করা ওয়াল পেপার দিয়ে মোড়া।

মিস্টার গ্রান্ট উৎসাহিত কণ্ঠে বললেন—কোন কিছু লুকিয়ে

রাখার পক্ষে উপযুক্ত জায়গা। এক কাজ কর ছেলেরা। দ্রুত দেওয়ালের কাগজগুলো খুলে ফেল।

কথাটা বলে মিস্টার গ্রাণ্ট পকেট থেকে দ্রুতহাতে একটা ছুরি বার করে দেওয়ালের কাগজগুলো কাটতে আরম্ভ করলেন। চারটে দেওয়ালের কাগজগুলো খুলে ফেলতে কোনরকম অসুবিধে হলো না। অথচ আশ্চর্য—কাগজগুলো দেয়াল থেকে সরানো সত্ত্বেও কোন কিছু তাদের চোখে পড়লো না। কেবল চোখের ওপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো প্ল্যাসটার করা দেয়ালগুলো।

মিস্টার গ্রাণ্ট কিন্তু হতাশ হলেন না। তিনি ছেলেদের উৎসাহিত করে বললেন—চলো, এই ঘরে যখন কিছু পাওয়া গেল না, তখন আমরা পাশের ঘরে যাই। নিশ্চয় কোন না কোন ঘরে সে টাকাগুলো লুকিয়ে রেখেছে।

জুপিটার আপত্তি করলো না।

সে বললো আমাদের সর্বাগ্রে খুঁজে বার করা দরকার ঠিক কোন্ ঘরটায় স্পাইক নেলি থাকতো।

মিস্টার গ্রান্ট এগিয়ে গেলেন। টর্চের আলোয় ডানদিকে ছোট্ট একটা শোবার ঘর দেখা গেল। ওই ঘরে প্রবেশ করার আগেই তারা পায়ের শব্দে চমকে উঠলো। মনে হলো কেউ বা কারা যেন তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। টর্চের আলো নিভিয়ে তারা দেওয়ালের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি তখন তাদের দরজার দিকে।

দরজাটা খুলে গেল।

ঝলসে উঠলো এক ঝলক আলো। ওই আলোয় তারা দেখতে পেল তিনজন ষণ্ডামার্কা লোককে। তারা মিস্টার গ্রাণ্টসহ তিন গোয়েন্দাকে দেখে বললো—চমৎকার তোমরা সকলেই এখানে আছ দেখছি। এত সহজে যে তোমাদের আমরা ধরে ফেলতে পারবো ভাবিনি। তারপর মিস্টার গ্রাণ্টের দিকে তাকিয়ে ওদের মধ্যে থেকে একজন বললো—তুমি এখানে কিসের জন্য এসেছ?

মিস্টার গ্রান্ট সহজভাবে বললেন—আমি মিস্টার গ্রান্ট, স্পেশাল ইনভেসটিগেটর।

মিস্টার গ্রান্টের কথাটা শেষ হওয়া মাত্র লোকটা প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠলো। অপ্রস্তুত গ্রাণ্ট তার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন - তুমি ওরকম ভাবে হাসছ কেন? তোমাদের পরিচয় বা কি, আর কি কারণেই বা তোমরা এখানে এসেছ ঃ

লোকটি এবার মিস্টার গ্রাণ্টকে লক্ষ্য করে বললো—আমাদের পরিচয় তো নিশ্চয় পাবে, তার আগে বলতো হঠাৎ নিজের পরিচয় বদলালে কেন? আমার তো যতদূর জানা আছে তোমার নাম স্মুথ সিমসন। এই শহরের একজন নামকরা স্মাগলার। পুলিশের খাতায় প্রথম সারিতেই তোমার নামটা আছে—কি ঠিক বলছি তো মিস্টার গ্রান্ট?

মুহূর্তের মধ্যে গ্রান্টের মুখটা যেন শুকিয়ে গেল। তবু প্রতিবাদের চেষ্টা করে বললেন—কি আজেবাজে কথা বলছ তোমরা। আমি একজন স্পেশাল ইনভেস্টিগেটর, এই দেখ আমার কার্ড। ভদ্রলোক পকেট থেকে কার্ডটা বার করতে যাচ্ছিলেন, তার আগে ওকে থামিয়ে দিয়ে লোকটি বললো—যাক খুব হয়েছে, এইসব বাচ্চাদের তুমি এই পরিচয় দিয়ে পার পেতে পারো, তাবলে আমাদের কাছে নয়। আমরা তোমাকে খুব ভালোভাবে চিনি মিস্টার সিমসন।

জুপিটার অপ্রস্তুত চোখে তাকিয়েছিল। তার কাছে সব কিছু কি রকম যেন গোলমাল লাগছিল। তবু সে মিস্টার গ্রান্টের পক্ষ নিয়ে বললো—আমার মনে হয় আপনাদের কোথাও ভুল হচ্ছে। উনি ব্যাংক নিরাপত্তা এসোসিয়েশনের একজন এজেন্ট মিস্টার গ্রান্ট।—তাছাড়া ওনার কার্ড আমরা দেখেছি।

এবার পাশ থেকে কথাটা হতচকিত অবস্থায় ছুঁড়ে দিল পীট।

লোকটি কিন্তু সে সব কথায় কোন আমল দিল না। এবং পীটের দিকে গম্ভীর চোখে তাকিয়ে বললো—চুপ করহে ছোকরা, আমার চাইতে তোমরা ওকে বেশি চেন। গতকাল থেকে আমরা এখানে ওঁত পেতে বসে আছি তোমাদের ধরার জন্য।

এবার মিস্টার গ্রাণ্ট লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন—তাহলে তুমি মিস্টার মারগান? কিন্তু শোনো, এখনও পর্যন্ত আমরা

লুকানো টাকার সন্ধান করতে পারিনি। যদি বলতো আমি তোমাদের এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি।

—চুপ বদমাশ। একটাও কথা বলো না। যেমন দাঁড়িয়ে আছ তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। যা করার আমরা নিজেরাই করতে পারবো।

এই বলে লোকটি তার দুই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললো—লিও, তোমার কাছে দড়ি আছে না? তুমি আর বেবি দুজনে মিলে ওদের ভালো করে বেঁধে ফেল।

তারপর মিস্টার গ্রান্ট ও তিন গোয়েন্দাকে আদেশ করলো পিছনে হাত দুটো রেখে দেয়ালের দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াতে।

বাধ্য ছেলের মতো ওদের নির্দেশ মানতে হলো জুপিটার ও তার সঙ্গীদের। নিজের কাজের জন্য নিজেকে দোষী মনে হচ্ছিল জুপিটারের। বিশেষ করে একজন গোয়েন্দা হিসাবে মিস্টার গ্রান্টকে বিশ্বাস করার জন্য। তার তো উচিত ছিল মিস্টার গ্রান্টের পরিচয়টা যাচাই করে নেওয়া। অথচ সে কিছুই করলো না। বরং মন্ত্রমুগ্ধের মতো গ্রান্টের কথাকে বিশ্বাস করে নিয়ে চলে এলো মিসেস মিলারের বাড়িতে। ছিঃ—ছিঃ—নিজেকেই মনে মনে ধিক্কার দিল জুপিটার। আবার পরক্ষণে গ্রান্টের অটুট অভিনয় দক্ষতাকেও তারিফ করলো। ভদ্রলোক কাগজ পড়ে গোটা ব্যাপারটা যে জেনেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর জুপিটারের টেলিফোন নম্বরটাকে তিনি ফোনবুক থেকে সংগ্রহ করেছেন এটা এখন বুঝতে অসুবিধে হলো না জুপিটারের। কিন্তু এই মুহূর্তে আর আপসোষ করে কোন লাভ নেই। যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন তারা একদল শয়তানের হাতে বন্দী। তিনটে লোকই যে স্পাইক নেলির কয়েদখানার সঙ্গী ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মারগানের দুই সঙ্গী দ্রুত কাজ সারলো। হাত দুটো পিছনে দিয়ে ভালো করে দড়ি দিয়ে বাঁধলো। এবার মারগান তাদের নির্দেশ দিলেন, ওই চারজনের পাগুলো ভালো করে হাত দুটোর সঙ্গে বেঁধে ফেলতে।

লিও ও বেবি নামের লোকগুলোর নির্দেশে মিস্টার গ্রান্টসহ জুপিটার ও তার সঙ্গীরা মাটিতে বসে পড়লো। তাদের পাগুলো এবার শক্ত করে বাঁধা হলো। তারপর তাদের প্রত্যেকের চোখগুলো বেঁধে দেওয়া হলো রুমাল দিয়ে। সমস্ত কাজ শেষ হলে মারগান নামের লোকটি মৃদু হেসে বললো—এখন তোমরা এই অন্ধকার কক্ষে চুপ করে বসে থাক। এখান থেকে চিৎকার করলেও কোন লাভ হবে না। কেউ তোমাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না। তবে ভয় নেই, যাওয়ার আগে আমরা দরজা খুলে রেখে যাব যাতে এই বাড়ি ভেঙে ফেলার আগে তোমাদের কর্মরত লোকেরা উদ্ধার করতে পারে। তারপর একটু থেমে মারগান তাকালেন জুপিটারের দিকে। বললেন—টাকাতো ওই ওয়াল পেপারের নিচে কোথাও লুকানো আছে—কি তাই নাহে ছোকরা? সত্যি কোন মূল্যবান বস্তু লুকিয়ে রাখার মতো উপযুক্ত জায়গাই বটে। এতদিনের মধ্যে একবারও আমাদের কারো মাথায় এমন একটা লুকানো জায়গার কথা মনে আসেনি—এরজন্য সত্যি ছোকরা তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার বুদ্ধি আছে। তারপর মারগান মিস্টার গ্রান্টের দিকে তাকিয়ে বললেন—কি মিস্টার সিমসন, এখন দুঃখ হচ্ছে। ভেবেছিলে ছেলেগুলোর মাথায় হাত বুলিয়ে কার্যোদ্ধার করবে। ওরে শয়তান, আমার সঙ্গে চালাকি করে কোন লাভ হবে না। আমরা জানতাম এই ছোকরাই পারবে আসল ক্লু উদ্ধার করতে, সেইজন্য আমরা ট্রাংক থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রেখে কেবল নিঃশব্দে ওদের কাজকর্ম লক্ষ্য করছিলাম। কিন্তু তুমি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলে চাঁদ, এখন তো তোমাকে তার জন্য ভুগতেই হবে।

তারপর মারগান নামক লোকটি তার দুই সংগী লিও ও বেবিকে পাশের ঘরগুলোর ওয়াল পেপার পরীক্ষা করতে বললো।

লোকদুটো দ্রুত পাশের ঘরে ঢুকলো। জুপিটারের এবার মনে হলো কে বা কারা তাঁর ইয়ার্ড থেকে ট্রাংকটা চুরি করার চেষ্টা করেছিল। কেনই বা দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন বেচারা ম্যাক্সিমিলিয়ান আর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো, হারানো

ট্রাঙ্ক কারাই বা আবার তাদের ফেরৎ দিয়েছিল আর কেনই বা দিয়েছিল? সেদিন এইসব প্রশ্নের উত্তর নিজের মধ্যে খুঁজে না পেলেও আজ এই মুহূর্তে সব কিছু স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছে জুপিটার।

খানিক বাদে মারগানের সঙ্গী দুজন ফিরে এলো। তারা জানালো, পাশের ঘর দুটো তল্লাসী করে তারা কোন কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি। এবার যথেষ্ট চিন্তায় পড়লেন মারগান। মিস্টার গ্রান্টের দিকে তাকিয়ে বললেন—কি মিস্টার সিমসন, আপনি কি সঠিক করে কিছু বলতে পারেন কোন্ ঘরে ঠিক টাকাটা লুকানো আছে?

—না, সেটা জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে যদি আমাকে অনুমতি দেওয়া হয় তো আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি। দেখতে পারি একবার চেষ্টা করে।

—না সে সুযোগ তুমি পাবে না। আমাদের কাজ আমরাই করতে পারবো। যে আমাদের মুখের গ্রাস একাই গ্রাস করার পরিকল্পনা করেছিল, তাকে আমি দেব সুযোগ সে পাঠশালায় আমি পড়িনি। তারপর মিস্টার মারগান তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন। বললেন—এই বাড়ির প্রতিটি দেয়াল আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কাজ সারতে হবে খুব তাড়াতাড়ি।

মিস্টার মারগান তার সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত ভিতরে ঢুকে গেলেন।

অন্ধকার ঘরের মেঝের ওপর চারজন পাশাপাশি বসেছিল। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মিস্টার গ্রান্ট প্রথম কথা বললেন—আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ঠিক এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে আমরা পড়বো ভাবতে পারিনি। আসলে আমি মন থেকে রক্তারক্তি করাটা ঠিক পছন্দ করি না। আমি কাজ করি বুদ্ধি খাটিয়ে—গায়ের জোরে নয়।

জুপিটার গম্ভীর হয়ে বললো—এই অবস্থার জন্য দায়ী আমি নিজে। আমার উচিত ছিল আপনাকে ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়া। কাজেই দোষটা আমার অন্য কারো নয়।

পীট ও বব চুপ করে ছিল। ওরা যথেষ্ট ভয় পেয়েছে। মিস্টার

গ্রাণ্ট কিছু একটা বলতে ... ন, তার আগেই সামনের দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। আর ... দেখা গেল একরাশ ছায়ামূর্তি যেন প্রবেশ করলো ঘরের মধ্যে।

এরা কারা? কোথা থেকে এ... সংখ্যা ঠিক বোঝা গেল না। ভয়ার্ত কণ্ঠে মিস্টার গ্রাণ্ট ব... কে ওখানে? কারা?

—চুপ কথা বলো না, আমরা তোমাদের সাহ... এসেছি। চিৎকার করে ভিতরে যে লোকগুলো আছে, ... সাবধান করে দিও না।

এরপর এদের মধ্যে একজন আর একজনকে ফিস ফিস স্বরে বললো—ম্যান, তুমি দরজার সামনে দেওয়াল ঘেষে দাঁড়াও, পালাতে দিও না। ওরা ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেই ওদের ওপর আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এখন আমাদের উচিত হবে এদের হাতের বাঁধনগুলো খুলে দেওয়া।

কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না। শোনা গেল পায়ের শব্দ। বোঝা গেল মারগান তার সঙ্গীদের নিয়ে হলঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে আগন্তুকের দল দেয়াল ঘেঁষে যার যার জায়গা নিল। মারগান এবার এগিয়ে এসে দাঁড়ালো জুপিটারের সামনে। তারপর রুক্ষ গলায় বললো - দেখ ছোকরা, কোনরকম ভনিতা না করে পরিষ্কার করে বলতো, টাকা কোথায় লুকানো আছে।

জুপিটার দৃঢ়কণ্ঠে বললো আমি জানি না।

—জানো না, প্রাণের ভয় যদি থাকে, তাহলে চালাকি না করে তাড়াতাড়ি বলে ফেলো। হাতে আমাদের একদম সময় নেই।

জুপিটার ঠিক আগের মতোই বললো—বললাম তো আমি জানি না।

—তবে রে দাঁড়াও দেখাচ্ছি।

মারগান নিচু হয়ে জুপিটারের চুলের মুঠি ধরার চেষ্টা করা মাত্র তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো একদল মানুষ। সংখ্যায় যে ঠিক তারা কতজন বোঝা গেল না। কেবল মুহূর্তে দেখা গেল তিন

ষণ্ডামার্কা মানুষকে ঘায়েল হ[illegible] তাদের হাত পা বেঁধে মুখে বস্তা বেঁধে দেওয়া হ[illegible]

কাজ শেষে আলো[illegible] ওদের মধ্যে একজন। তিন গোয়েন্দার মুখে [illegible] নেই। চকিতে কি ঘটে গেল তারা বুঝতে পার[illegible]রা এই মানুষগুলো? কোথা থেকে [illegible]পিটারের চোখের বাঁধন খুলে দিল। এবার [illegible] চোখ মেলে দেখতে পেল তার সামনে বেটেখাটো একজন মানুষ হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে চেনার কথা গ্র্যাণ্ট বা ববের নয়। জুপিটার সবিস্ময়ে বললো—আরে লোনজো তুমি? তুমি এখানে এলে কি করে?

লোনজো নামক লোকটি বললো—সে কথা পরে হবে, আগে বলো তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি তো?

—না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে মিস্টার সিমসন পাশের যে লোকটি ছিল সে কোথায় গেল, তাকে দেখছি না তো?

—মনে হয় লোকটা পালিয়েছে। তো যাক সে কথা, এখন তুমি এখুনি একবার মিসেস জেলদার সঙ্গে দেখা কর। উনি তোমার জন্য বাইরে গাড়িতে অপেক্ষা করছেন।

—মিসেস জেলদা। তিনি কোথায়?

—এসো আমার সঙ্গে।

লোনজো তাদের ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। দেখলো খানিকটা দূরে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জুপিটার এগিয়ে গেল। একটা গাড়িতে চুপ করে মুখ ঢেকে বসে ছিলেন মিসেস জেলদা।

লোনজো তার কাছে এসে বললো—ছেলেরা ভালোই আছে। ওদের কোন ক্ষতি হয়নি।

—আর শয়তানগুলো।

—ওরা এখন আমাদের হাতে বন্দী।

—খুব ভালো। তারপর তিনি জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন—গাড়িতে উঠে এসো, তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা আছে।

ওরা তিনজন গাড়িতে উঠে বসলো।

মিসেস জেলদা ঠাণ্ডা গলায় ধীরে ধীরে বললেন—তোমাকে

আমরা প্রথম দিন থেকেই চোখে চোখে রেখেছিলাম, যাতে তোমার কোন বিপদ না হয়। গ্যালিভার আমাদের নিজেদের লোক—কাজেই তার জন্য আমরা সব কিছু করতে প্রস্তুত। তারপর একটু থেমে তিনি জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন—সত্যি করে বলো তো, তোমরা কি টাকার সন্ধান পেয়েছ ?

জুপিটার স্বীকার করলো। বললো—হ্যাঁ সন্ধান পেয়েছি, তবে ঠিক কোথায় আছে সেটা এখনও জানা যায়নি।

মিসেস জেলদা তাকালেন জুপিটারের দিকে। বললেন—

—তোমার কি অনুমান মিস্টার স্পাইক নেলি টাকাগুলো তার বোনের বাড়িতেই রেখেছে ?

—হ্যাঁ, এছাড়া আর কোথাও রাখার মতো তার পক্ষে উপযুক্ত জায়গা ছিল না। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে স্পাইক আবার ফিরে আসবেন, এমন ইঙ্গিতই ছিল তার মধ্যে। তাছাড়া জেলখানা থেকে গ্যালিভারকে লেখা চিঠির মধ্যেই স্পাইক সে কথা স্পষ্টভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

মিসেস জেলদা গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর ম্লান গলায় বললেন—চিঠিটা যে মূল্যবান একথা গ্যালিভার জানতো। তারও ধারনা ছিল ওই চিঠির মধ্যে স্পাইকের লুকানো টাকার 'ক্লু' উল্লেখ করা আছে। আর সেইকারণেই সে চিঠিটা সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখেছিল।

—তার মানে আপনি কি গ্যালিভারকে চিনতেন, ওর সঙ্গে কি এই ব্যাপারে আপনার কথা হয়েছিল ?

জুপিটারের প্রশ্নে মিসেস জেলদা বললেন—ওসব কথা এখন থাক, আর তাছাড়া তোমাকে তো প্রথমদিনই বলেছিলাম গ্যালিভার আমাদের জিপসিদের বন্ধু, কাজেই আমার জানার দরকার সত্যি কি লুকানো টাকার হদিশ তোমরা পেয়েছ ? যদি পেয়ে থাক তো, সে টাকা কোথায় লুকানো আছে ?

জুপিটার মৃদু গলায় বললো—ওয়াল পেপারের নিচে—এটা এমন একটা গুপ্ত জায়গা যে চট করে কেউ তা অনুমান করতে পারবে না। তবে এই মুহূর্তে আমার ধারনা টাকাগুলো ওই

জায়গায় নেই।

—মানে কেউ বার করে নিয়েছে ?

—না মিসেস জেলদা, ও টাকা চট করে উদ্ধার করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। এত কাঁচা কাজ করার মানুষ ছিলেন না স্পাইক নেলি। তার উপস্থিত বুদ্ধিও ছিল অসাধারণ, যাতে কেউ চট করে তার টাকার হদিশ করতে না পারে তার জন্য আসল "ক্লু" তিনি তার চিঠির মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছিলেন। তার বিশ্বাস ছিল গ্যালিভার তার চিঠির আগাগোড়া ভালোভাবে পরীক্ষা করবে। কিন্তু গ্যালিভার তা করেননি। চিঠিটাকেই তিনি প্রধান ক্লু হিসাবে ভেবেছিলেন, চিঠির খামটাকে নয়। অথচ বুদ্ধিমান স্পাইক তার পাঠানো খামটাকেই আসল "ক্লু" হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

—মানে।

—খুব সহজ। খামের উপর স্পাইক অত্যন্ত সন্তর্পণে একটা ডাকটিকিটের ওপর আর একটা টিকিট পেস্ট করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন যে তার টাকাটা একটা কাগজের নিচে লুকানো আছে। আর সেই কাগজগুলো ওয়াল পেপার। জুপিটারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কথাগুলো জেলদাকে বললো বব।

মিসেস জেলদা বিস্ফারিত চোখে জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন—এটা কি সত্যি গোয়েন্দা।

—হ্যাঁ মিসেস জেলদা, তবে আমার বন্ধু সামান্য একটু ভুল করে গেছে।

বব তাকালো জুপিটারের দিকে।

জুপিটার বললো—দোষটা তোমার নয় বব, তুমি যা বলেছ তা ঠিক—এখানে পেঁছবার আগে পর্যন্ত আমারও ধারনা তাই ছিল। ভেবেছিলাম টাকাটা সত্যি স্পাইক নেলি ওয়াল পেপারের নিচে পেস্ট করে রেখেছেন। কিন্তু আদপে তা সত্যি নয়—যদি আমাদের অনুমান সত্যি হতো তাহলে হয়তো এতক্ষণে সেই টাকা হস্তগত হতো মারগানের। কিন্তু সমস্ত ঘর তল্লাসী করেও তার পক্ষে নেলির ডাকাতি করা টাকাগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অতএব বোঝা যাচ্ছে আমাদের বিশ্লেষণের মধ্যে কোথাও একটা ভুল থেকে গেছে।

মিসেস জেলদা এবার জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখ হে খুদে গোয়েন্দা, বাড়তি কথা বলে সময় নষ্ট কর না, যা কিছু করতে হবে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি। অতএব আসল কথাটা আমায় তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে বলো।

জুপিটার সহজ গলায় বললো—মিস্টার স্পাইক তার খামের ওপর দুটো টিকিট ব্যবহার করেছেন। একটা দুই সেন্টের আর একটা চার সেন্টের। আর তার ব্যবহার করা চার সেণ্ট টিকিটের মধ্যেই ছিল আসল 'ক্লু', কেননা ওই টিকিটটার সঙ্গেই তিনি ডলারের কাগজী মুদ্রার প্রতিক বোঝাতে চমৎকার কায়দায় পেস্ট করেছিলেন এক সেণ্ট মূল্যের একটা টিকিট—যার রঙ ডলারের কাগজী মুদ্রার মতো ছিল সবুজ।

—তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু তার সঙ্গে লুকানো জায়গার সম্পর্ক কি আছে?

—আছে। জুপিটার বেশ জোর দিয়েই বললো কথাটা। তারপর জিপসি মহিলার দিকে তাকিয়ে বললো—মনে রাখবেন তিনি 'ক্লু' হিসাবে প্রধানত ব্যবহার করেছেন ফোর সেণ্ট মূল্যের ডাকটিকিটটাকে।

বব ও পীটের কাছে জুপিটারের কথাটা এবার ভীষণ ধাঁধা লাগলো। বব বললো—আচ্ছা জুপ তুমি হঠাৎ ফোর সেণ্ট মূল্যের ডাকটিকিটটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন?

জুপিটার একটু থেমে বললো—তোমরা সবাই হয়তো ভুলে গেছ, স্পাইক নেলির উচ্চারণের মধ্যে কিছুটা ত্রুটি ছিল। সে সব শব্দ ঠিক ঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে পারতো না। বিশেষ করে "এল" বর্ণটা তার জিহ্বায় উচ্চারিত হতো না। তার এই উচ্চারণের গলতির কথা আর কেউ না জানলেও গ্যালিভার জানতো। তার বিশ্বাস ছিল গ্যালিভার "ক্লু" খোঁজার সময় তার এই ত্রুটির কথা মনে রেখে কাজ করবে—কিন্তু গ্যালিভার তা করেনি।

মিসেস জেলদা এবার অবাক হলেন। বললেন—তোমার কথা

ঠিক, সত্যি স্পাইকের উচ্চারণের ত্রুটি ছিল। সে একেকটা শব্দ অদ্ভুত ভাবে উচ্চারণ করতো। বিশেষ করে "এল" বর্ণটা উচ্চারণ করতে পারতো না।

—ঠিক তাই। আমরা তার বোনের কাছ থেকে শুনেছি স্পাইক নাকি "ফ্লাওয়ার" শব্দকে "ফোয়ার" বলে উচ্চারণ করতো। যদি তার উচ্চারণে "ফ্লাওয়ার" শব্দ "ফোয়ার" উচ্চারিত হয় তাহলে "ফ্লোর" শব্দটাকে সে কি ভাবে উচ্চারণ করবে মিসেস জেলদা ?

মিসেস জেলদা দ্রুত উত্তর দিলেন—এই ক্ষেত্রে তার "ফ্লোরকে" ফোর উচ্চারণ করাই স্বাভাবিক।

—ঠিক তাই, 'ফ্লোর'কে 'ফোর' হিসাবেই উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত ছিল স্পাইক, আর সেই কারণেই সে খামের ওপর "ফোর সেন্টে"র ডাকটিকিট ব্যবহার করে বুঝিয়ে দিয়েছিল তার ডাকাতি করা টাকা কোথায় সে লুকিয়ে রেখেছে, অর্থাৎ তার টাকা লুকানো আছে ওই বাড়ির কোন ঘরের মেঝের নিচে।

মিসেস জেলদার চোখ জোড়া খুশিতে ভরে উঠলো। তিনি জুপিটারের কাঁধে হাত রেখে বললেন—তোমার অনুমান মনে হয় সঠিক। ঠিক আছে চলো আমরা যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। কথাটা বলে মিসেস জেলদা তার জিপসি সঙ্গী লোনজোকে বললেন—লোনজো চলো আমরা দুজনে এদের সঙ্গে বাড়িটার ভিতরে যাই। আর কারো এখন যাওয়ার দরকার নেই। ওরা সবাই বাইরে গাড়িতে অপেক্ষা করুক।

দ্রুত তারা গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। বাড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জুপিটার বললো—এই বাড়ির এমন একটা ঘর নিশ্চয় আছে, যার মেঝেটা কাঠ দিয়ে তৈরি। আমার ধারনা স্পাইক মনে হয় ওই রকম একটা কাঠের মেঝেয়ালা ঘরে আত্মগোপন করেছিল। আর সেই ঘরটা সম্ভবত বাড়িটার পিছনের দিকে হওয়াই স্বাভাবিক, যাতে চট করে বাইরের কোন লোকের নজরে না পড়ে।

বাড়িটার মধ্যে ঢুকে জুপিটার তরতর করে ভিতরের দিকে

এগিয়ে গেল। সে কোন ঘরে না ঢুকে সোজা এগিয়ে গেল ভিতরের করিডোর দিয়ে একবারে পিছনের দিকে। সত্যি ছোট্ট একটা ঘর সকলের নজরে পড়লো। টর্চের আলোয় দেখা গেল ঘরটা চমৎকার পরিপাটি করে সাজানো। চারদিকের দেয়ালগুলো ওয়ালপেপার দিয়ে ঢাকা। আর এই ঘরের আসল মেঝেটা যে কাঠের তৈরি তা বুঝতে কারো অসুবিধে হলো না, যদিও মেঝের ওপর পরিপাটি করে পেস্ট করা ছিল সুন্দর নকসা করা "ফ্লোর পেপার"।

এবার জুপিটারের নির্দেশমতো পীট ও লোনজো ফ্লোর পেপার-গুলো ছুরি দিয়ে কাটতে শুরু করলো। ওই ফ্লোর পেপার সরাতেই বেরিয়ে এলো কাঠের পাটাতন। লোনজো দ্রুত হাতে একটার পর একটা পাটাতন সরাতে লাগলো, তাকে সাহায্য করছিল পীট ও বব। এক সময় কোণের দিকে একটা পাটাতন সরাতেই পীটের নজরে পড়লো সবুজ রঙের কাগজী টাকার বাণ্ডিল।

সে চিৎকার করে বললো—জুপ পেয়েছি। এই দেখ।

তার চিৎকার শুনে সবাই ছুটে গেল ওদিকে। সত্যি—পাটাতনের নিচে থরে থরে সাজানো টাকা তারা সবাই দেখতে পেল।

জুপিটার নিজেও রোমাঞ্চিত হলো। বললো—সত্যি স্পাইকের বুদ্ধিকে তারিফ না করে উপায় নেই। আমিও প্রথমটায় তার ক্লুকে ঠিক মতো বুঝতে পারিনি। পরে মারগান ওয়ালপেপার সরিয়ে টাকা হদিস না পাওয়ায় আমাকে নতুন করে ভাবতে হলো। আর ভাবতে গিয়েই আমার মনে হলো স্পাইকের ওই বিকৃত উচ্চারণের কথা। তখনই মনে হলো টাকাটা মেঝের নিচে কোথাও লুকানো নেই তো? ফ্লোর উচ্চারণের প্রতীক হিসাবেই কি "ফোর সেণ্টের" ডাকটিকিট সে ব্যবহার করেছে।

জেলদা হেসে বললেন—তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি বলেই বুদ্ধি খাটিয়ে এই টাকার হদিশ করতে পেরেছ। গ্যালিভারের পক্ষে এই টাকা উদ্ধার করা কিছুতেই সম্ভব হতো না। তারপর মিসেস জেলদা জুপিটারের কাঁধে হাত রেখে বললেন—আমার দায়িত্ব শেষ হয়েছে, আমি এখন চলি। আমি এতদিন তোমাদের নজরে রেখে

ছিলাম যাতে তোমরা নিরাপদে কাজ করে ডাকাতি হওয়া টাকা-গুলো উদ্ধার করতে পারো। গ্যালিভার নিজে যখন এই টাকা নিজের বুদ্ধিতে উদ্ধার করতে পারেনি, তখন এই টাকার ওপর তার কোন অধিকার নেই। তারপর একটু থেমে বললেন—তোমরা এই টাকা নিয়ে কি করবে তা চিন্তা করে দেখ। তবে আমার মনে হয় পুলিশ না আসা পর্যন্ত তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। লক্ষ্য রেখ ওই তিনটে দাগী আসামী যেন পালাতে না পারে। ওদের শাস্তি পাওয়া দরকার।

—আপনারা এখন কোথায় যাবেন ?

মিসেস জেলদা হেসে বললেন—দেখি কোথায় যাই। চেষ্টা করতে হবে গ্যালিভারের কোন খবর পাই কিনা।

—গ্যালিভার! সে তো মৃত ?

পীট সবিস্ময়ে বললো।

মিসেস জেলদা বললেন—সে কথাতো আমি বলিনি। আমি তো তোমার বন্ধুকে বলেছিলাম সে লোকালয় থেকে অদৃশ্য হয়েছে। মারা গেছে এমন কথাতো বলিনি। বেঁচেও তো থাকতে পারে গ্যালিভার।

এবার জুপিটার তাকালো মিসেস জেলদার দিকে। বললো—আপনি সব জানেন। সত্যি করে বলুন তো গ্যালিভার কোথায় ? সে কি সত্যি বেঁচে আছে ? আর তার ওই "নরমুণ্ড"—সেটা কি সত্যি কথা বলে ?

মিসেস জেলদা ঠাণ্ডা গলায় বললেন—এসব কথার উত্তর ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

দুই সপ্তাহ পরে তোমরা আমার সঙ্গে আমার পুরনো ঠিকানায় দেখা কর। সব উত্তর আমি সেদিন তোমাদের দেব। এখন আমরা চলি। তোমরা অপেক্ষা কর। পুলিশ ঠিক সময় মতো এসে পড়বে।

কথাটা বলে মিসেস জেলদা আর দাঁড়ালেন না। দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। তার পিছনে লোনজো গিয়ে গাড়িতে বসলো। গাড়ির দরজা বন্ধ হলো। তারপর মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল দুটো গাড়ি।

অন্ধকারে তিন গোয়েন্দা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। অপেক্ষায় থাকলো পুলিশ কখন আসবে।

বেশ কয়েকদিন পরের ঘটনা।

প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক মিস্টার আলফ্রেড হিচককের চেম্বারে বসেছিল তিন গোয়েন্দা। ঘরের একধারে বড় সুদৃশ্য টেবিলের এক প্রান্তে বসেছিলেন মিস্টার হিচকক অন্য দিকে তিন গোয়েন্দা।

ববের তৈরি করা তদন্ত রিপোর্টের ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন মিস্টার হিচকক। একসময় তিনি রিপোর্ট পড়া শেষ করে মুখ তুলে তাকালেন। তারপর হাত দিয়ে রিপোর্ট লেখা কাগজগুলো একদিকে সরিয়ে রেখে বললেন—সত্যি ছেলেরা তোমাদের কাজের তারিফ করতে হয়। যে লুকানো টাকার সন্ধান পেল না গোয়েন্দারা চার বছরের মধ্যে তা তোমরা অতি সহজে খুঁজে বার করেছ। এর জন্য তোমাদের পুরস্কার পাওয়া উচিত। তারপর একটু থেমে একটা সিগার ধরিয়ে নিয়ে বললেন—তবে তোমাদের রিপোর্ট পড়ে আমি কয়েকটা প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পাইনি—সে উত্তরগুলো আমার কাছে খুব জরুরী।

—কি প্রশ্ন বলুন? আমি সাধ্যমতো উত্তর দিতে চেষ্টা করবো।

মিস্টার হিচকক এবার তার হাতের সিগারে লম্বা টান দিয়ে বললেন—আমার জিজ্ঞাস্য মিস্টার গ্যালিভারকে নিয়ে। এই লোকটার বিষয় তো কিছু জানা হলো না। কি হলো যাদুকর গ্যালিভারের? সে কি সত্যি সত্যি মারা গেছে। নাকি লোকালয় থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। যদি সে লোকালয় থেকে নিখোঁজ বা অদৃশ্য হয় তাহলে কিভাবে হলো? কে বা কারা করলো এই কাজ? আর কেনই বা এই কাজ করা হলো?

মিস্টার হিচককের প্রশ্নে জুপিটার স্পষ্ট চোখে তাকালো তার দিকে। তারপর বয়স্ক মানুষের মতো গম্ভীর গলায় বললো—মারা যাননি মিস্টার গ্যালিভার। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ভদ্রলোক একটা অফিসে খাতা লেখার কাজ করতেন। এই সময় তিনি পান স্পাইক নেলির চিঠি। তিনি নেলির কাছ থেকে জেলখানায় থাকার

সময় তার লুকানো টাকার কথা শুনেছিলেন অথচ তার জানা ছিল না ওই টাকা ঠিক কোথায় লুকানো আছে ? সেই কারণে স্পাইক নেলির চিঠি পাওয়ার পর তার মনে হয়েছিল ওই চিঠির পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে। এবং চিঠিটা যে খুব মূল্যবান সেটা বুঝেই তিনি চিঠি খুব গোপনে নিজের কাছে রেখেছিলেন। এই পর্যন্ত গ্যালিভার ঠিক ঠিক ছিলেন, তিনি ভাবছিলেন কিভাবে চিঠি থেকে 'ক্লু' খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু হঠাৎ করে একদিন তিনি অফিস এসে শুনলেন তিনটে লোক তার খোঁজে এসেছিল। এই কথা শোনার পর থেকেই গ্যালিভার অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। তার ধারনা এই তিনজন লোক নেলির ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গী ছাড়া আর কেউ নয়। তারা নেলির চিঠির কথা জানতে পেরেছে। হয়তো তাদের ধারনা গ্যালিভার ওই টাকার সন্ধান জানে। ফলে গ্যালিভার প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পড়েন। যখন বুঝতে পারেন লোক তিনটে তার পিছু নিয়েছে, কিছুতেই তাকে ছাড়বে না তখন তিনি একদিন হোটেল থেকে কাউকে কিছু না জানিয়ে সমস্ত জিনিসপত্র ফেলে রেখে অদৃশ্য হয়ে যান। তিনি কোথায় গেছেন কেউ তা জানে না—ফলে তার অন্তর্ধান রহস্যময় হয়ে ওঠে।

এরপরের ঘটনা গ্যালিভার ছাড়া আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। যতদূর জেনেছি তিনি হোটেল থেকে বেরিয়ে জিপসির দলে এসে মেশেন। তার সঙ্গে জিপসি দলের একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল। তার মা ছিলেন জিপসি নারী। ফলে তার পক্ষে জিপসিদের সঙ্গে থাকা হয়ে উঠেছিল খুব সহজ। ওখানে এসে তিনি মহিলার ছদ্মবেশ গ্রহণ করেন।

জুপিটারের বক্তব্য শুনে বিস্মিত হলেন মিস্টার হিচকক। বললেন—তার মানে গ্যালিভার বেঁচে ছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—তবে কি ওই মিসেস জেলদাই আসল গ্যালিভার ?

ঠিক তাই স্যার। ওই মহিলার ছদ্মবেশে জিপসিদের মধ্যে থাকার জন্য মারগানের দলের লোকেরা তাকে সন্দেহ করতে পারেনি।

মুখ থেকে ধোঁয়া বের করে হিচকক বললেন—চমৎকার

ছদ্মবেশ। আর একটা প্রশ্ন—ওই যে প্রথম দিন অকসানের সময় যে মহিলাটি তোমাদের কাছে এসে ছিল ট্রাঙ্কটা কেনার জন্য—তিনি তাহলে কে ?

মিস্টার গ্যালিভার। তিনি জানতেন ওই দিন অকসান কম্পানী তার পরিত্যক্ত ট্রাঙ্কটি অকসান করবে। ওই ট্রাঙ্কটি অকসান থেকে কিনে নেওয়ার উদ্দেশেই তিনি সেদিন এসেছিলেন। তবে যে কোন কারণেই হোক তার আসতে দেরি হয়ে যায় এবং ট্রাঙ্কটা আমরা কিনে নিই। এর ফলে তিনি ট্রাঙ্কটি আমাদের কাছ থেকে নেওয়ার জন্য বারবার মোটা টাকার লোভ দেখাচ্ছিলেন।

যদি তাই হয় তাহলে তোমাদের শেষ পর্যন্ত বিরক্ত করলেন না কেন ? কেন তোমাদের নির্বিঘ্নে নিতে দিলেন ?

জুপিটার হেসে বললো—খুব সহজ উত্তর স্যার। কাগজের রিপোর্টার ভদ্রলোক ক্যামেরা হাতে এসে পড়ায় তিনি তাড়াতাড়ি সরে পড়েন। তার ভয় ছিল যদি ভদ্রলোক তার ছবিটি তুলে ফেলেন তাহলে তার বিপদ ঘটতে পারে।

মিস্টার হিচকক খুশি হলেন জুপিটারের উত্তরে। তারপর হাতের সিগারেটটা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে লম্বা টান দিয়ে প্রশ্ন করলেন—এবার প্রশ্ন সক্রেটিসকে নিয়ে। আচ্ছা ওই নরমুণ্ড সক্রেটিস কি সত্যি কথা বলতে পারতো। না কোন অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা এমন একটা ফাঁদ করা সম্ভব হয়েছিল গ্যালিভারের পক্ষে।

এবার জুপিটার নরম গলায় বললো—কোন নরমুণ্ড যে কথা বলে না বা তাকে দিয়ে যে কথা বলানো যায় না, তা আমরা সবাই জানি। তবু বহু মানুষের বিশ্বাস ছিল সক্রেটিস কথা বলে। আসলে এটা একটা কৌশল।

প্রত্যেক যাদুকরের কিছু না কিছু নিজস্ব কৌশল থাকে—গ্যালিভারেরও সেইরকম একটা নিজস্ব কৌশল ছিল যার সাহায্যে সে সক্রেটিসকে দিয়ে কথা বলাতো।

—কি কৌশল সেটা পরিস্কার করে বুঝিয়ে বলো ?

এবার বব বললো—এই কৌশলকে বলে "ভ্যানট্রিলোকিউজিম্" অর্থাৎ ঠোঁট না নাড়িয়ে কণ্ঠস্বর চেপে কথা বলার এক ধরনের

পদ্ধতি। গ্যালিভার এই কৌশলকে চমৎকার ভাবে রপ্ত করেছিলেন, কাজটা তিনি এমনভাবে করতেন যাতে সবাই মনে করতো, সক্রেটিস কথা বলছে।

—তোমার কথা না হয় মানলাম, কিন্তু এই পদ্ধতিতে কথা বলানোর সময় আসল লোককে তো খুব কাছে থাকতে হয়, কিন্তু গ্যালিভার তো কাছাকাছি না থেকেও সক্রেটিসকে দিয়ে কথা বলাতো—ব্যাপারটা অলৌকিক বলে মনে হয় না তোমার ?

—না স্যার। দ্রুত উত্তর দিল জুপিটার। বললো—গ্যালিভার অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সে এই কৌশল প্রয়োগ করতো বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে। তার এই বিশেষ পদ্ধতির জন্য সে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং অনেক টাকাও রোজগার করেছিল। আসলে সে এই ক্ষেত্রে নিজে দূর থেকে রেডিও ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে কথা বলতো। এই কৌশল প্রয়োগ করে সে আমাদের সঙ্গেও সক্রেটিসের মাধ্যমে কথা বলেছে।

এবার মিস্টার জুপিটারের দিকে ঝুঁকে বললেন—কিন্তু তোমরা তো নরমুণ্ড সক্রেটিসকে খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করেছিলে—কিছুই তো উদ্ধার করতে পারোনি ওর মধ্যে থেকে, তাহলে ওর মধ্যে যে রেডিও মেকানিজম ছিল তা তোমরা বুঝলে কি করে।

—প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারিনি। আমারও মনে হয়েছিল ব্যাপারটার মধ্যে কোনরকম অলৌকিকত্ব আছে। তার এই কৌশলকে অন্য যাদুকরেরা যে ঈর্ষার চোখে দেখতো সেটাও আমরা বুঝে ছিলাম ম্যাক্সিমিলিয়ানের কথা থেকে।

তাহলে তোমাদের ধারনা বদলালো কি ?

পরে বিশ্লেষণ করে দেখলাম, রেডিও ট্রান্সমিশান যন্ত্রটি আসলে নরমুণ্ডের মধ্যে ছিল না। বুদ্ধিমান গ্যালিভার তাকে রেখেছিল তার ওই আইভরিবেসের মধ্যে। নরমুণ্ডটা ওই আইভরিবেসের ওপর বসালে তবেই সেটা কথা বলতো। ওই গোলাকার আইভরি চাকতীটিকে কেউ সন্দেহ করেনি। অথচ ওর মধ্যেই গ্যালিভার অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও তীব্র ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্র লুকিয়ে রেখে তার কাজটি হাসিল করতো। প্রথমদিন আমার ধারনায় সে

আমাদের ইয়ার্ডের দূরত্ব ঠিক মতো লোকেট করতে পারেনি। ফলে আমরা ট্রাঙ্ক থেকে বার করার সময় কেবল অস্পষ্ট শব্দ পেয়েছি, কোন কথা পরিষ্কার ভাবে শুনতে পারিনি। এই জাতীয় রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে চারশ গজ দূর থেকে স্পষ্টভাবে কথা বলা যায়। তার বেশি দূরত্ব হলে সে কথা শোনা যায় না। সেইজন্য গ্যালিভার রাতের দিকে আমাদের ইয়ার্ডের কাছে চলে আসে। তারপর আমার ঘরের আলো লক্ষ্য করে কোন একটা অন্ধকার জায়গা খুঁজে নিয়ে কথা বলে এবং সেইদিনই সে আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলে।

হিচকক তবুও সংশয় ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—তোমার কথা না হয় মানছি, কিন্তু তিনি তোমাদের কাজকর্ম কি ভাবে লক্ষ্য করতেন।

জুপিটার বললো—গ্যালিভার যখন মিসেস জেলদা হিসাবে জিপসিদের মধ্যে ছিলেন তখন কিন্তু তিনি জিপসি মহিলাদের পোশাক ব্যবহার করতেন না। তার পোশাকটা ছিল অনেকটা ধর্ম-যাজকদের কায়দায় ঢিলেঢালা। পোশাকটির সারা গায়ে ছিল সূক্ষ্ম সরু সরু সুতো আর জরির কাজ। আমার ধারনায় তিনি ওই সূক্ষ সুতো আর জরির ফাঁকে কোথাও তার মাইক্রোফোন লুকিয়ে রাখতেন যা বাইরে থেকে কোন নজরে পড়তো না। ফলে তার পক্ষে কথা বলা ছিল খুব সহজ। আর আমাদের কথাবার্তা শোনার জন্য তার পরচুলার মধ্যে কানের কাছে লুকানো ছিল খুব ছোট একটা রিসিভার—যার সাহায্যে তিনি আমাদের কথাবার্তা নিয়মিত শুনতে পেতেন।

জুপিটারের বক্তব্যে খুশি হলেন মিস্টার হিচকক। বললেন—চমৎকার বিশ্লেষণ। সত্যি ছেলেরা তোমরা এখন যথেষ্ট পরিণত হয়েছ। তোমাদের পক্ষে এখন যে কোন বড় কাজ করা সম্ভব। এই ব্যাপারে আমি তোমাদের হয়ে মিস্টার রেনোল্ডের সঙ্গে কথা বলবো। তিনিও তোমাদের কাজে খুব খুশি। তোমরা সাহায্য না করলে ওই টাকা কিছুতেই উদ্ধার করা সম্ভব হতো না।

—কিন্তু স্যার, আমরা তো একবারে ওই টাকা খুঁজে পাইনি।

আমরা প্রথমে তো বিশ্লেষণে একটু ভুল করেছিলাম। ভেবেছিলাম ওয়াল পেপারের নিচে টাকা লুকানো আছে। যদি মারগানরা এসে ওয়াল পেপার ছিঁড়ে টাকা না খুঁজে পেত তাহলে তো আমাদের পক্ষে নতুন 'ক্লু' খোঁজা সম্ভব হতো না।

—মিস্টার হিচকক বললেন- যা ঘটেছে সেটাই স্বাভাবিক। কোন গোয়েন্দাই পারে না প্রথম বিশ্লেষণে আসল জায়গায় পেঁছতে। বিশ্লেষণে ভুল হতেই পারে। কিন্তু পরে যে তোমরা মাথা ঠাণ্ডা রেখে আবার নতুন করে 'ক্লু' খোঁজার চেষ্টা করেছ—এটাই তো হলো বড় গোয়েন্দার লক্ষণ। তবে হ্যাঁ আগামী দিনে কেবল লক্ষ্য রাখবে মিস্টার গ্রাণ্টের মতো ধূর্ত লোকেরা তোমাদের ঠকাতে না পারে। শুধু ওই একটা জায়গায় তোমরা ঠিক মতো বিশ্লেষণ করে উঠতে পারনি। মারগানের ওপর জিপসিদের আগাগোড়া নজর থাকায় তারা তাদের পিছনে পিছনে ওই বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল এবং উদ্ধার করেছিল তোমাদের। যদি তা না হতো তাহলে অবশ্যই তোমরা সেদিন বিপদে পড়তে, তোমাদের সঙ্গে কোন অস্ত্র ছিল না।

মিস্টার হিচকক বললেন তিন গোয়েন্দাকে লক্ষ্য করে—এখন তোমরা যেতে পার। আর তোমাদের এই রিপোর্ট পড়ে যে গল্প আমি সিনেমা করবো বলে ঠিক করেছি—তার কি নাম দেওয়া যায় বলতো?

জুপিটার হেসে বললো—রহস্যময় নরমুণ্ড।

———